অনল প্রবাহ

সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী

facebook/@maktabatuttalamij

অনল প্রবাহ

সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

facebook/@maktabatuttalamij

অনল প্রবাহ
সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ১৫২
ইফাবা প্রকাশনা ঃ ১১৪/২
ইফাবা গ্রন্থাগার ঃ ৮৯১.৪৪১
ISBN : 984-06-0055-9
প্রথম সংস্করণ ঃ পৌষ ১৩০৭
বাজেয়াপ্ত ১৩১৭ থেকে ১৩৫৮
চতুর্থ (ইফাবা প্রথম) সংস্করণ ঃ শ্রাবণ ১৩৮৭
ষষ্ঠ (ইফাবা তৃতীয়) সংস্করণ
এপ্রিল ২০০৪
বৈশাখ ১৪১১
সফর ১৪২৫
প্রকাশক
মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ৮১২৮০৬৮
প্রচ্ছদ শিল্পী
সবিহ্-উল-আলম
মুদ্রণ ও বাঁধাই
এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম
প্রকল্প ব্যবস্থাপক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগার গাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
মূল্য ঃ ৪৫.০০ টাকা

ANAL PROBAHO (Stream of Fire— Collection of poems) : Composed by Syed Ismail Hossain Shiraji and published by Muhammad Abdur Rab, Director of Publication, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone : 8128068 April 2004
E-mail : info@islamicfoundation-bd.org
Website : www. islamicfoundation-bd.org
Price : Tk 45.00; US $: 1.50

facebook/@maktabatuttalamij

সূচীপত্র

facebook/@maktabatuttalamij

মহাপরিচালকের কথা

সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী বাঙালি মুসলিম নবজাগরণের অন্যতম অগ্রদূত এবং বাঙালি মুসলমান লেখকদের অন্যতম সাহিত্যগুরু ও পথ-নির্মাতা। তাঁর মত যুগনায়ক ও লেখকদের ধারাবাহিকতায় নির্মিত হয়েছে আধুনিক বাঙালি মুসলমানদের উজ্জ্বল সাহিত্য-কীর্তি। শিরাজীর 'অনল প্রবাহ' প্রকাশের পর কাজী নজরুল ইসলামের অগ্নিবীণার সুরে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছিল। 'অনল প্রবাহ'তে কবির যে চেতনা 'অগ্নিবীণা'তেও সেই চেতনাই প্রবাহিত। মূলত 'অনল প্রবাহ'-র বিক্ষুব্ধ হৃদয়ের চেতনাই আরো শিল্প মহিমায় ও বিপুল বলিষ্ঠতায় 'অগ্নিবীণা'য় প্রজ্বলিত হয়েছে। ইসলামের অনুসারী যে মুসলিম শক্তি এক সময় বিশ্বের প্রায় অর্ধাংশ জুড়ে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল—কল্যাণময়ী আদর্শের উদাহরণে, বীরত্ব ও ঔদার্যের মহিমময় প্রতিফলনে, জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শনের সৃষ্টির ঔজ্জ্বল্যে যারা একদিন পৃথিবীকে চমকিত করেছিল—তাদেরই অবিশ্বাস্য অধঃপতন সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজীকে নিদারুণ বেদনায় আহত ও অদম্য করে তুলেছিল। একটি গর্বিত জাতিকে সোনালি অতীতের উদাহরণে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করে পতনের অতল গহ্বর থেকে আলোকিত আঙিনায় তুলে আনার দুঃসাধ্য প্রয়াসে তিনি সকল শক্তি ও মেধা নিয়োজিত করেছিলেন। 'অনল প্রবাহ'তে শিরাজীর হৃদয়ের আন্তরিক ভালবাসা, মমত্ব ও কল্যাণাকাঙ্ক্ষা বিপুল আবেগে পরিব্যাপ্ত হয়ে তন্দ্রার শিকল ভেঙ্গে মুসলমানদের বেরিয়ে আসার প্রেরণা যুগিয়েছিল। সেদিন 'অনল প্রবাহের' ভাষার আগুনের তাপে বৃটিশের কঠিন হৃদয়ও যে কেঁপে উঠেছিল তার প্রমাণ 'অনল প্রবাহ' বাজেয়াপ্তকরণ এবং সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজীকে কারাদণ্ড প্রদান। তিনিই প্রথম বাঙালি লেখক যিনি মুসলমানদের স্বাধীনতার আহবান জানানোর তথাকথিত অপরাধে কারাবরণ করেছিলেন। সেই উজ্জ্বল ইতিহাস যাতে বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে না যায়—সেই বিবেচনা থেকেই 'অনল প্রবাহ' পুনঃপ্রকাশ করা হলো। সুধী পাঠক সমাজের কাছে এই ঐতিহাসিক কাব্যগ্রন্থটি পূর্বের ন্যায় যথাযথ সমাদর পাবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

মহান আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সকল ভাল কাজ কবূল করুন। আমিন!

এ. জেড. এম. শামসুল আলম
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

facebook/@maktabatuttalamij

প্রকাশকের কথা

মহাকালের বিস্মৃতির ঢেউ পাড়ি দিয়ে যেসব গ্রন্থ আজো আমাদের চেতনার দ্বারে টোকা দেয়, 'অনল প্রবাহ' কাব্যগ্রন্থটি তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'অনল প্রবাহ' শুধু একটি কাব্য মাত্র নয়, এ গ্রন্থটি একটি জাতির জাগরণী গ্রন্থ। ১৮৯৯ সালে সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজীর 'অনল প্রবাহ' কাব্য প্রকাশিত হয়। তখন অবিভক্ত বাংলার মুসলমানরা রাজনীতি, সংস্কৃতি, শিক্ষা, সমাজসহ সকল ক্ষেত্রে ভীষণভাবে পিছিয়েছিল। তারা শিকার হয়েছিল অবর্ণনীয় দুর্দশার। সেই দুর্দিনের কালে 'অনল প্রবাহ' কাব্যে বাঙালি মুসলমানদের জেগে ওঠার ডাক দিয়েছিলেন সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী। তাঁর মেঘমন্দ্র কণ্ঠের আহবানে সেদিন জাতির মধ্যে সাড়া জেগেছিল। তৎকালীন বাংলাদেশের শহরে-বন্দরে-গ্রামে-গঞ্জে পৌঁছে গিয়েছিল অনল প্রবাহের উত্তাপ এবং বাঙালি মুসলমান তাঁদের অলসতা-জড়তা ঝেড়ে ফেলে পায়ের উপর দাঁড়াতে সচেষ্ট হয়েছিল। নিঃসন্দেহে বলা যায়, সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী জাতীয় জীবনের অন্ধকারে সেদিন আগুনের আলো জ্বেলেছিলেন। পরবর্তীকালে সেই আগুন থেকে মশাল ধরিয়ে নিয়েছিলেন আরো অনেক কবি, সাহিত্যিক ও রাজনীতিবিদ। 'অনল প্রবাহ' মুসলিম মানসে যে আগুনের শিখা জ্বালিয়ে দিয়েছিল তার উত্তাপ সহ্য করতে না পেরে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ কাব্যগ্রন্থটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। শুধু তাই নয়, কবিতায় স্বাধীনতার বাণী প্রচারের দায়ে কবি শিরাজীকে দু'বছরের কারাদণ্ড পর্যন্ত দেয়া হয়।

বাঙালি মুসলমানের জাতীয় জাগরণে 'অনল প্রবাহ' কাব্যের ঐতিহাসিক ভূমিকার প্রেক্ষিতে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৮০ সালে গ্রন্থটি প্রথম পুনঃপ্রকাশ করে। ১৯৯২ সালে দ্বিতীয়বার পুনঃমুদ্রণের পর এবার এ কাব্যগ্রন্থটি তৃতীয়বারের মতো প্রকাশ করা হলো। আজ থেকে ১০৩ বছর আগের রচিত এ কাব্যগ্রন্থটির আবেদন যে আজো অনেকাংশেই অটুট—সুধী পাঠক 'অনল প্রবাহ' পাঠ করে তা উপলব্ধি করতে পারবেন বলে আমাদের বিশ্বাস।

মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

facebook/@maktabatuttalamij

উৎসর্গ

ইসলামের গৌরবের বিজয় কেতন
হে মোর আশার দীপ নব্য যুবগণ!
মোস্‌লেমের অভ্যুত্থানে
ইস্‌লামের জয় গানে
আবার লভুক বিশ্ব নূতন জীবন।
জাগাতে অতীত স্মৃতি
জাগাতে জাতীয় প্রীতি।
অনল প্রবাহখানি করিয়া রচন।
বড় আশে বড় সাধে,
দিনু তোমাদের হাতে
হউক অনলময় অলস জীবন।
আবার উত্থান লক্ষ্যে,
বহাও জগত বক্ষে
নব-জীবনের খর প্রবাহ প্লাবন।
আবার জাতীয় কেতু,
উড়াও মুক্তির হেতু
উঠুক গগনে পুন রক্তিম তপন।

facebook/@maktabatuttalamij

দিবাচা

পঞ্চাশ বছরেরও অধিক কাল আগে সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী 'অনল-প্রবাহ' রচনা করেছিলেন। এই অর্ধশতকের মধ্যে আমাদের সামাজিক জীবনে বিপ্লব ঘটেছে প্রকাণ্ড। এই সামাজিক পরিবর্তন আমাদের জাতীয় জীবনের সেরা ব্যক্তিদের মানস প্রকৃতির উপরও ছাপ ফেলেছে। আমাদের বুদ্ধিজীবী মানুষদের জ্ঞানানুশীলনের ধারা দেখেই এ পরিবর্তন অনায়াসে ধরা যায়। আমাদের কবি, সাহিত্যিক, সুধী, শিল্পী ও বিজ্ঞানীরা তাঁদের জীবন-সাধনায় এক একটা বিশেষ বিষয়কেই এখন বেছে নিয়ে থাকেন। আজ যিনি কবিতা লেখেন, তিনি শুধু কবিতাই লেখেন, যিনি কথা-সাহিত্যের কারবারী, তিনি কথা-সাহিত্যের সেবায়ই নিজেকে একান্তভাবে সীমিত করেন। আজকের চিত্র-শিল্পী একান্তভাবে তাঁর গণ্ডী রচনা করতে চান নিছক রং-রেখা-আলো-ছায়ার রাজ্যে; বাইরের জগত তাঁর কাছে বিলুপ্ত ও অর্থহীন। আমাদের বিজ্ঞানীদের বেলায় এ কথা অধিকতর সঠিকভাবে খাটে। বিশেষভাবে গণ্ডি রচনা করে নিজেকে একান্তভাবে নিবেদন এবং প্রতিভাকে খণ্ডিত না করে একই বিষয়ে পরিপূর্ণ কামিয়াবি অর্জনই তাঁরা চান। এটিই হয়ত লাভজনক বেশি এবং হয়ত এটি এ যুগের দাবি। শক্তিকে খণ্ড-বিখণ্ড করে নানা ভাগে ছড়িয়ে দেওয়া হয়ত ক্ষতিকর। সম্পূর্ণতা ও বিশেষজ্ঞতা অর্জনের মধ্যে কোন্‌টা বেশি ক্ষতিকর বা কোন্‌টা বেশি লাভজনক, এখানে আমরা সে তর্কের ভিতর যাব না। এ যুগের জানার বিষয়ও বেশি, তাও আমরা অস্বীকার করব না; কিন্তু আগের যুগের কীর্তিমানদের দিকে যদি তাকাই এবং তাঁদের পূর্ববর্তীদের সাধনার বৈশিষ্ট্য যদি আমরা লক্ষ্য করি, তবে দেখতে পাই একই ব্যক্তি একাধারে কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, বিজ্ঞানী এবং অনেক কিছু। এল্‌মের ধারণাই ছিল অতীতে একদিন অত্যন্ত ব্যাপক। ওমর খৈয়াম একাধারে কবি, গণিতজ্ঞ ও চিকিৎসক ছিলেন। আবূ সিনা ছিলেন একাধারে দার্শনিক ও বিজ্ঞানী। লিওনার্ডো দা ভিঞ্চি শিল্প ও বিজ্ঞানের সাধনায় সমানভাবে নিজকে নিয়োজিত করেছিলেন।

যাহোক, দূরবর্তী কীর্তিমানদের কথা ছেড়ে দিয়ে আমাদের আরো কাছাকাছি এসে স্বদেশের পশ্চাতভূমিতে জ্ঞানানুশীলনের সাধারণ ধারা যদি আমরা লক্ষ্য করি, এমন কি শিরাজী-যুগের ধারাকে যদি আমরা খতিয়ে দেখি তাহলেও দেখতে পাই, সমাজের

facebook/@maktabatuttalamij

কৃতী-মানুষ কম কিন্তু জাতীয় ও তামদ্দুনিক জীবনেও অভাব ছিল অন্তহীন। সাহিত্যে, শিল্পে, কাব্যে, সাংবাদিকতায়, সমাজ-সংস্কারে, রাজনীতিতে সমস্যা ছিল অসংখ্য, কিন্তু মানুষ ছিলেন মুষ্টিমেয়। একই ব্যক্তিকে তাই একই সময়ে সাহিত্যে, কাব্যে, সাংবাদিকতায়, রাজনীতিতে, সমাজ-সংস্কারে এবং আরও বহু কাজে আত্মনিয়োগ করতে হত। প্রতিভার সর্বতোমুখিতা ছিল যুগেরই অপরিহার্য চাহিদা। তাই, সে যুগের স্বাজাতিক জীবন-সাধনার প্রায় সবকয়টি ধারাই সৈয়দ শিরাজীতে এসে মিলিত হয়েছিল এবং রূপ ধরেছিল। এদিক হতে বিশ শতকের প্রথম ভাগের তিনি যুগপ্রতিনিধি। তাই প্রতিভার সর্বতোমুখিতার বিচিত্র বর্ণ-চাতুর্য তাঁর সাধনাকে অনুরঞ্জিত করেছিল। তিনি শুধু কবি ছিলেন না, ছিলেন সমাজ-সংস্কারক, ধর্মনেতা, রাজনীতিক, ঐতিহাসিক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, বাগ্মী, চিকিৎসক ও অনেক কিছু। তাঁর বিচিত্র জীবন-কাহিনী ও সাধনার কথা আজ জাতির নানা কারণেই জানবার প্রয়োজন আছে। তাঁর 'অনল-প্রবাহ' বা অন্যান্য রচনার রস ও ধারা অনুসরণের জন্যই শুধু তা নয়; আমদের জাতীয় সাধনার ঐতিহ্য ও ইতিহাস তারই সাথে যুক্ত, এ কথা বুঝবার জন্যও তার অনুসরণ অনেকখানি প্রয়োজন।

এরই প্রেক্ষিতে বর্তমানের ব্যক্তিগত জীবনে জ্ঞানানুশীলনের ক্ষীণ ধারার তুলনা করার আবশ্যকতা আছে। যেভাবেই হোক এবং যে কারণেই হোক শিরাজী-যুগের জ্ঞানী, গুণী ও কৃতীরা জ্ঞানানুশীলনের সর্বতোমুখিতাকে অনেকখানি রক্ষা করে এসেছিলেন। শুধু শিরাজীই নন, মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী এবং এরও আগে সৈয়দ আমীর আলীর মধ্যে আমরা দেখতে পাই যে, তাঁরা জ্ঞানার্জনে ও জ্ঞান সাধনায় এই জাতীয় ঐতিহ্যকে অম্লান রাখতে যত্নশীল ছিলেন। কয়েকটি কবিতার বই পড়ে কবিতা লেখা এবং কিছু গল্প-উপন্যাস পড়ে কথা-সাহিত্যিক হওয়ার দুঃসাহস তখন বেশি দেখা যেত না। আজ আমাদের রচনায় মননশীলতা কম, কথা-সাহিত্য অগভীর, কবিতা জীবন-রসে আপ্লুত হয়ে ওঠে না, সুকুমার শিল্প মহত্ত্বের স্পর্শ-বর্জিত, এর কারণ নিশ্চয়ই জিজ্ঞাস্য। এর কারণ হয়ত অনেক, কিন্তু একটা কারণ এই যে, আমাদের জ্ঞান ও গবেষণার প্রকৃতি আমাদের সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যিক কর্মকাণ্ড খণ্ডিত, অসম্পূর্ণ ও অগভীর; তা স্বীকার করতেই হবে। জ্ঞানানুশীলনের ও সংস্কৃতি সাধনার ব্যাপারে আমরা নিজকে অত্যন্ত সংকীর্ণ ও গণ্ডিবদ্ধ করে ফেলেছি। জগত ও জীবনকে জানতে, বুঝতে ও উপলব্ধি করতে হলে দৃষ্টিভঙ্গির সর্বতোমুখিতা ও গভীরতার আদর্শ গ্রহণ করতে হবে। তা না হলে বড় সৃষ্টি ও কর্মকাণ্ড সম্ভব নয়। একটা প্রশ্ন হয়ত অনেকেই করবেন যে, শিরাজী-যুগে বা তারই আশেপাশে জগজ্জয়ী প্রতিভা আমরা কয়টা সৃষ্টি করেছি? তখন আমাদের মধ্যে কয়জন রবীন্দ্রনাথ, গেটে, শেক্সপীয়র,

facebook/@maktabatuttalamij

হাফেজ, ওমর খৈয়াম প্রমুখ জন্ম নিয়েছেন? এর সঠিক জওয়াব জানা নাই। শুধু এই বলব যে, শিরাজী হতে নজরুল পর্যন্ত বিশ্ব-প্রতিভার বিদ্যুৎ-চমক হয়ত কোথাও কোথাও দেখেছি। কেউ কেউ এসে মাঝে মাঝে মহৎ আশাও জাগ্রত করে গেছেন কিন্তু আজকের নৈরাশ্য পীড়াদায়ক।

আজকের শিল্পী, সাহিত্যিক ও সুধীরা জীবন ও জগতকে জানতে এবং বুঝতে যেন তেমন তৎপর নন। আমাদের পূর্বসূরিরা তাঁদের সীমাবদ্ধ ও সঙ্কীর্ণ সুযোগ সত্ত্বেও পড়াশুনা করতেন ব্যাপকভাবে। কিন্তু তার চাইতেও জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ও বিচিত্র কর্মশালার ঘরে ঘরে ও সকল ক্ষেত্রে তাঁদের ছিল আনাগোনা। সাধারণ স্কুল-কলেজের পড়াশোনার বাইরে ও জীবনের পাঠশালা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, পরীক্ষা ও অভিজ্ঞতায় একই ব্যক্তি নানাভাবে উত্তীর্ণ হয়ে আসতেন এবং নিজকে সমৃদ্ধ করে তুলতেন। শিরাজীর সাহিত্য ও জীবন সাধনার আলোচনার সময় এসব কথা স্মরণ রাখতে হবে।

'অনল-প্রবাহ' পাঠে একটা কথা বারবার মনে জাগে যে, ঐতিহাসিক ইসলামের বিশ্বরূপ শিরাজীকে মুগ্ধ করেছিল। তার গৌরবময় উত্থান ও শোচনীয় পতনে তিনি আশাবাদী ও আশাহত হয়েছিলেন। তাঁর হাসিকান্নাকে তিনি ভাষা দিয়েছিলেন তাঁর কাব্যে। 'অনল-প্রবাহ'-এ তারই জোরালো প্রকাশ রয়েছে। দু'একটি স্থান উদ্ধৃত করা গেল ঃ

যে জাতি জগতে আলো ছড়াইল,
বীরদাপে যার ভুবন কাঁপিল
জগত যাদের চরণে লুটিল,
তারা আজি বিশ্বে ঘোর হতমান।
যাও দেশে দেশে কর দরশন,
আছে কত কীর্তি ধারণী শোভন,
মিনার মস্‌জিদ, প্রাসাদ, ভবন,
দুর্গ, গড়খাই সেতু, উপবন,
কত বিদ্যালয়, কত শিল্পশালা,
দীঘি, সরোবর, কত খাল নালা
হইয়াছে এবে ভগ্ন জীর্ণ ম্লান।

[অনল-প্রবাহ]

পারশ্যের 'অগ্নি' তোমরা নিভালে,
ভারতের 'মূর্তি', তোমরা ভাঙিলে

facebook/@maktabatuttalamij

চীনের নাস্তিক্য তোমরা তুড়িলে,
‘জড়-উপাসনা’ তোমরা ভস্মিলে!
নাশিলে তোমরা ঘৃণ্য ব্যভিচার
জাতিভেদ প্রথা করিলে সংহার,
মদ্য-বেশ্যা-সুদ কৈলে ছারখার,
আর কত পাপ বিদূর করিলে।

[অনল-প্রবাহ]

শিরাজী ছিলেন স্বাধীনতার কবি। তিনি যখন কর্ম-কোলাহলমুখর জীবন-পথের যাত্রী, তখন ভারতের আজাদির আন্দালন আস্তে আস্তে দানা বেঁধে উঠেছে। তিনি ইসলামের শৌর্য-বীর্যের খবর রাখতেন এবং ভাল করেই জানতেন যে, আজাদির দাম কিভাবে দিতে হয়। তাই তিনি ‘মিসরের অভ্যুত্থান’ কবিতায় লিখেছেন ঃ

মরক্কো হইতে পূর্বে বোর্নিও অবধি
নিস্তরঙ্গ ছিল যেই ইসলাম-জলধি
সেই জলধির বক্ষে
শত্রুকুল এক লক্ষ্যে
ডুবিয়া ডুবিয়া করি রত্ন আহরণ
লক্ষ পোতে করিতেছে বিদেশে প্রেরণ।
এবার সে মহাসিন্ধু প্রলয় গর্জনে,
উঠিবে গরজি ঘোর প্রচণ্ড তর্জনে
চঞ্চল তরঙ্গ গিরি
ডুবাবে সকল তরী,
ডুবিবে সমগ্র ধরা প্রমত্ত প্লাবনে
কাঁপিবে ধরণী সতী ঝটিকা পীড়নে।

* * *

বিনা জলে তরুলতা হয় না বর্ধিত,
বিনা রক্তে স্বাধীনতা নহে অঙ্কুরিত,
শোণিত সিচন ভিন্ন
নাহিক উপায় অন্য
বাঁচাইতে স্বাধীনতা অমৃত-বিটপী,
ন্যায় ধর্ম, জ্ঞান, বীর্যে যার ফলরূপী।

facebook/@maktabatuttalamij

শিরাজী ছিলেন যৌবনের কবি। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, দেশের যৌবন-শক্তি জাগলেই জাতি জাগবে। তারাই জাতিকে পতন থেকে উত্থানে, গ্লানি থেকে গৌরবে উন্নীত করতে পারে। তাই দেশের যৌবন-শক্তিকে তিনি ডাক দিয়েছিলেন ঃ

আশার তপন নব্য যুবগণ
সমাজের ভাবী গৌরব কেতন ঃ
তোমাদের পরে জাতীয় জীবন
তোমাদের পরে উত্থান পতন,
নির্ভর করিছে জানিও সবে।
তোমরা জাগিলে সমাজ জাগিবে,
তোমরা মরিলে সমাজ মরিবে,
তোমাদের পদচিহ্ন অনুসরি,
চলিবে আবার সমাজের তরী;
তোমাদের ধর্ম, তোমাদের কর্ম,
তোমাদের শিক্ষা, তোমাদের মর্ম,
সবাই সাদরে গ্রহণ করিবে।

[অভিভাষণ]

সৈয়দ শিরাজী ইতিহাস-সচেতন কবি। বর্তমানে আমরা যাকে সময় সচেতনতা বলি, এ যে তারই একদিক বা নামান্তর, এ কথা ভুললে চলবে না। আর্থিক সমস্যা-জর্জর জীবন সম্বন্ধে অমনযোগী হলে এ যুগে সার্থক সৃষ্টি অসম্ভব মনে করা যেতে পারে। কারণ, আজ আর্থিক প্রশ্ন সহস্র-জিহবা হয়ে আমাদের সমগ্র চৈতন্যকেই প্রায় গ্রাস করে রেখেছে। সার্থক সৃষ্টির চেষ্টাই এর সচেতনতা অপরিহার্য মেনে নিয়েও স্মরণ রাখতে হবে যে, এটা কাব্য রচনার পশ্চাত ভূমিরই বড় কথা, কাব্য-সৌন্দর্য সৃষ্টির বড় কথা নয়। বাংলা কবিতার পরিক্রমায় এই পশ্চাতভূমির স্তর বিন্যাস করে শিরাজী-কাব্যের রস গ্রহণ করা যায় সুন্দরভাবে। মাইকেল, হেমচন্দ্র প্রমুখ কবি পৌরাণিক আখ্যানকে পশ্চাতভূমিতে রেখে মহাকাব্য রচনা করেছিলেন। বাঙালী কবিরা রঙ্গলাল, হেমচন্দ্রের সময় থেকেই স্বাজাতিক আন্দোলনের ভিত্তিতে ইতিহাস-সচেতন হয়ে ওঠেন। রঙ্গলাল, হেমচন্দ্রে সে ধারার বিপুল প্রসার লক্ষ্য করা যায়। নবীন সেনের ভেতর তার ব্যাপ্তি আরো বেড়ে গেছে এবং সে-ধারা রবীন্দ্রনাথ, নজরুল পর্যন্ত অল্পবিস্তর প্রবাহিত। জাতীয় ইতিহাস-সচেতন বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস রচনাও প্রসঙ্গত স্মরণীয়। হিন্দুর জাতীয় আন্দোলন বঙ্কিমের ভাবধারায় স্নাত হয়ে একদিন বিপুল প্রবাহে ছুটে

facebook/@maktabatuttalamij

চলেছিল। সে যুগে স্বাজাতিক ভাবধারায় ইতিহাস-সচেতনতাই হল আর একভাবে সময়-সচেতনতা। কারণ, জাতীয় ইতিহাস ও আজাদির আন্দোলন তখন এদেশের চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। কাব্য ও উপন্যাস রচনায় শিরাজী স্বাজাতিক ও ঐতিহাসিক ধারার ঐতিহ্যবাহী। শিরাজীর 'অনল প্রবাহ' এই ভাবধারার ধ্বনি ও প্রতিধ্বনিতে অনুরণিত। 'অনল-প্রবাহ' পড়তে পড়তে আমরা রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, নবীন সেন, রবীন্দ্রনাথের কথা বারবার মনে না করে পারি না।

শিরাজীর কাব্যের অন্যতম প্রধান সুর কল্যাণ-জিজ্ঞাসা। জাতীয় শৌয-বীর্য, আজাদি, শক্তি ও যৌবন-ধর্মের গান তিনি এ কারণেই গেয়ে গেছেন। এ জন্য তিনি তাঁর কাব্যে তার ভাবোপযোগ ভাষাকেও বেছে নিয়েছিলেন। বলিষ্ঠতা, ঋজুতা ও তেজস্বিতা তাঁর ভাষার বৈশিষ্ট্য। 'অনল-প্রবাহ' তাঁর রচনায় এ সব বৈশিষ্ট্যেরই পরিচয় বহন করে। এক হিসাবে শিরাজীর 'অনল-প্রবাহ'কে তাঁর সকল কাব্য উপন্যাস ও অন্যান্য রচনার চাবিকাঠি বলা যায়। এ কথাটি সম্প্রসারিত করে আমরা শিরাজীর সামগ্রিক জীবন-সাধনাকেও ব্যাখ্যা করতে পারি। তাঁর সারা জীবনটিই ক্ষুদ্রাকারে তাঁর 'অনল-প্রবাহে' বিম্বিত হয়ে আছে। 'অনল-প্রবাহ' শিরাজীর সাহিত্য সাধনাকে আমাদের কাছে বিশ্বস্তভাবে তুলে ধরতে পারে।

ইংরেজীতে একটি কথা আছে—Style is the man— ভাষাশৈলী মানুষটির আসল পরিচয়। এই বিচারে 'অনল-প্রবাহ' শিরাজীর সাহিত্যের মত তাঁর সারা জীবনের জন্যও ইঙ্গিতময়। নিজকে সেরা ভাববার দুর্জয় অভিমান ছিল শিরাজীর। "আমি ছোট নই—আমরা ছোট নই, ইসলামের জ্যোতির্ময় ও গৌরবদীপ্ত অতীতের ঐতিহ্যবাহী আমরা, আমাদের আজকের পতনকে নব অভ্যুত্থানে রূপান্তরিত করতে হবে"— এ ছিল তাঁর জীবন-সাধনা। জাতীয় সাধনার এ সত্যকে শিরাজী সারা অন্তর দিয়ে দাবদাহের মত অনুভব করতেন। তাই সহস্র ধারায় তাঁর হৃদয়ের সেই দাবদাহকে তিনি ছড়িয়ে দিয়েছিলেন তাঁর কাব্যে, গানে, উপন্যাসে, বাগ্মিতায় ও বহু বিচিত্র কর্মপ্রচেষ্টায়। এ কারণেই বলা যায়, 'অনল-প্রবাহ'র এক একটি কবিতা তাঁর জ্বলন্ত জীবনানুভূতির এক একটি খুনরাঙা ফল ও স্ফুলিঙ্গ।

শিরাজী জীবন দিয়ে যে আগুন জ্বেলেছিলেন এবং যে আগুন তাঁর ছন্দে, গানে, বাগ্মিতায় ও কর্ম-প্রচেষ্টায় ছড়িয়ে পড়েছিল, জাতির জীবনে তা ব্যর্থ হয় নাই। জীবনের মাল্য হতে খসা, সে সব প্রাণ-গর্ভ অগ্নিবাণী মানুষের মনে মনে বাসা নিয়েছিল। জাতি নতুন আশায় ও নতুন ভাষায় জাতীয় জীবনের উদয়-পথ বেয়ে অগ্রসর হয়েছিল। ১৩০৭ সনে 'অনল-প্রবাহ'র প্রথম প্রকাশ থেকে আমাদের আজাদির নব প্রভাত পর্যন্ত জাতি-

facebook/@maktabatuttalamij

গঠনের ঐতিহাসিক ধারায় শিরাজী-প্রতিভা ও শিরাজী সাধনার দান অবিস্মরণীয়। আজাদ, আত্মনির্ভরশীল ও স্বাধীন ইসলামের যে বিশ্বরূপ তিনি দেখেছিলেন এবং পরাধীন, পরাজিত ও বিড়ম্বিত মুসলমানের যে পতন দেখে তিনি হয়েছিলেন বেদনার্ত, একদিন পাকিস্তান জাতির সে মানসলোক বেয়েই বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল (এবং সে পথ বেয়েই স্বাধীন বাংলাদেশে তার উত্তরণ ঘটেছে)। আমাদের যে জাতীয় অভিমান শিরাজী যুগে অবরুদ্ধ বেদনায় ফুসছিল এবং যা রূপ পেয়েছিল তাঁর কাব্য, সাহিত্য ও জীবন সাধানায়, তাই হয়ে উঠেছিল একদিন ঝড়ের অভিযান ও আজাদির জয় গর্জন। তারই আঘাতে ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ হল আমাদের গোলামির জিঞ্জির। ঐতিহাসিককে সেকথা ভুললে আজ চলবে না এবং চলতেও পারে না। শুধু রাজনীতিতে নয়, সাহিত্যেও সে সুরের ধ্বনি এবং প্রতিধ্বনি আমরা একইভাবে আজো শুনতে পাচ্ছি। যে সুরের যে ধ্বনি আছে 'অনল-প্রবাহে' তার প্রতিধ্বনি অনুরণিত হচ্ছে 'অগ্নি-বীণা'য়। শিরাজী ও নজরুল ইসলাম আমাদের একই জাতীয় মিছিলের একজন পূর্ববর্তী এবং আর একজন পরবর্তী।

শিরাজী-যুগ ও এ কালের ব্যবধান সুদীর্ঘ। গত ৫৫ বছরে বিপুল পরিবর্তন ঘটেছে। জীবনের বিভিন্ন দিকে এই পরিবর্তন সুচিহ্নিত। আজ আমরা বিপ্লবোত্তর আজাদির যুগে এসে দাঁড়িয়েছি। সাহিত্য ও রাজনীতিতে আগেকার অনেক ধ্যানধারণা বদলে গেছে এবং বহু মূল্যবোধের হয়েছে পরিবর্তন। ভাঙ্গাগড়ার বহু স্তর অতিক্রম করেও এবং আজাদি যুগের নতুন পরিপ্রেক্ষিতে দাঁড়িয়েও আমরা স্পষ্ট অনুভব করছি শিরাজী যুগের অবদানের কথা এবং তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবের কথা। আমাদের জাতীয় সাহিত্যের এ ধারায়ই শিরাজী কাব্যের চিরস্থায়ী অবিচ্ছিন্নতা তর্কাতীত। সুতরাং স্বাজাতিক প্রেরণা ও সাহিত্যরস আস্বাদনের জন্য 'অনল-প্রবাহ' আজও আমাদের চির আনন্দ রসের খনি।

'অনল-প্রবাহ' অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই বিদেশী ও বিজাতীয় শাসক গোষ্ঠীর ক্রোধকে উদ্দীপ্ত করেছিল। এজন্য ইসমাইল হোসেন শিরাজী কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন এবং 'অনল-প্রবাহ' বাজেয়াফত হয়েছিল। যতদূর জানি, বাংলা সাহিত্যে আজাদীর বাণী প্রচার করে শিরাজী সাহেবই সর্বপ্রথম জেলে গিয়েছিলেন। শিরাজী আজ লোকান্তরিত হয়েছেন এবং বিদেশী ও বিজাতীয় শাসন আজ গতায়ু। আজাদির নতুন দিনে 'অনল-প্রবাহ' আবার চল্লিশ বছর পর পুনর্মুদ্রিত হল। পরাধীন যুগের ক্ষয়-ক্ষতির ক্ষতিপূরণের নতুন অধ্যায়ে আজ দেশবাসীর ভূমিকা সুনির্ধারিত। 'অনল-প্রবাহ' আবার পাঠকগণের নিকট এ সময়েই উপস্থিত হল। এ যুগের দেশাভিমানী, সাহিত্যানুরাগী এবং কদরদান পাঠকের ভালবাসাই এর পুনঃ প্রকাশকে সার্থক করতে পারে ও এর অতীত

facebook/@maktabatuttalamij

ক্ষতির প্রতিকার করতে পারে। ইসমাইল হোসেন শিরাজীর বহু বই আজ বাজারে ছাপা নাই এবং তাঁর অমুদ্রিত বইগুলি প্রকাশিত হওয়ার দরকার। শিরাজী-সাহিত্যের প্রচার ও আলোচনার নতুন তাগিদও আজ এরই সাথে বিবেচনা করতে হবে। আমাদের সুদীর্ঘ অবহেলার ক্ষয়-ক্ষতির প্রতিকারের এটাই শ্রেষ্ঠ পন্থা। কারণ, একাজের দ্বারা জাতি এবং বিশেষভাবে আমাদের সাহিত্য লাভবানই হবে। শুধু এই গুরুত্বপূর্ণ কাজের প্রতি উপযুক্ত ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার উদ্দেশ্য নিয়েই 'অনল-প্রবাহ'র দিবাচায় অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আমার এই কয়টি কথা নিবেদন করে রাখলাম।

মুজীবুর রহমান খাঁ

ঢাকা
৩০-১-১৯৫৬

facebook/@maktabatuttalamij

চতুর্থ সংস্করণ প্রসঙ্গে

১৩৪৭ সনে কলকাতায় 'শিরাজী পাবলিক লাইব্রেরী ও ফ্রী রিডিং রুম'-এর উদ্বোধনী বক্তৃতায় কবি নজরুল ইসলাম বলেছিলেন, "শিরাজী সাহেব ছিলেন আমার পিতৃতুল্য। তাঁর সমগ্র জীবনই ছিল অনল-প্রবাহ। আমার রচনা সেই অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের ছিল প্রকাশ।" একই বক্তৃতায় কবি তাঁর স্মৃতিচারণ করতে যেয়ে বলেন যে, তাঁর ভীরুতা ও তাঁর আত্মশক্তিতে অনাস্থার দিনগুলো তখনও অতিক্রান্ত হয় নাই। তাঁকে হৃদয়হীন সমালোচনা ও অন্যান্যভাবে আহত করার কোশেশ তখনও চলছিল। কবি বলছিলেন "এমনি ভীতির দুর্দিনে মনি অর্ডারে দশটি টাকা এসে হাজির। কুপনে শিরাজী সাহেবের হাতে লেখা —'তোমার লেখা পড়িয়া সুখী হইয়া দশটি টাকা পাঠাইলাম। ফিরাইয়া দিও না, ব্যথা পাইব। আমার থাকিলে দশ হাজার টাকা পাঠাইতাম।' চোখের জলে স্নেহ-সুধাসিক্ত ঐ কয় পংক্তি লেখা বারবার পড়িলাম, টাকা দশটি মাথায় ঠেকাইলাম।"

ইসমাইল হোসেন শিরাজী সম্পর্কে নজরুল ইসলামের এ সব কথা গভীর তাৎপর্যে ভরা। এর তাৎপর্য পুরাপুরি উপলব্ধি করতে হলে প্রথমত বিশেষভাবে শিরাজীর সমকালীন পরিবেশ ও সাহিত্যিক জীবনের আবহ ভালভাবে জানা দরকার। এবং সাধারণভাবে জানা দরকার, তৎকালীন সামাজিক পরিবেশ ও আবহ। নতুন কিছুকে গ্রহণ করতে হলে নির্ভেজাল ও উদার মন এবং মানসিকতা প্রয়োজন। মুক্ত বুদ্ধি ও চিত্ত সম্পদ তারই পূর্ব শর্ত। দেশে সাধারণভাবে ও মুসলমান সমাজে বিশেষভাবে সেদিন তার অভাব ছিল। সাহিত্য-বিচারে যে সৌন্দর্য সচেতনতা বাঞ্ছিত, তা তখন আমাদের মধ্যে ছিল নানা কারণে সীমিত। তাই হঠাৎ আলোর ঝলকানির মত নজরুল যখন আমাদের সাহিত্যে উদিত হলেন, তখন অনেকেই আমাদের মধ্যে পীড়িত ও বিড়ম্বিত বোধ করলেন। তাঁর কবিতা ও সাহিত্যকে খোশ আমদেদ জানাতে পারেন নাই অনেকেই। এ ব্যাপারে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের, সন্দেহ-সংশয়ের তাঁদের সীমা ছিল না। তার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য আক্রমণাত্মক ভূমিকায়ও কেউ কেউ নেমেছিলেন। নজরুলের কবিতা ও সাহিত্যের বিরুদ্ধে ঝড় তোলার কোশেশও হয়েছিল। সেদিন এর মূলে অনেক কিছু হয়ত কাজ করেছিল। ধর্মীয় স্পর্শকাতরতা, রক্ষণশীলতা তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। আজ নজরুল সাহিত্য গ্রহণ-বর্জনের ও তর্ক-বিতর্কের কলকোলাহল স্তব্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু সেদিনের

facebook/@maktabatuttalamij

নজরুল সাহিত্য বর্জন-গ্রহণের সন্ধিক্ষণের নাজুক অবস্থায় শিরাজী সাহেবের মনি অর্ডার অনেক আশা-ভরসা ও সাহস স্বীকৃতি কবির জন্য বয়ে এনেছিল। দুর্দিনে ফোটার মুখে কুঁড়ির জন্য তা সুদিনের আলো-বাতাসের মতই কাজ করেছিল। তার সাথে আমরা আরো পেয়েছিলাম সৌন্দর্য-সচেতন শিরাজী-মনের নির্ভুল পরিচয়।

তখন শিরাজীর সম মর্যাদার বিভিন্নভাবে প্রতিষ্ঠিত আরো সাহিত্যিক ছিলেন। শিরাজী ছাড়া তাঁদের মধ্যে আর কেউ কবির সমর্থক ও অনুরক্ত ছিলেন না, এ কথা আমি বলছি না। তবে তাঁদের বাইরে শিরাজী সাহেবের সমান দর্জায় প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্বের মধ্যে বিরোধী কণ্ঠও ছিল সোচ্চার। আবার যাঁরা সুবিধাবাদীর মত ছিলেন নীরব, তাঁদের কথা ভুলে গেলেও চলবে না। সে সময় নজরুল সমর্থকের সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে সাহসী ও সত্যিকার কদরদাম সাহিত্য-মর্মীর পরিচয় দিয়েছিলেন শিরাজী সাহেব। সঙ্গে সঙ্গে সেদিন এ সত্যও জানাজানি হয়ে গেল যে, কাব্য ও সাহিত্য আস্বাদনের সত্যিকার সৌন্দর্য-চেতনার আলো-বাতাস আমাদের মধ্যেও বইতে শুরু করেছে। আমাদের মধ্যে গুণগ্রাহী পাঠক-সমাজ গড়ে উঠেছে।

শিরাজী সাহেবের মনি অর্ডার ও নজরুলের উক্তি থেকে আরো একটা জিনিস আমরা এখানে পাই। এতে আমরা জানতে পারি, অনল-প্রবাহ ও অগ্নিবীণার মধ্যে গভীর আত্মিক মিল আছে। নজরুল ইসলাম ও ইসমাইল হোসেন শিরাজী উভয়েই জাতীয় জাগরণের কবি। ইসমাইল হোসেন শিরাজীর কাব্য ও সাহিত্য ছিল বলেই পরবর্তী কালের বৃহত্তর জাতীয় পশ্চাত-ভূমিতে নজরুলের কবিতার আবেদন ব্যাপকতর হওয়ার আনুকূল্য লাভ করেছিল।

আমি বলছি না, ইসমাইল হোসেন শিরাজী ও নজরুলের কাব্য প্রতিভার গুণগত মান সমান। নজরুল শিরাজীর চাইতে অনেক বড় কবি। আমার কথা হচ্ছে, অনল-প্রবাহ ও অগ্নিবীণার মর্মমূলে টোকা দিলে একই সুর বাজে।

ইসমাইল হোসেন শিরাজীর সাহিত্যের প্রকৃত মূল্যায়ন ও তাঁর বৈশিষ্ট্য এবং মূল সুর নির্ধারণ করতে হলে তাঁর সমকালীন ও সমধারার একাধিক ব্যক্তিত্বকেও জানা উচিত। তাঁরাও তাঁরই মত জাতীয় জাগরণের চারণের মত কথা বলতেন, কাজ করতেন। আমি মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ ও মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর উপর প্রসঙ্গত আলোকপাত করতে চাই। একদিন এই ত্রয়ী অর্থাৎ মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী এবং ইসমাইল হোসেন শিরাজীর নাম দেশবাসীর মুখে মুখে একই সঙ্গে ফিরত। এ তিনজনই ছিলেন সাধারণভাবে জাতীয় জাগরণের নকীব ও প্রবক্তা। তাঁদের মধ্যে গরমিলও ছিল। তবে সে গরমিল আসলে মৌলিক ছিল না; ছিল তাঁদের নিজ নিজ কর্মকাণ্ডে মৌলিক গুরুত্ব আরোপের গরমিল।

facebook/@maktabatuttalamij

মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ও সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী সকলেই ইসলামের কথা বলেছেন। তিনজনই মুসলমানকে জাগরণের পথে ডাক দিয়েছেন। মুসলমানের ধর্ম, ইতিহাস ও অতীত কীর্তি ইয়াদ করার জন্য তিন জনেরই ছিল অকুণ্ঠ আহবান। তবে এই ত্রয়ীর সাহিত্য ও চিন্তাধারায় মনোযোগী পাঠক মাত্রই লক্ষ্য করে থাকবেন যে, তাঁদের জীবনের কথা ও কর্মসূচীতে যথেষ্ট রকমের মিল ছিল। মওলানা আকরম খাঁ বিশেষভাবে বলতেন মূল ইসলামে ফিরে যেতে হবে। কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী হতে হবে। এ জন্য তাঁর জীবনব্যাপী সাধনার অনেক কিছুর ভিতর বড় হয়ে আছে সাহিত্যের অবদান — তাফসীরুল কুরআন ও মোস্তফা চরিত। এ দুটি সৌধতুল্য সাহিত্য কর্মের জন্যই তিনি অমর হয়ে থাকবেন। মূলে ইসলাম ও সুন্নার কথাই তাঁর সব কিছুকে ছাপিয়ে আছে।

মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ছিলেন কর্মী পুরুষ। প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংগঠনিক ইসলামের তিনি ছিলেন নৃপতি ও স্বাপ্নিক। মসজিদ কমিটির নামে দেশের সকল মসজিদকে তিনি সুসংগঠিত করতে চেয়েছিলেন। দেশের মাদ্রাসাগুলোকে আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে পরিচালন ও নবায়নেরও তাঁর ছিল পরিকল্পনা।

এ সবের প্রতিও ইসমাইল হোসেন শিরাজীর নৈতিক সমর্থন ছিল। মোহাম্মদ আকরম খাঁ ও মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর সাথে ঐকমত্য রক্ষা করে তিনি বিশেষ জোর দিতেন ঐতিহাসিক ইসলামের উপর। তাঁর লেখার সর্বত্র দেখি ইসলামের বিশ্বরূপ ও তার গৌরব কীর্তি তাঁকে সুন্দর করেছে। বিশ্বময় ইসলামের অতীত কীর্তি তিনি ইয়াদ করতেন ও দেশের ভাগ্য বিড়ম্বিত ও অধঃপতিত মুসলমানের জন্য তাঁর প্রাণ কেঁদে উঠত। তাই দেশে দেশে মুসলমানের প্রাচীন কীর্তিকাহিনীর প্রতি সকলের দৃষ্টি তিনি বারবার আকৃষ্ট করতেন। তাঁর অনল প্রবাহে কীর্তিময় ইসলামের কথা বারবার ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি তুলেছে। যেমন আছে ঃ

কোথায় তোদের বিজয়ী বাহিনী?
কোথায় তোদের গৌরব কাহিনী?
এল কি ঘোর আঁধার যামিনী।
দেখিনা গৌরব আলোক-রেখা।
পাঠানের তেজ মোগল বিক্রম,
ইরানের চারু বিলাস বিভ্রম,
আরবীর সেই প্রতাপ প্রচণ্ড
কোথায় তাহার সভ্যতা মার্তণ্ড
কিছুই যে আর যায় না দেখা।

facebook/@maktabatuttalamij

কোথা সে বোগদাদ, কায়রো গজনী
কোথায় কর্ডোভা য়ুরোপার মণি,
কোথায় গ্রানাডা দিল্লী ইস্পাহান
কোথা সমরখন্দ আর কায়রোঁয়ান
সকলি রে আজি আঁধার হায়?

জাতীয় কল্যাণ কামনাই ছিল শিরাজী-সাহিত্যের প্রেরণার মূল উৎস। মহৎ সাহিত্য ও শিল্পধর্মী সাহিত্যের মধ্যে আমরা যদি একটা সীমারেখা টানি; তা হলে শিরাজী-সাহিত্যকে শিল্পোত্তীর্ণ ও রসাভিমানী অনেক সময় বলা সম্ভব নয়। তবে তাকে নির্দ্বিধায় আমরা বলতে পারি কল্যাণধর্মী জাতীয় সাহিত্য। যে ত্রয়ীর সাহিত্য সাধনার উপর এখানে আলোচনা করা হল, তাঁদের সকলের সম্পর্কেই তা খাটে। জাতীয় কল্যাণই তাঁদের রচনার চাবিকাঠি।

আরো বলা যেতে পারে, শিরাজী ছিলেন যুগ প্রতিনিধি। তিনি যে যুগে কবিতা লিখেছেন, উপন্যাস রচনা করেছেন ও প্রবন্ধ লিখেছেন, সে যুগে আমাদের সাহিত্য কর্মে জাতীয় কল্যাণের সুরই ছিল প্রধান। সৌন্দর্য সচেতন সাহিত্যিক রচনা তুলনামূলকভাবে সেদিন ছিল কম। এ কথা বলে প্রকারান্তরে আমি বুঝাতে চাচ্ছি না যে, শিরাজী-সাহিত্যে এ দৈন্য ছিল স্বাভাবিক কারণেই অতিমাত্রায় বেশি। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, 'অনল-প্রবাহ'র বহু স্থান সুন্দর ও রসঘন যেমন ঃ

এ বিশ্ব সংসারে বল কি যে হায়!
তোদের মতন আপনা হারায়?
তোদের তুলনা বিশাল ধরায়,
কিছুই ত নাহি করি দরশন।
হারায় কি অগ্নি দহন শকতি?
হারায় বিক্রম ভয়ে পশুপতি?
হারায় কি বিষ কভু বক্রগতি
হারায় কি বজ্র গভীর গর্জন?

কথায় বলে, শিল্প সাহিত্যের পেশা, আসলে পেশা নয়—নেশা। এ পেশা কবি বা শিল্পীকে অন্য কিছুই আর করতে দিতে চায় না। তা অন্য সবকিছুর প্রতিই হিংসাতুর (Jealous)। একজন কবি, শিল্পী বা সাহিত্যিকের পেশার চাহিদা সর্বগ্রাসী। তা তাঁর অখণ্ড মনোযোগ কামনা করে। কবি, শিল্পী বা সাহিত্যিককে জগত সংসার ভুলে যেতে হবে। তাঁকে একান্তভাবে তার সাধনায় তাঁর সকল শক্তি ও সময় নিবেদন করতে হবে।

facebook/@maktabatuttalamij

বাইরের আর সব তাঁর ধ্যান জ্ঞানের ভুবন থেকে হতে হবে অবলুপ্ত। এভাবে কঠিন সাধনা করতে জানলেই তাঁর কামিয়াবি লাভ সম্ভব।

যে ত্রয়ীর কথা এখানে আলোচিত হচ্ছে, তাঁদের সময় সমাজ জীবনে সমস্যার তাল ছিল না। তার সকল দিকেই ছিল অভাব ও শূন্যতা। শত সমস্যা লোল-জিহবা বিস্তার করে একজন সচেতন মানুষকে চারদিক থেকে গ্রাস করতে চাচ্ছিল। বাধ্য হয়ে একজন প্রতিভাবান ব্যক্তিকে খণ্ড খণ্ড করে সেদিন শক্তির অপচয় করতে হত। সাধারণভাবে এতে জাতি কতটুকু লাভবান হয়েছিল জানি না। হয়ত হয়েছিল তবে প্রতিভাকে এ জন্য ক্ষতি বরণ করতেই হয়েছিল; কাব্য চাই, উপন্যাস চাই, সংবাদপত্র চাই, শিক্ষা চাই, সমাজ সংস্কার চাই এরূপ শত দিক থেকে তখন শোনা যাচ্ছিল 'চাই' 'চাই' ডাক ও আর্তনাদ। এ হেন অভাব অভিযোগের দুঃসময়েই এই ত্রয়ীর আগমন ঘটে। সেই বহু দিকে বহু ধারায় খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে তাদের প্রতিভার হয়েছিল অপচয়।

তাই শিরাজী সাহেবকে দেখি বহু বিচিত্র কর্মকাণ্ডের সাথে বিজড়িত। তিনি দেশময় চারণের বেশে বক্তৃতা দিয়ে ফিরেছেন, রাজনীতি করেছেন। আবার তিনি সমাজ সংস্কারের কাজে নিয়োজিত এবং অন্য সময়ে তিনি ধর্মনেতার ভূমিকা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন। তার ফল হয়েছিল, তিনি তাঁর কাব্য ও সাহিত্যের সাধনায় অখণ্ড মনোযোগ নিবেদিত করতে পারেন নাই। এর দরুন আমাদের কাব্য ও সাহিত্যের ক্ষতিই হয়েছে বেশি। তবে লাভও যে কিছু হয় নাই, তা-ও নয়।

বেশি সময় ভাবনা-চিন্তা, অতি মাত্রায় পড়াশুনা, অনুশীলন ও পরিশ্রম সাহিত্যকে বৈদগ্ধ দেয় এবং পরিসীমিত করে সত্য; তবে তার বলিষ্ঠতা, ঋজু ধর্ম, বাধামুক্তি ও স্বতঃস্ফূর্ততাকে অনেক সময় করে ব্যাহত ও নষ্ট। শিরাজী-সাহিত্য এ দিক থেকে হয়ত কিছুটা ভাগ্যবানই ছিল। সহজ আবেগে তিনি লিখেছেন বলেই তীর্যক গতিতে তাঁর বাক্য পাঠক-মনে আঘাত করতে পেরেছে। এটি শিরাজী সাহিত্যের একটি মস্ত বড় গুণ ও বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এ জন্য তার সাহিত্যে ক্ষতির দিকটি উপেক্ষিত হওয়ার মত নয়। তিনি ধীরে সুস্থে বসে, কল্পনা-পরিকল্পনার নিখুঁত ছক কেটে দিনের পর দিন অবসর নিয়ে লিখে যেতে পারেন নাই।

মনে রাখতে হবে, কবি-সাহিত্যিক যখন লিখেন, তখন একই সঙ্গে তাঁর ভিতর দুটি সত্তা ও ব্যক্তিত্ব কাজ করে। সত্যিকার সার্থক সৃষ্টির জন্য এদের একটি আর একটির হয় পরিপূরক। লেখক একাধারে লেখক ও সমালোচক। লেখক যখন লিখে চলেন, তখন তাঁর প্রতি মুহূর্তের অতন্দ্র পাহারায় থাকে তার সমালোচক ব্যক্তিসত্তা। সকল ভুলত্রুটি বর্জনে লেখক তার সাহায্য ও সহযোগিতা লাভ করেন। এরই দরুন তাঁর রচনা হয়ে

facebook/@maktabatuttalamij

উঠে নিকষিত হেম ও সম্পূর্ণ। শিরাজী সাহেব শত ব্যস্ততার মধ্যে লিখেছেন। শুধু লেখার জন্য তিনি উপযুক্ত সময় ও শক্তি দিতে পারেন নাই। অনেক সময় তাকে নিঠুর গরজীর মত সবুর বিহনে মানষ-মুকুল আগুনে ভেজে ফুল ফোটাতে হয়েছে। ফল যা হবার তাই হয়েছে। এ জন্যই তার রচনায় স্থানে স্থানে মার্জনা ও পরিশীলনের অভাব পাঠক মনকে পীড়িত করে। অনল প্রবাহে'র মত সুন্দর কবিতার বই-এও তাঁর ভাষার ভিতর কখনো কখনো গুরুচণ্ডালী রূপ ধরা পড়ে। কোন কোন স্থান তাঁর এ কারণেই হয়ে উঠেছে নেহাৎ গদ্যাত্মক।

সময়ের স্বল্পতা, নানা কর্মব্যস্ততার মধ্যে লেখার দরুন শিরাজী সাহেবের লেখার যে স্টাইল বা ধরনটি আমরা পেয়েছি ; তা একান্তভাবেই তাঁর নিজস্ব। বাইরের ছাপ তাতে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। তবে শিরাজী-সাহিত্যের শ্রেণী নির্ধারণ অত্যন্ত কঠিন। তাঁর রচনায় আমরা মাঝে মাঝে ক্লাসিক্যাল রীতির পরিচয় পাই। ক্লাসিক্যাল রচনার একটি গুণ হল তার স্বচ্ছতা ও বলিষ্ঠতা। তা শিরাজীর অনেক কবিতা ও উপন্যাসে ইতস্তত লক্ষ্য করা যায়। ক্লাসিক্যাল সাহিত্যের ভাবগাম্ভীর্য ও পশ্চাদভূমির বিশালতার পরিচয়ও তাঁর লেখায় এখানে সেখানে পাই। এই ক্লাসিক্যাল ধরনের লেখা বলেই তাঁর কবিতা অবচেতন মনের ফসল নয়, সচেতন মনেরই ফসল। তাঁর কবিতা পাঠকের বুদ্ধির রাজ্যেই আনাগোনা করে বেশি; অনুভূতির স্বপ্নলোকে তার বিচরণ কম।

ছোট হোক, আর বড় হোক শিরাজী-সাহিত্যের একটি নিজস্ব চরিত্র আছে এবং আছে তাঁর একটি নিজস্ব ভুবন। তার আবহ, আলো-বাতাসের সাথে অন্য কারো মিল নাই।

ইসমাইল হোসেন শিরাজীর সারা জীবনের ধ্যান-জ্ঞানকে আমরা দুটি কথায় বেঁধে উপস্থিত করতে পারি। তিনি বলতেন, মুসলমান এক মহান জাতি, তার অতীত বিশাল, তার উত্তরাধিকার বর্ণাঢ্য। আজ মুসলমান হতমান ও অধঃপতিত। মুসলমানকে তাঁর শত কীর্তির জড়োয়া-জড়িত ইতিহাসকে ইয়াদ করতে হবে। তাকে ঐতিহাসিক ইসলামের পথ ধরে আবার হতে হবে উদয় 'পথের যাত্রী। তার পরাজয়ের গ্লানি ও হীনমন্যতাকে ঝেড়ে ফেলে আবার তাকে বড় হতে হবে। ইসমাইল হোসেন শিরাজী তাঁর অনল প্রবাহ ও অন্যান্য কবিতার বই-এ, তাঁর উপন্যাসে এবং গদ্য রচনায় এ সব চিন্তা-ভাবনাকে ভাষা দিয়েছেন।

ঢাকা — মুজীবুর রহমান খাঁ

আগস্ট/১৯৮০

facebook/@maktabatuttalamij

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত কয়েকটি বই

বইয়ের নাম	লেখক/অনুবাদক/সম্পাদক	পৃষ্ঠা	মূল্য
বাংলা সাহিত্যে মুসলিম জাগরণের সূচনা	হোসেন মাহমুদ	৮৮	৩০.০০
বাংলা ভাষায় মুসলমানদের অবদান	শেখ তোফাজ্জল হোসেন সম্পাদিত	২৯৬	৬২.০০
তাওবাতুন নাসূহ	মূল ঃ শামসুল উলামা ড. নাযীর আহমদ	১৭৬	৪০.০০
ইকবাল ও নজরুলের কাব্যে ভাবধারা	ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ	১৬০	৪৬.০০
পাশ্চাত্য সভ্যতায় ইসলাম	মূল ঃ স্যার টমাস আরনল্ড	৪৪৪	১০৫.০০
তসলিমুদ্দীন রচনাবলী	তসলিমুদ্দীন	৫৪৪	১৩৮.০০
বেহেশতের সুসংবাদ পেলেন যাঁরা (১ম খণ্ড)	মুহাম্মদ লুতফুল হক	১৮০	৬৮.০০
বেহেশতের সুসংবাদ পেলেন যাঁরা (২য় খণ্ড)	মুহাম্মদ লুতফুল হক	১৫২	৬০.০০
বাংলা কাব্যে মুসলিম ঐতিহ্য	মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ	১৯২	৫০.০০
আহমদ দীদাত রচনাবলী	ফজলে রাব্বী ও মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা অনূদিত	২৫২	৫৪.০০
আযাদ পত্রাবলী	অধ্যাপক আখতার ফারূক অনূদিত	১৯২	২৫.০০
আল্লাহ পাক স্রষ্টা মহান	দেলওয়ার বিন রশিদ	২০	১৮.০০
আরবী প্রবাদ সাহিত্য	ড. আ. হ. ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী	৬২৫	১৩৮.০০
মেঘলা রাতের তারা	আসকার ইবনে শাইখ	২৩৬	৬২.০০
আফ্রিকী দুলহান	মাহমূদুর রহমান	২৪০	৭৫.০০
কাফেলা	ফর্‌রুখ আহমদ	১১২	৪৫.০০

facebook/@maktabatuttalamij

অনল প্রবাহ

(১)

আর ঘুমিও না নয়ন মেলিয়া
উঠরে মোস্‌লেম উঠরে জাগিয়া
আলস্য জড়তা পায়েতে ঠেলিয়া,
পূত বিভু নাম স্মরণ করি।

যুগল নয়ন করি উন্মীলন,
কর চারিদিকে কর বিলোকন,
অবসর পেয়ে দেখ শত্রুগণ,
করেছে কীদৃশ অনিষ্ট সাধন,
দেখরে চাহিয়া অতীত স্মরি।

(২)

দেখ দেখ চেয়ে নিদ্রার বিঘোরে,
কত উচ্চ হ'তে কত নিম্ন স্তরে,
গিয়াছ পড়িয়া দেখ ভাল ক'রে,
ফিরা'য়ে অতীতে নয়ন দুটি।

অই দেখ চেয়ে অবনী মণ্ডলী,
ল'য়ে নানা জাতি হ'য়ে কুতূহলী,
বিজয় উল্লাসে 'জয়' রব তুলি,
বাধা বিঘ্ন আদি পদযুগে দলি,
তোমাদের তারা পিছনেতে ফেলি,
উন্নতির পথে চলেছে ছুটি।

facebook/@maktabatuttalamij

(৩)

জাগ তবে সবে জাগ এই বেলা,
আলস্যেতে আর কাটিও না বেলা,
এখনো যদি রে কর অবহেলা
পারিবে না তবে জাগিতে আর।

বিলম্ব আর না, জাগ জাগ তবে,
প্রমত্ত হইয়া মাতাইয়া সবে,
উন্নতির পথে 'আল্লা' 'আল্লা' রবে,
ধাও রে সকলে ধাও একবার।

(৪)

যাও কর্ম্মক্ষেত্রে করি প্রাণপণ
গভীর নিনাদে কাঁপা'য়ে ভুবন,
পূর্ব স্থান পুন কররে গ্রহণ,
হৃদয় হইতে বিনাশিয়া ত্রাস।

একাগ্রতা-অসি ধরি করতলে,
একতা-নিশান উড়ায়ে খ-তলে,
বলীয়ান হ'য়ে হৃদয়ের বলে,
বাধা বিঘ্ন যত করহ নাশ।

(৫)

"মাভৈঃ মাভৈঃ" উচ্চারি সঘনে,
ধাও উচ্চ লক্ষ্যে কর্তব্য-সাধনে,
যে মতি মৃগেন্দ্র শিকারের পানে,
তৃণ গুল্ম দলি ছুটিয়া যায়।

facebook/@maktabatuttalamij

তেমতি প্রকারে সাহস ধরিয়া,
আধা বিঘ্ন আদি চরণে দলিয়া,
উন্নতির পথে চলরে ছুটিয়া,
যতই সাধনা হোকনা তায়।

(৬)

নীরদ-নিস্বনে কাঁপা'য়ে বিমান,
উড়ায়ে অম্বরে গৌরব নিশান,
ঐক্য-সূত্রে বাঁধি পরাণে পরাণ,
কর্তব্য সাধনে ধাওরে সবে।

রে মোস্‌লেম সুত! দেখরে চাহিয়া,
কুহেল তিমির গিয়াছে কাটিয়া,
বিলম্ব আর না এখনি উঠিয়া
বীরদর্প ভরে সাহস ধরিয়া,
উন্নতির পথে ধাও 'আল্লা' রবে।

(৭)

অইরে মোস্‌লেম! দেখরে চাহিয়া,
নির্জীব যে জাতি তারাও সাজিয়া,
তারাও কেমন সাহস ধরিয়া
উন্নতির পথে ধাইছে ছুটি।

তোমাদের তরে নিদ্রিত দেখিয়া,
প্রকাশ্যে তোদেরে অবজ্ঞা করিয়া,
দেখ্‌রে কেমন চলেছে ছুটিয়া,
দেখ্‌রে মেলিয়া নয়ন দুটি।

facebook/@maktabatuttalamij

(৮)

ছি ছি ছি! কি লাজ! ফেটে যায় প্রাণ,
সবাই তোদেরে করে অপমান,
তবুও কি তোরা রহিবি অজ্ঞান,
আলস্য-শয্যায় নিদ্রিত হইয়া ?

দেখরে চাহিয়া কত নীচ জাতি,
তারাও জ্বালিছে উন্নতির ভাতি,
তারাও ছুটিছে কিবা দ্রুতগতি,
নবীন উৎসাহে প্রমত্ত হইয়া।

(৯)

সহস্র বর্ষের পতিত দলিত,
শতধা বিচ্ছিন্ন ঘোর অবনত
অই হিন্দু জাতি হ'য়ে একমত,
সাধিতেছে কিবা মহা অভ্যুত্থান।

নিজ বাহুবলে নিজ পদভরে,
দাঁড়াইতে তারা অবনীর পরে,
সৌভাগ্য-পতাকা উড়াতে অম্বরে,
হইয়াছে হের সবে একপ্রাণ।

(১০)

পতিত ভারতে করিতে উদ্ধার,
ঘুচাতে দাসত্ব-কলংকের ভার,
আনিতে ভারতে স্বাধীন জীবন,
জাতীয় কলংক করিতে মোচন,
করেছে সকলে কি পণ কঠিন।

facebook/@maktabatuttalamij

কিন্তু হ'য়ে তোরা বীর কুলোদ্ভব,
আজি যেন হায়! মৃতপ্রায় সব,
উচ্চ লক্ষ্য আশা উন্নত ধারণা,
বিসর্জন দিয়া উন্নত কল্পনা
হয়েছে অধম ঘৃণিত হীন।

(১১)

শিল্প ব্যবসায় বাণিজ্য ছাড়িয়া,
গৌরব মর্যাদা সকলি ভুলিয়া,
প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা বিসর্জন দিয়া,
হয়েছে ঘৃণিত গোলাম জাতি।

ভুলি স্বাধীনতা, স্বর্ণ সিংহাসন,
ভুলি বীর-ধর্ম অপার্থিব ধন,
ভুলি 'শাহীতাজ' চির রুচি ধন
বিষাদে যাপিস্ দিবস রাতি।

(১২)

যে সকল জাতি বসি পদতলে,
আহরিল জ্ঞান মনোকুতূহলে,
সেবিল চরণ ভক্তি পুষ্পদলে,
তোমাদের কাছে সভ্যতা শিখিয়া,
উঠেছে যাহারা গৌরবে মাতিয়া,
দেখ তারা আজি মস্তক পরে।

হের তারা আজি কিবা সমুন্নত,
শাসিছে তোদেরে হরষে নিয়ত,
বীর্য-শৌর্য জ্ঞানে কিবা বিমণ্ডিত,
কাঁপিছে ধরণী বিক্রম ভরে।

facebook/@maktabatuttalamij

(১৩)

কিন্তু হায়! তোরা আঁধারে পড়িয়া,
বিপথে কুপথে চ'লেছ ছুটিয়া,
জাতীয় উত্থান বিস্মৃত হইয়া,
ক্ষুদ্র স্বার্থমাঝে মরিছ ডুবিয়া,
মরণের খাত কাটি স্বকরে।

অর্থ বিদ্যাবুদ্ধি চরিত্র হারাইয়া
অকূল পাথারে মরিছ ডুবিয়া,
মূর্খতা-কুহকে হয়ে জড়ীভূত
আলোকের রাজ্য আজি অন্ধীভূত
দুরবস্থা হেরি প্রাণ বিদরে।

(১৪)

যে জাতি জগতে আলো ছড়াইল,
বীরদাপে যার ভুবন কাঁপিল,
জগৎ যাদের চরণে লুটিল,
তারা আজি বিশ্বে ঘোর হতমান!

যাও দেশে দেশে কর দরশন,
আছে কত কীর্তি ধরণী শোভন,
মিনার মস্‌জিদ প্রাসাদ, ভবন,
দুর্গ, গড়খাই, সেতু, উপবন,
কত বিদ্যালয়, কত শিল্পশালা,
দীঘি সরোবর, কত খাল নালা,
হইয়াছে এবে ভগ্ন জীর্ণ ম্লান।।

facebook/@maktabatuttalamij

(১৫)

কোথা গেল সেই আত্ম-অভিমান ?
কোথা গেল সেই বিপুল সম্মান ?
কোথা গেল সেই চরিত্র মহান ?
কোথা গেল সেই প্রভুত্ব অপার ?

কোথা ভারতের স্বর্ণ সিংহাসন ?
কোথা সে স্পেনের মহিমা-কেতন ?
কোথা আরবের প্রতাপ-তপন
সকলি কি আজি ঘোর অন্ধকার !

(১৬)

কোথায় তোদের বিজয়ী বাহিনী ?
কোথায় তোদের গৌরব কাহিনী ?
এল একি ঘোর আঁধার যামিনী!
দেখি না গৌরব আলোক-রেখা।

পাঠানের তেজ, মোগল বিক্রম,
ইরানের চারু বিলাস-বিভ্রম,
আরবীর সেই প্রতাপ প্রচণ্ড,
কোথা তাহার সভ্যতা মার্ত্তণ্ড,
কিছুই যে আর যায়না দেখা।

(১৭)

কোথা সে বোগদাদ, কায়রো, গজনী ?
কোথায় কর্ডোভা য়ুরোপার মণি !
কোথায় গ্রাণাডা, দিল্লী, ইস্পাহান !
কোথায় সমরখন্দ, আর কায়রোঁয়ান !
সকলি রে ! আজি আঁধার হায় !

facebook/@maktabatuttalamij

কোথা সাহিত্যের খর আলোচনা ?
কোথা সে বাগ্মিতা ?—পূর্ণ উদ্দীপনা,
কোথা কবিত্বের ঝঙ্কার মূর্ছনা ?
সকলি যে আজি বিলুপ্ত প্রায় !

(১৮)

কোথা দর্শনের তত্ত্ব-আলোচনা ?
কোথা বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম গবেষণা ?
চিকিৎসা বিদ্যার কোথা সে সাধনা ?
সকলি কি সেই অতীত গরভে ?

কোথা হায়! সেই শিল্প নিপুণতা ?
কোথা হায়! সেই সমর দক্ষতা ?
কোথা শত্রুপাতে ঘোর প্রমত্ততা ?
বাণিজ্য গৌরব কোথায় এবে!

(১৯)

ঐশ্বর্য্য সমৃদ্ধি বীরত্বের গর্ব
সকলি কি হায়! হয়ে গেলে খর্ব ?
বিলুপ্ত কি হায়! ইস্‌লামের দর্প ?
কোন্ সাধে তবে ধরিস্ জীবন !

তোদের গৌরব প্রশংসা কাহিনী,
ছেয়েছিল এই বিশাল অবনী
তোরাই ছিলিরে জগতের মণি
ছিলরে তোদের বিশ্ব-সিংহাসন !

facebook/@maktabatuttalamij

(২০)

সবাই তোদের পূজিত চরণ !
সবাই করিত মহিমা কীর্তন !!
ছিল আজ্ঞাবহ বিশাল ভুবন !!!
ব্যস্ত ছিল ধরা তোদের কাজে।

কিন্তু এবে হায় ! তোদের অখ্যাতি
কীর্তন করিছে সবে দিবা রাতি,
বিশাল জগতে ঘৃণা টিট্‌কারী,
উথলি উঠিছে দিগন্ত ঠিকরি,
ফাটে এ হৃদয় বিষম লাজে!!

(২১)

চেয়ে দেখ অই কত হীন দাস,
কল্পনার বলে রচি উপন্যাস,
মিথ্যা কলংকের করিয়া বিন্যাস,
করিছে তোদেরে কত উপহাস,
শ্রবণে সে সব নাহি কি বাজে ?

যে সকল জাতি ছিল রে গোলাম,
তাদের কাছেও আজি হতমান,
ভূনত জানুতে অবনত শিরে,
থাকিত যাহারা তোদের হুজুরে,
তোরাই আজি রে তাহাদের দ্বারে
দাঁড়াইয়া দীন ভিখারী সাজে।

facebook/@maktabatuttalamij

(২২)

তোদের হীনতা দীনতার কথা,
প্রকাশিত আজি বিশ্বে যথা তথা
তোদের আলস্যে ঔদাস্য কাহিনী,
ঘোষিছে জগৎ দিবস যামিনী,
কলংকের পংকে বিলিপ্ত বদন।

সহস্র লাঞ্ছনা অযুত গঞ্জনা,
কত যে অবজ্ঞা কত যে পীড়না
দিতেছে এ প্রাণে বিষম বেদনা
করিছে কতই ঘৃণার সৃজন !!

(২৩)

কোন্ সাধে তবে ধরিস্ জীবন ?
নাহি কি তোদের শরম সম্ভ্রম ?
নাহি কি তোদের বিন্দু উদ্বোধন ?
নাহি কি তাদের বিক্রম, চেতন ?
নাহি কি শিরায় শোণিতের ধার ?
নাহি কিরে ঘৃণা ক্রোধ অহংকার ?
যদি থাকে তবে জাগ একবার,
দেখ চারিদিক নয়ন মেলে।

সহেনা সহেনা সহেনারে আর,
এ হেন ঘৃণিত কলংকের ভার,
সহেনারে আর হেন টিট্‌কার,
তপ্ত ঘৃত যেন দেয়রে ঢে'লে।

facebook/@maktabatuttalamij

(২৪)

সিংহের ঔরসে লভিয়া জনম
হয়েছিস্ হায় ! শৃগাল অধম !
হায় রে কি কব ! বিদরে মরম,
এ কোমল প্রাণ সতত জ্বলে।

'অনলের জাতি' তোরা যে অনল
তবে কেন আজি অলস দুর্বল ?
জাগ্‌রে সকলে ধরি পূর্ব বল,
আলস্য জড়তা চরণে দ'লে।

(২৫)

দেখ্ ধরাবাসী নব উৎসাহেতে,
ছুটিছে কেমন উন্নতির পথে,
কাঁপায়ে জগৎ 'মাভৈঃ' রবেতে
জাতীয় উন্নতি সাধন তরে।

দেখ্‌রে চাহিয়া অই রে খ্রীষ্টান,
বীর দর্প ভরে ধরি নব প্রাণ,
জগৎ জুড়িয়া বিজয় নিশান,
উড়াইছে কিবা গৌরব ভরে।

(২৬)

অযুত অযুত বাণিজ্য-তরণী,
ভেদি সিন্ধু বারি দিবস রজনী,
রজত কাঞ্চন নানা রত্ন মণি,
আনিতেছে কত বিদেশ হইতে।

facebook/@maktabatuttalamij

কোটী রণতরী ভীম আস্ফালনে,
বিচরে নিয়ত সাগর জীবনে,
সন্ত্রস্ত করিয়া জলচরগণে
যেনরে বিক্রমে অবনী দলিতে।

(২৭)

অই দেখ্ চেয়ে ফরাসী জর্মান,
রুসিয়া অষ্ট্রিয়া বৃটেন জাপান,
সকলেই আজি ধরি নব প্রাণ,
ভৈরব হুংকারে কাঁপায়ে বিমান,
যেন রে এ বিশ্ব দলিতে চায়।

তবে তোরা বল্ কিসের কারণে
রহিস্ শায়িত আলস্য-শয়নে
ঘৃণিত অধম হইয়া ভুবনে,
কে চায় থাকিতে বল রে হায়!

(২৮)

দেখ একবার ইতিহাস খুলি,
কত উচ্চে তোরা অধিষ্ঠিত ছিলি,
তথা হ'তে হায় ! কেন রে পড়িলি,
নয়ন মেলিয়া দেখ এক বার।

বিস্মৃত হইয়া পবিত্র কোরান,
হারায়ে একতা হারায়ে বিজ্ঞান,
হায়রে ! এখন হ'য়ে হীনপ্রাণ,
এ বিশ্ব সংসার দেখিস্ আঁধার!

facebook/@maktabatuttalamij

(২৯)

দিন দিন তোর আপনা ভুলিয়া,
পাপের কুহকে পতিত হইয়া,
অবনতি-কূপে ক্রমশ ডুবিয়া,
হতেছিস্ ক্রমে মনুষ্যত্বহীন।

ঐক্যের মহিমা বিস্মৃত হইয়া,
ইস্‌লামের শিরে কুঠার হানিয়া,
দলে দলে সবে বিভক্ত হইয়া,
হ'তেছিস্ ক্রমে দীন হীন ক্ষীণ।

(৩০)

অতীতের দিকে দেখ্ চেয়ে হায় !
তোরাই ছিলিরে প্রধান ধরায়,
তোদের চরণ সেবিত সবায়,
কৃতাঞ্জলি পুটে বিনত-শিরে।

আটলান্টিক হ'তে প্রশান্ত সাগর,
তোরাই ইহার ছিলি একেশ্বর,
তোদের প্রতাপে থর থর থর,
কাঁপিত বসুধা অতীব অধীরে।

(৩১)

হিন্দু পারসিক বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টান,
হেরিয়া তোদের অপূর্ব উত্থান,
হেরিয়া তোদের বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান,
দেবতা বলিয়া ভাবিত মনে।

facebook/@maktabatuttalamij

দেখিয়া তোদের বিক্রম ভীষণ,
শ্রবণি তোদের ভৈরব গর্জন,
জ্বলন্ত মহিমা করি দরশন
দেবতার সম হেরিত নয়নে।

(৩২)

আরবের প্রান্তে উদ্ভূত হইয়া,
ইসলাম-রশ্মিতে প্রদীপ্ত হইয়া,
পঞ্চাশৎ বর্ষে অবনী দলিয়া,
ইসলাম-মহিমা করিলে বিস্তার।

অগণন শত্রু নিধন করিয়া,
বিজয় নিশান গগনে তুলিয়া,
'আল্লাহু আকবর' ঘন উচ্চারিয়া,
পাপ তাপ রাশি করিলে সংহার।

(৩৩)

সভ্যতা-আলোক করি বিকীরণ
জগতের তমঃ করিলে হরণ
'একেশ্বরবাদ' ধরায় স্থাপন
করিলে উল্লাসে পরম যতনে!

বিভু পদে প্রাণ উৎসর্গ করিয়া
স্বার্থপরতায় জলাঞ্জলি দিয়া,
চরিত্র প্রভাবে উজ্জ্বল হইয়া,
হ'য়েছিলে পূজ্য এ ভব-ভবনে।

facebook/@maktabatuttalamij

(৩৪)

বহু বর্ষবধি নিখিল ভুবন,
মূর্খতা-তিমিরে ছিল নিমগন,
নাহি ছিল 'সাম্য' 'স্বাধীনতা' ধন,
পাপের দুর্ভেদ্য দুর্গ অগণন,
হ'য়েছিল সৃষ্ট পৃথিবী তলে।

গ্রীস ও রোমের দর্শন বিজ্ঞান,
হ'য়েছিল হায় ! সব তিরোধান,
ন্যায় ও সত্যের না ছিল সম্মান,
'একেশ্বরবাদ' লুপ্ত এক কালে।

(৩৫)

তোমরাই করে ধরিয়া কোরান,
স্বর্গীয় জ্যোতিতে হ'য়ে জ্যোতিষ্মান,
ছুটি চারিদিকে উল্‌কার সমান,
সাম্য-স্বাধীনতা করিলে স্থাপন।

জলদ নির্ঘোষে করিলে প্রচার,
'উপাস্য নাহিক আল্লা ভিন্ন আর'
তোমরা করিলে বিজ্ঞান প্রচার,
আলোচিলা আর গণিত দর্শন।

(৩৬)

পারস্যের 'অগ্নি' তোমরা নিভালে,
ভারতের 'মূর্তি' তোমরা ভাঙ্গিলে,
চীনের 'নাস্তিক্য' তোমরা তুলিলে
য়ূরোপের 'ত্রিত্ব' তোমরা নাশিলে,
'জড় উপাসনা' তোমরা ভস্মিলে।

facebook/@maktabatuttalamij

নাশিলে তোমরা ঘৃণ্য ব্যভিচার,
জাতিভেদ প্রথা করিলে সংহার,
মদ্য-বেশ্যা-সুদ কৈলে ছারখার,
আর কত পাপ বিদূর করিলে।

(৩৭)

তোমরা স্থাপিলে একত্ব বন্ধন,
সত্যের মহিমা করিলে ঘোষণ,
বিদ্যার আলোক কৈলে বিতরণ,
ভ্রাতৃ-প্রেম মত্ত করিলে ভুবন,
নারীর মর্যাদা করিলে স্থাপন ;
সাজা'লে ধরায় স্বর্গীয় ভূষণে।

কোটি কোটি কোটি খ্রীষ্টান নাস্তিক,
কোটি কোটি কোটি বৌদ্ধ পৌত্তলিক,
ছাড়িয়া স্বধর্ম (অসার অলীক)
গ্রহিল ইসলাম একাগ্র মনে।

(৩৮)

ভূ-নত জানুতে অবনত শিরে,
যতেক কাফের প্রফুল্ল অন্তরে,
সেবিল চরণ ভক্তি সহকারে,
কৃতার্থ ভাবিয়া স্বকীয় জীবন !

এশিয়া য়ূরোপ আফ্রিকা ব্যাপিয়া,
লক্ষেক কেতন গগনে তুলিয়া,
দুন্দুভি নিনাদে বিশ্ব প্রকম্পিয়া,
অবনী মণ্ডল করিলে শাসন।

facebook/@maktabatuttalamij

(৩৯)

এখনও দেখ ইউরোপ খণ্ড,
শাসিতেছে রুম বিক্রমে প্রচণ্ড,
অরাতি নিকরে করি লণ্ডভণ্ড
গগনে তুলিয়া চন্দ্রার্ধকেতন।

জেরু-জালেমের সুনীল আকাশে,
ইসলাম পতাকা গৌরব বিকাশে,
এখনো উড়িয়া সুমন্দ বাতাসে,
ইসলাম বিক্রম করিছে ঘোষণা।

(৪০)

এখনও দেখ মরক্কো সুদানে,
এখনও দেখ ইরানে তুরানে,
এখনও দেখ মিশর আফগানে,
গরজে মোস্‌লেম বীর দম্ভ ভরে।

এখনো তাঁদের জ্ঞান বিদ্যা বুদ্ধি,
এখনো তাঁদের বীর্য্য শৌর্য্য ঋদ্ধি,
এখনো তাঁদের সাধনার সিদ্ধি,
চকিত হেরিয়া অমর নিকরে।

(৪১)

যাক্ সে সকল দাওরে ছাড়িয়া,
ভারতেই দেখ নয়ন মেলিয়া,
অযোধ্যা পাঞ্জাব বোম্বাই জুড়িয়া,
যত মুসলমান ঐক্যেতে মিলিয়া,
অতীত গৌরবে প্রলুব্ধ হইয়া
ছুটিছে কেমন উন্নতি-পথে।

facebook/@maktabatuttalamij

দেখ্ তারা সবে করি প্রাণপণ,
জাতীয় উন্নতি করিতে সাধন,
'মাভৈঃ' 'মাভৈঃ' করি উচ্চারণ,
আরোহিছে ক্রমে সৌভাগ্য-রথে।

(৪২)

তবে তোরা বল্ কিসের কারণে,
রহিস্ শায়িত আলস্য-শয়নে
ঘৃণিত অধম হইয়া ভুবনে
মানব হইয়া কে থাকিতে চায় ?

ইহ-পরকালে বিজয়ী তোমরা,
তবে কেন আজি হয়ে আত্মহারা,
ভুলিয়া কর্তব্য দীন হীন পারা,
পশুর সমান নিবাস হায় ?

(৪৩)

দেখ্ চেয়ে দেখ্ সেই দিবাকর,
এখনো তেমনি বিতরিছে কর;
এখনো তেমনি সুনীল অম্বর,
র'য়েছে উপরি বিস্তারি কায়।

এখনো তেমনি আইলে যামিনী,
হাসে তারাদল ফোটে কুমুদিনী ;
এখনো তেমনি ঝলে সৌদামিনী,
সুদূর আকাশে মেঘের গায়।

facebook/@maktabatuttalamij

(৪৪)

এখনো তেমনি বহে সমীরণ,
কাঁপায়ে বিটপী করি শন্ শন্ ।
এখনো তেমনি তরঙ্গিণিগণ,
তরঙ্গ তুলিয়া সাগরে ছুটে।

এখনো তেমনি বসন্ত শরতে,
সাজে বসুমতি নূতন বেশেতে,
এখনো তেমনি প্রভাত কালেতে
সহস্র কুসুম ফুটিয়া উঠে।

(৪৫)

এখনো তেমনি পর্বত-শিখরে,
সান্দ্র মেঘমালা নানা ক্রীড়া করে,
এখনো তেমনি গরজি গভীরে,
কুলিশ প্রক্ষেপি মহাক্রোধ ভরে,
পাষাণ-শিখর ভাঙ্গিয়া ফেলে।

এখনো তেমনি সাগরের জলে,
খেলে তুঙ্গ-উর্ম্মি দলে দলে দলে,
কাঁপায়ে দিগন্ত ভীষণ কল্লোলে,
আকাশের গায়ে তুঙ্গ তনু তুলে।

(৪৬)

সকলি তেমন সজীব ভাবেতে,
র'য়েছে ধরায় প্রতাপ সহিতে
তেমনি প্রকার অদম্য গতিতে
এখনো ছুটেছে উন্নতি-রথে।

facebook/@maktabatuttalamij

শুধু হায় ! তোরা বিশাল ধরায়,
আছিস্ নিদ্রিত আলস্য-শয্যায়,
তোরাই কেবল হায় ! হায় !! হায় !!!
ছুটিস্ না আর সৌভাগ্য-পথে।

(৪৭)

কোথারে তোদের সে যশ সৌরভ ?
কোথারে তোদের সে ধন বৈভব ?
কোথারে তোদের ধর্মের গৌরব ?
সকলি কি হায় ! ভাসিয়া গেল ?

কোথা হায় ! সেই বিজ্ঞানের প্রভা ?
কোথা হায় ! সেই বিজয়ের আভা ?
কোথা হায় ! সেই মহিমার বিভা ?
সকলি কি হায় ! নিভিয়া গেল ?

(৪৮)

কোথারে তোদের সেই রাজদণ্ড ?
কোথারে তোদের বিক্রম প্রচণ্ড ?
কোথারে তোদের উন্নতি মার্তণ্ড ?
সকলি কি হায় ! হইল লীন ?

কোথারে তোদের সে বাণিজ্য-তরী ?
কোথা চর্মবর্ম ? কোথা তরবারী ?
কোথা সিংহাসন ? কোথা সৌধ সারি ?
কোথা সে প্রভাব অনন্ত অসীম।

facebook/@maktabatuttalamij

(৪৯)

কোথারে তোদের দুশ্ছেদ্য একতা ?
কোথারে তোদের সাহসশীলতা ?
কোথারে তোদের মহা জাতীয়তা ?
কোথারে তোদের উদ্যম উৎসাহ ?

কোথারে তোদের বিদ্যা-আলোচনা ?
কোথারে তোদের উন্নত-কামনা ?
কোথারে তোদের অদম্য বাসনা ?
কোথারে অভ্রান্ত বুদ্ধির প্রবাহ ?

(৫০)

কোথারে তোদের নিঃস্বার্থপরতা ?
কোথারে তোদের মৈত্রী উদারতা ?
কোথারে তোদের অখণ্ড প্রভুতা ?
কোথারে তোদের প্রতাপ জ্বলন্ত ?

কোথারে তোদের গরিমা অসীম ?
কোথারে বিক্রম কুলিশ প্রতিম ?
কোথারে তোদের সাধনা অসীম ?
সকলি কি হায় ! হইল অন্ত !!!

(৫১)

সব হারাইয়া বল তবে হায়!
কোন্ সাধে তোরা আছিস্ ধরায় ?
লাজে এ হৃদয়, হায় ! ফেটে যায়,
কহিব কাহারে মরম-যাতনা।

facebook/@maktabatuttalamij

মৃতপ্রায় হায় কোন্ সাধে তোরা,
আছিস্ আলস্যে হয়ে আত্মহারা ?
ভাবিলে দুর্দশা বহে অশ্রুধারা,
হবে না কি আর তোদের চেতনা ?

(৫২)

এ বিশ্ব সংসারে বল্ কিসে হায় ?
তোদের মতন আপনা হারায় ?
তোদের তুলনা বিশাল ধরায়
কিছুই ত নাহি করি দরশন।

হারায় কি অগ্নি দহন শকতি ?
হারায় বিক্রম কবে পশুপতি ?
হারায় কি বিষ কভু বক্রগতি ?
হারায় কি বজ্র গভীর গর্জন।

(৫৩)

জাগ্ তবে সবে জাগ্ একবার
গভীর নিনাদে ছাড়িয়া হুঙ্কার
আলস্য-জড়তা করি পরিহার,
কর্তব্য সাধনে ধাওরে সবে।

দেখুক জগত বিস্ময়ে চাহিয়া
সুষুপ্ত মোস্লেম শয়ন ত্যজিয়া
উঠিল যুগল নয়ন মেলিয়া
রাখিল প্রাধান্য বিপুল ভবে।

facebook/@maktabatuttalamij

(৫৪)

কি ভয় ওরে রে মোস্‌লেম-নন্দন
চেষ্টার অলভ্য আছে কোন্ ধন ?
বিদ্যা উপার্জনে দেহ প্রাণ মন,
সৌভাগ্য-তপন উদিত হবে।

জাতীয় উন্নতি সাধন কারণ
উৎসর্গ কররে স্বকীয় জীবন,
হবে ধন্য মান্য মানব জনম
চিরদিন বিশ্বে অমর রবে।

(৫৫)

বল্ বল্ ওরে মোসলেম নন্দন,
কেন রে তোদের মলিন বদন ?
কেন রে তোদের নিষ্প্রভ নয়ন ?
কেন রে তোদের হতাশ জীবন ?
কেন রে তোদের লাঞ্ছনা বিষম ?
জাতীয় জীবন আঁধার কেন ?

হৃদয়ের তেজ মানসের বল
নাহি আজি কেন ? কোথা গেল বল
নাহি চিন্তাশক্তি নাহি বুদ্ধি বল
কেন কেন আজি কেনরে হেন ?

facebook/@maktabatuttalamij

(৫৬)

এ বিশ্ব-বিজয়ী মহাজাতি যারা,
জ্ঞান বিজ্ঞানের মহাক্ষেত্র ভরা
যাঁদের চিন্তায়, এখনও ধরা
যাঁদের শাসন শিরেতে বহে।

সেই জাতি মাঝে হয়ে তোরা গণ্য
কেন আজি হায় ! ঘৃণিত নগণ্য
বিষয় বিভব বিদ্যা বুদ্ধি শূন্য,
অন্ন বিনা হায় ! উদর দহে!

(৫৭)

সম্রাটের জাতি ভিখারী সমান।
আহা কি দুর্দশা ফেটে যায় প্রাণ
কি বিষম লাজ ! কি যে অপমান
দেখ্ একবার দেখ্‌রে ভেবে।

তোরাই ছিলিরে ধরার প্রধান,
কোন্ জাতি ছিল তোদের সমান ?
তোদের সভ্যতা বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান,
ল'য়ে এ জগত উন্নত এবে।

(৫৮)

উঠ তবে ভাই। উঠ মুসলমান,
জাগ তবে সবে ধরি নব প্রাণ,
সাধহ কর্তব্য রাখিবারে মান,
এখনি নিশার হবে অবসান !!
এখনি ভাতিবে আলোক রাশি।

facebook/@maktabatuttalamij

দারিদ্র্যের জ্বালা হবে অবসান,
মূর্খতা তিমির হবে তিরোধান,
ফিরিবে অতীত গৌরব সম্মান,
ত্বরা সুখ-রবি উদিবে হাসি।

(৫৯)

বাজ্ তবে শিঙ্গা বাজ্ উচ্চৈঃস্বরে
বাজ্‌রে দামামা জলদ গভীরে
বহরে পবন স্বন্ স্বন্ স্বরে,
ছুট্ জলরাশি তর তর তরে,
নাচ্‌রে শোণিত ধমনী ভিতরে
উঠ্‌রে উঠ্‌রে উঠ্ মুসলমান !

কি ভয় কি ভয় ? ওরে মুসলমান !
কিবা চিন্তা ওরে বল মুসলমান !
কর আজি পণ স্বকীয় পরাণ।
ফিরাতে অতীত গৌরব সম্মান।
তুলিতে অম্বরে সৌভাগ্য-নিশান।

(৬০)

বিদ্যা উপার্জনে দেহ প্রাণ মন,
বাণিজ্যেতে সবে হওরে মগন,
সমর চর্চায় হওরে মগন
আলস্য-শৃঙ্খল করবে ছেদন,
ভস্মীভূত কর বিলাস-ব্যসন,
সাহস উৎসাহ হৃদয়ে ধর।

facebook/@maktabatuttalamij

বিবিধ ভাষার কর আলোচনা,
বিবিধ ভাষার কর অর্‌চনা,
রচরে কবিতা রচ উদ্দীপনা,
অতীত গৌরব কররে ঘোষণা
কোরানের শিক্ষা প্রচার কর।

(৬১)

লিখরে জীবনী লিখ ইতিহাস,
লিখ বীর গাঁথা করহ প্রকাশ,
জাতীয় চিত্রের জ্বলন্ত আভাস,
সবার নয়নে করহ ধারণ।

স্ত্রী জাতির তরে দাও শিক্ষা দাও,
জাতীয় উত্থানে তাদেরে মাতাও।
বাল্য-পরিণয় উঠাইয়া দাও,
সাম্য স্বাধীনতা তাহাদের দাও
উদিবে অচিরে সৌভাগ্য-তপন।

(৬২)

বীর-পরিচ্ছদ কর পরিধান,
দীপক মল্লারে ধরি উচ্চ তান,
জাতীয় সঙ্গীত কর সবে গান,
ডাক এক মনে 'রহিম' 'রহমান'
মিশাও সবার পরাণে পরাণ
আপনি সৌভাগ্য দাঁড়াবে আসি।

facebook/@maktabatuttalamij

'মজ্‌হাব' গঠন দাওরে ছাড়িয়া,
সব এক হও মিলিয়া মিশিয়া,
'হানিফী' 'ওহাবী' ফেলরে ভাঙিয়া
তুচ্ছ মতানৈক্য দাও জ্বালাইয়া
আপনি উন্নতি হইবে দাসী।

(৬৩)

নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে যাও
এসলাম মহিমা সুগভীরে গাও,
বালক-বালিকা সবে শিক্ষা দাও,
জাতীয় সঙ্গীতে সবারে মাতাও
নিজ পদভরে বিক্রমে দাঁড়াও
'জাতীয়-সমিতি' করহ স্থাপন।

শত শত পোত ভাসাও সাগরে,
ত্যজি ভয় ডর প্রফুল্ল অন্তরে,
বাণিজ্যের হেতু যাও দেশান্তরে,
আনহ সংগ্রহি রজত কাঞ্চন।

(৬৪)

আও ত্বরা তবে আও মুসলমান,
হও হও সবে হও একপ্রাণ,
উড়াও সকলে গৌরব নিশান,
জলদ-গভীরে বাজাও বিষাণ,
ধরহ করেতে কর্মের কৃপাণ,
করহ সকলে মহা অভ্যুত্থান,

কর্তব্য সাধনে করহ পণ।

facebook/@maktabatuttalamij

যাও বজ্রনাদে 'আল্লাহু আকবর'
কাঁপিয়া উঠুক বিশ্ব চরাচর
স্তম্ভিত হউক অরাতি নিকর
প্রতিধ্বনি তার ভরুক ভুবন।

(৬৫)

বাজ্ তবে শিঙ্গা গভীর স্বননে
কাঁপায়ে ভুবনে কাঁপায়ে গগনে
শুনায়ে বিশ্বের জীব-জন্তুগণে,
আজিরে মোস্লেম উঠিবে জাগি।

গাওরে বিহঙ্গ। গাও শাখি পরে,
গাও ভৈরবীতে প্রফুল্ল অন্তরে,
শুনাও শুনাও সকলের তরে
আজিরে মোস্লেম উঠিবে জাগি।

(৬৬)

অয়ি তরঙ্গিণি ! কল্ কল্ স্বরে
কহ যেয়ে ত্বরা সাগরের তরে
মাতাইয়া আজি যত জলচরে
আজিরে মোস্লেম উঠিবে জাগি।

বহরে পবন স্বন্ স্বন্ স্বরে
কাঁপাইয়া যত বিটপ-নিকরে,
ঘোষণা করহ অবনী অম্বরে
আজিরে মোস্লেম উঠিবে জাগি।

facebook/@maktabatuttalamij

(৬৭)

কোথা উল্কারাশি ! স্বকক্ষ ছাড়িয়া
দিক্ দিগন্তরে পড়রে ছুটিয়া
আলোক ছটায় বিশ্ব উজলিয়া
আজি মোস্লেমের ভাঙিবে ঘুম।

আজিরে প্রভাতে নূতন প্রভায়
সাজ দিনমণি সাজরে ত্বরায়
লোহিত কিরণে ছাইয়া ধরায়
আজি মোস্লেমের ভাঙিবে ঘুম।

(৬৮)

কোথা দিগঙ্গনা ! লোহিত বসনে
সাজ সবে আজি সাজ সযতনে,
পরম আনন্দে হরষিত মনে
ভুবন-বিজয়ী মোস্লেম-নন্দনে
উঠিবে আজিরে আলস্য টুটি।

কোথা তরুদল আজিরে প্রভাতে
ছড়াও কুসুম ছড়াও ধরাতে
আজিরে মোস্লেম শয়ন হইতে
উঠিবে মেলিয়া নয়ন দুটি।

facebook/@maktabatuttalamij

(৬৯)

বাজ বাজ তবে বাজরে বিষাণ,
নিনাদ-ধমকে কাঁপায়ে বিমান,
নাচাও উৎসাহে মোস্লেমের প্রাণ,
(বিভাবরী এবে প্রায় অবসান)
এখনি মোস্লেম উঠিবে জাগি।

বাজ্ তবে শিঙ্গা। আবেশের ভরে
নাচা'য়ে তরঙ্গ নদী বক্ষ পরে,
নাচা'য়ে পল্লব কুসুম নিকরে,
নাচা'য়ে শোণিত ধমনী ভিতরে
এখনি মোস্লেম উঠিবে জাগি।

(৭০)

বাজ্‌রে দুন্দুভি বাজ্ তবে ভেরী,
বাজরে দামামা বাজ, ঢক্কা, তুরী,
শঙ্খ করতাল, কাঁসর, ঝাঁঝরী
বীণা পাখোয়াজ মৃদঙ্গ বাঁশরী
নিনাদে পূরিয়া অবনী অন্তরে।

টলুক হিমাদ্রি সে গভীর রবে,
সুষুপ্ত মোস্লেম জাগুক্‌রে সবে
দেখাতে প্রাধান্য এ বিপুল ভবে
উঠুক নাচিয়া উৎসাহ ভরে।

facebook/@maktabatuttalamij

(৭১)

জীমুত মন্দ্রেতে কাঁপায়ে ভুবন
বীর প্রতিজ্ঞায় করি প্রাণপণ
জাতীয় কলঙ্ক করুক ক্ষালন
দিক্ উড়াইয়া গৌরব কেতন
দেখুক যতেক মানবগণে।

দেখুক তপন গ্রহ তারাগণ,
দেখুক স্বরগে যত দেবগণ,
দেখুক সকলে দেখুক ভুবন
হয়ে মাতোয়ারা মোস্লেমগণ
ধাইছে উন্নতি-শিখর পানে।

(৭২)

বাজ্ তবে শিঙ্গা, বাজ্ তবে ভেরী
বাজ্‌রে দুন্দুভি, বাজ্ ঢক্কা তুরী,
বাজ্‌রে দামামা কাঁসর ঝাঁঝরী,
বাজ্‌রে ডমরু, বাজ্‌রে বাঁশরী
তালে তালে তালে বাজ্‌রে অর্গান।

উঠ্‌রে মোস্লেম উঠ ত্বরা করি,
আলস্য জড়তা নিদ্রা পরিহরি,
(সমাগত ঊষা গত বিভাবরী)
সাজ্ সাজ্ সবে পরিচ্ছদ পরি
পশ কর্মক্ষেত্রে হয়ে একপ্রাণ!

facebook/@maktabatuttalamij

(৭৩)

দাঁড়াও সকলে আত্ম পর ভুলি
শিরায় শিরায় ছুটুক বিজলী
ভাই ভাই আজি হ'য়ে কুতূহলী,
একতায় মিশে সব এক হও।

পূর্ব পুরুষের পদ অনুসরি
অনল সমান পূর্ব তেজ ধরি
পূর্বের মহিমা গরিমায় স্মরি
উন্নতির পথে অগ্রসর হও !

(৭৪)

স্বন্ স্বন্ স্বনে বহিছে পবন
গাইছে ভৈরবী বিহঙ্গমগণ,
কল্ কল্ তানে তরঙ্গিণিগণ
ছুটিছে সাগরে তরঙ্গ তুলি।

জাগ্ তবে সবে জাগ এই বেলা
সাবধান! আর করিস্ না হেলা,
দেখ চারিদিক হইয়াছে আলা
জাগ তবে তোরা নয়ন মেলি।

facebook/@maktabatuttalamij

তূর্যধ্বনি

এ ভীষণ তূর্যধ্বনি প্রাণে প্রাণে হউক ধ্বনিত
বিশ্ববাসী-মোস্‌লেম নিদ্রা ত্যাজি হোক জাগরিত।
শিরায় শিরায় আজি, বিদ্যুদগ্নি উঠুক জ্বলিয়া,
করুক উত্থান সবে, মহা দর্পে পৃথিবী জুড়িয়া।

(১)

হে মোস্‌লেম ! কতকাল, মোহঘুমে রহিবে পড়িয়া,
বারেকের তরে কিহে উঠিবে না নয়ন মেলিয়া ?
তোমারে নিদ্রিত দেখি, মহানন্দে তস্করের দল,
লুটিয়া লইল তব উদ্যানের চারু ফুল ফল !
বিশাল সাম্রাজ্য তব পূর্ব হতে পশ্চিম অবধি,
যাভা ও সুমাত্রা হতে, বহে যথা কুইভার নদী ![১]
অনন্ত বিভবময়, সযতনে পালিত ফলিত,
হের দস্যুদল অই, করিতেছে ছিন্ন কবলিত !
সুখ-স্বাস্থ্য বলবীর্য স্বাধীনতা করিছে সংহার,
দিকে দিকে উঠিতেছে, ঘোর মর্মন্তুদ হাহাকার !
ইস্‌লাম জননী আজি সাজি, হায় ! দীনা কাঙ্গালিনী,
চাহিয়া তোদের পানে, অশ্রুধারে ভাষায় মেদিনী !
রে মূঢ়! তথাপি রহিবি কি ঘুমে অচেতন,
সর্বস্ব হরিয়া, প্রাণে বধিবে কি শেষে দস্যুগণ ?

১. গোয়েডাল কুইভার নদী

facebook/@maktabatuttalamij

(২)

অই আটলান্টিক-তীরে স্পেনরাজ্য, রমণীয় দেশ,
যতন সম্ভূত চারু, স্বরগের উদ্যান বিশেষ।
অতুল ঐশ্বর্যময় মোস্‌লেমের গৌরব-ভাণ্ডার।
শিক্ষার আলোক-দীপ্ত, সভ্যতার উজ্জ্বল আগার !
বিজ্ঞানের লীলাভূমি দর্শন ও সাহিত্যের খনি,
য়ুরোপের শিক্ষা-গুরু, ধরণীর সমুজ্জ্বল মণি !
অগণন কীর্তি হায়, রাজ্য ব্যাপি, রয়েছে পড়িয়া,
বিচরে খ্রীষ্টীয় দস্যু আজি তথা দম্ভেতে পাতিয়া।
অষ্টশত বর্ষ যথা, ছিল হায় ! রাজত্ব তোমার,
তথা হ'তে আজি তুমি নির্বাসিত সাগরের পার !!
প্রতি অণু পরমাণু এখনও করিছে ক্রন্দন,
একটিও কিন্তু হায় ! নাহি তথা মোস্লেম-নন্দন !

(৩)

বিশাল ভারতবর্ষ, প্রকৃতির রম্য উপবন,
সুজলা সুফলা ভূমি, ঐশ্বর্যের মহা নিকেতন।
সহস্র বরষ যথা উড়েছিল তোমার কেতন
অনুগ্রহ ভিক্ষা আশে, ইংরেজ ও ফরাসীগণ ;
যে দেশে আসিয়া আহা ! হেরি তোমা গৌরবে উন্নত,
নমেছিল তব পদে করি শির আভূমি বিনত !
স্বর্গাদপি গরীয়সী হায় ! সেই সোনার ভারত,
বণিক জাতির এবে হইয়াছে পূর্ণ কুক্ষিগত।
তোমার সাধের 'হেন্দে' আজি তুমি বাকশক্তিহীন,
সাধের সে দিল্লী আগ্রা আজি হায় ! বিঘোর মলিন !
ইসলাম জননী মুখে, নাহি হাসি— ঝরে অশ্রুধার,
হে মোস্‌লেম ! চে'য়ে দেখ কি ভীষণ দুর্দশা তোমার।

facebook/@maktabatuttalamij

(৪)

অই নাইলের তীরে, প্রকৃতির সুচারু নিকুঞ্জ,
সভ্যতার পুষ্পদাম, ফুটেছিল যথা পুঞ্জ পুঞ্জ।
সৌভাগ্যকিরণ জালে, চিরদিন চারু উদ্ভাসিত,
খ্রীষ্ট-ত্রাস সালা'দিন বিক্রম বীরত্বে গৌরবিত।
হের সেই পুণ্যভূমি, মহাদীপ্ত উন্নত মিসর,
বণিকের কুক্ষিগত কি ভীষণ চক্রান্তের পর।
বিপুল সমৃদ্ধি তার হইয়াছে লুণ্ঠিত নিঃশেষ,
হায়রে ! শ্যামলা ভূমি রক্ত বর্ণে চিহ্নিত বিশেষ।
ধীরে ধীরে দস্যুদল, আধিপত্য করিয়া বিস্তার
বসাইছে বক্ষে এবে, শাণিত ছুরিকা তীক্ষ্ণ ধার।
তথাপি হে মুসলমান! মেলিলে না বারেক নয়ন,
তোমাদের ভবিষ্যত, নাহি জানি কি ঘোর ভীষণ।

(৫)

দুর্জয় প্রতাপশালী, তেজস্বী আরব নির্বাসিত,
বিরাট সুদানরাজ, ইসলামের দীপ্ত-উজ্জ্বলিত।
মেহেদীর জন্মভূমি, বীরত্বের প্রদীপ্ত আকর,
গর্ডন, শ্লাটিন যথা, প্রাণ দিল হইয়া কাতর।
হায় ! সেই বীরপ্রসূ কীর্তিভূমি বিরাট সুদান,
উড়ে তার দুর্গ-চূড়ে, আজি হায়! খ্রীষ্টীয় নিশান।
নির্মম খ্রীষ্টীয় দস্যু, কি কৌশলে প্রবেশ করিয়া,
লক্ষ লক্ষ নরস্রোতে ধরাতল রঞ্জিয়া প্লাবিয়া।
চিররুচি স্বাধীনতা, মূল তার করি উৎপাটন,
সৌভাগ্য সম্পদজাল, চিরতরে দিল বিসর্জন।

facebook/@maktabatuttalamij

বীরকুল চূড়ামণি, মহামান্য তাপস প্রবর,
স্বাধীনতা উপাসক, শত্রুজয়ী, প্রতিভা-আকর,
পুণ্য-শ্লোক মেহেদীর, দুই সপ্ত বরষের দেহ,
তুলিয়া কবর হ'তে অনলেতে করিলেক দাহ !!
সমস্ত পৃথিবী জুড়ি, উঠিলেক ঘোর হাহাকার,
কি পশুত্ব ! বর্বরতা !! কিবা পৈশাচিক ব্যবহার !!!
স্বরগে দেবতাগণ, ঘৃণারোষে উঠিলা শিহ্‌রি,
বিভু-সিংহাসন বুঝি, কাঁপিলেক থর থর করি !!
মোস্‌লেম-জগত তবু না ভাবিল কর্তব্য আপন,
সবাই বিচ্ছিন্নভাবে, মোহাবেশে রহিল মগন !!

(৬)

বিশাল তুরস্ক রাজ্য ধন ধান্য রত্নের আকর,
গ্রাসিছে তাহারে রাহু, দিন দিন সর্ব কলেবর !!
দিগন্ত বিস্তৃত রাজ্য, খ্যাত ছিল মহাশক্তি ব'লে,
খ্রীষ্ট দস্যুদল তাহা, গ্রাসিতেছে ক্রমে ছলে বলে।
যে তুর্কীর পরাক্রমে, ইউরোপ আছিল শঙ্কিত,
এবে তারে ব্যাধগণ ঘিরিয়াছে মৃগশিশু মত !
রুমানিয়া বুলগেরিয়া, সারবিয়া ও মন্তনেগ্রো, গ্রীস,
খ্রীষ্টীয় ক্রসের দম্ভ, আজি তারা করে অহর্নিশ।
সে দিনও মোস্‌লেম বিচরিত দম্ভ ভরে যথা।
বিমর্দিত, বিদলিত, বিতাড়িত হইতেছে তথা !
সহস্র মসজিদ আজি গির্জায় হয়েছে পরিণত,
কাহারে বলিব আজি, কি জ্বালায় দগ্ধীভূত !
সমগ্র খ্রীষ্টীয় শক্তি, তুর্কীরে করিতে উৎপাটন
ফিরিতেছে দিবা নিশি, শুধু ছল করি অন্বেষণ !

facebook/@maktabatuttalamij

(৭)

অই ভূমধ্যের তীরে, বলদৃপ্ত মূরের আবাস,
আফ্রিকার একমাত্র, ইস্‌লামের স্বাধীন নিবাস।
সাধের মোরোক্ক রাজ্য, ধন ধান্য-সৌভাগ্য গর্বিত,
চির স্বাধীনতা সূর্য, ভাগ্যাকাশে যাহার উদিত !
ভূত-গৌরব-বাহিনী, অগণন কীর্তি সুশোভন,
বেষ্টিয়া ল'য়েছে তারে, হের আজি খ্রীষ্ট দস্যুগণ !
ধীরে ধীরে দস্যুদল ষড়যন্ত্র করিয়া বিস্তার,
এবে তোপমালা পাতি স্বাধীনতা করিছে সংহার।
দাসত্ব-শৃঙ্খলে হায় ! মোস্‌লেমের করিতে বন্ধন,
বিশ্ব হতে ইস্‌লামের সমূলে করিতে উৎপাটন,
চলিতেছে ষড়যন্ত্র, দস্যুদলে কি ঘোর ভীষণ,
মোস্‌লেম জগত তাহা, না দেখিলে মেলিয়া নয়ন !!

(৮)

বিশাল তুরান রাজ্য ইস্‌লামের প্রভাব আকর,
অনন্ত বিভবশালী, গৌরবের তুঙ্গ শৃঙ্গধর
সহস্র বৎসরাবধি, যথা ইস্‌লামের জ্যোতি রাশি,
প্রকাশিত ছিল যেন নীলাকাশে পূর্ণিমার হাসি !!
মোগলের কীর্তিভূমি, তাইমুরের গৌরবের ধাম,
মহিমা গরিমা যার, কবি কণ্ঠে লভিয়াছে স্থান ;
দুর্দান্ত খ্রীষ্টান রুশ, সব তার করিয়াছে গ্রাস,
অত্যাচার শেলে তথা মোস্‌লেম আজি রুদ্ধশ্বাস !
সাধের বোখারা, খিবা আজি হায় ! বিঘোর মলিন,
দারুণ উদ্বেগ বশে দুশ্চিন্তায় কাটে নিশি দিন।
একদা প্রতাপে যার ইউরোপ ছিল শঙ্কান্বিত
আজি তাহা করিয়াছে, রুশীয় ভল্লুক কুক্ষিগত।

facebook/@maktabatuttalamij

(৯)

অই ভূমধ্যের তীরে, রমণীয় আল্‌জিরিয়া রাজ্য,
দুর্বৃত্ত ফরাসী দস্যু যুদ্ধ করি নিতান্ত অন্যায্য,
তুনিস ও বার্কা সহ করি নিজ করতল গত,
মনোসাধে ধন-ধান্য লুটিয়া লইছে অবিরত।
লক্ষ লক্ষ মুসলমান, অত্যাচার শেলে আজি দীর্ণ
অনাহারে উৎপীড়নে কলেবর আজি জীর্ণ শীর্ণ।
মোস্‌লেম জগত তবু না ভাবিল কর্তব্য আপন,
রক্ষাহেতু যুক্ত শক্তি তথাপি না করিল গঠন।
হে মোস্‌লেম ! দেখ চে'য়ে দেখ আজি মেলিয়া নয়ন,
চলিতেছে দস্যুদলে, ষড়যন্ত্র কি ঘোর ভীষণ !
কোথা তাত মুহাম্মদ! দেখ আসি দেখ একবার
এ প্রাণে জ্বলিছে আজি, কি ভীষণ অগ্নি-পারাবার !!
কর আজি আশির্বাদ, অগ্নি সিন্ধু হোক উচ্ছ্বসিত,
উত্তাল তরঙ্গরঙ্গে, শত্রুকুলে করুক প্লাবিত !
মোস্‌লেমের প্রাণে প্রাণে বাজুক আজি এ তূর্যধ্বনি,
মোস্‌লেম জাগুক পুন শত্রুশূন্য করিতে অবনী।

(১০)

কোটি কোহিনূর জিনি রাজ্যগুলি গরাস করিয়া,
লোলুপ করিতে গ্রাস, অবশিষ্ট কবরে পুরিয়া!
শত শত দ্বীপ আর, মালয়, সোমালী জাঞ্জিবার,
টানিয়া ছিঁড়িয়া গ্রাসে, পূরিতেছে, হের অনিবার
পবিত্র আরব রাজ্য, ইসলামের গৌরব কেতন,
গ্রাসিতে তাহারে রাহু, করিতেছে মহা আয়োজন।
পবিত্র মদীনা মক্কা, বায়তুল মোকাদ্দস্‌ আর,
কবলে পূরিতে হের, যত্ন চেষ্টা কিবা অনিবার।

facebook/@maktabatuttalamij

ধন জন পরিপূর্ণ, সিরিয়ার রাজ্য মনোহর,
পড়েছে দস্যুর দৃষ্টি, তার প্রতি কি তীক্ষ্ণ প্রখর।
ধীরে ধীরে গূঢ়ভাবে, হইতেছে মহা আয়োজন,
মিসরে, সুয়েজে দস্যু, দৃঢ়পদ করেছে স্থাপন।
তুর্কীরে য়ুরোপ হতে, করি ধীরে চির নির্বাসন,
স্তাম্বুলের দুর্গশীর্ষে, উড়াইতে খ্রীষ্টীয় কেতন,
ভীষণ খ্রীষ্টীয় শত্রু লয়ে অই বন্দুক কামান,
হের হে মোস্‌লেম! সমুদ্যত বধিতে পরাণ!

(১১)

গ্রাসিতে পারস্যে আর, আফ্‌গানেরে পুরিতে কবলে
দুই দস্যু দলপতি ফিরিতেছে নানারূপ ছলে।
মোস্‌লেম জগত! আজি কোন্‌ভাবে আছ নিমগন ?
দেখিছ না দস্যুগণ করিতেছে কিবা আয়োজন ?
কি ঘুমে ঘুমালি তোরা আর নাহি উঠিলি জাগিয়া।
সকলি খোয়ালি তোরা, নিদ্রাবশে সময় কাটিয়া!
তোমার অনন্ত রাজ্য শত্রু পদতলে বিদলিত
ঐশ্বর্য-সভ্যতা-বীর্য এবে কাহিনীতে পরিণত!
ইস্‌লাম জননী আজি, যেন হায় ! দীনা কাঙ্গালিনী,
বিলুপ্ত সে সিংহাসন, পৃথ্বীজয়ী বিক্রান্ত বাহিনী !
কোটি কোটি পুত্র আজি হিংসাদ্বেষে রহিয়া মগন
হারালি হেলায় হায় ! সৌভাগ্যের স্বাধীনতা-ধন।
তথাপি কাহারো প্রাণে, না জ্বলিল শোকের অনল,
এ বিশ্বে শিরাজী শুধু কেন হায় ! শোকার্ত বিহ্বল !
হায়রে! প্রাণের জ্বালা হ'ত যদি ভাষায় প্রচার
পৃথিবী পুড়িয়া তবে হ'ত বুঝি আজি ছারখার।

facebook/@maktabatuttalamij

(১২)

হে মোস্‌লেম! একবার নিদ্রা হতে করি গাত্রোত্থান,
পূরব পশ্চিম জুড়ি সকলেরে করহ আহ্বান।
দিকে দিকে ফুৎকারিয়া দাও আজ মহা তূর্যধ্বনি।
শিরায় শিরায় আজ বহুকরে তেজ সঞ্জীবনী।
যে যেখানে আছ আজি, সবে মিলে হও সম্মিলিত,
এক পতাকার নীচে মহামন্ত্রে হও রে দীক্ষিত।
সোলতান, আমির, শাহ, তিনে মিলে হয়ে সম্মিলিত,
সুষুপ্ত ইস্‌লাম শক্তি, কর আজি পুন জাগরিত।
ইস্‌লাম কংগ্রেস এক সবে মিলি করিয়া স্থাপন,
উদ্ধার করহ তব দস্যু-হৃত স্বর্ণ সিংহাসন।
উড়ুক অম্বরে পুন ইস্‌লামের বিজয় কেতন,
দিকে দিকে উঠুক রে, 'আল্লাহুর প্রমত্ত গর্জন'।
অই শুন মেঘনাদে মহানবী ঘোষিছে কি বাণী
"লভি বিজয়িনী শক্তি শত্রুশূন্য করহ অবনী।"

facebook/@maktabatuttalamij

মূর্ছনা

(১)

তোমরা কি সেই মোস্‌লেম-সন্তান ?
ধরণী বিজেতা জাতির প্রধান,
যাহাদের দর্পে ভুবন কাঁপিল,
জ্ঞানালোকে যারা ধরা উজলিল !
যাদের অধীন ছিল সর্ব জাতি,
ফিরিত যাহারা বীর দর্পে মাতি!
তুলি জয়ধ্বজা, অনিবার্য বলে
শিখরে শিখরে জলধির জলে
ছুটিত যাহারা ইরম্মদ গতি;
তুমি কিহে সেই মোস্‌লেম সন্ততি ?

(২)

বাজিলে যাদের সমর-বিষাণ
সসিন্ধু ধরণী পত্রের সমান—
উঠিত কাঁপিয়া টল মল টল,
ভয়ে সোম সূর্য গ্রহতারা দল
বিমানের পথে বিহ্বল হইয়া
থর থর থর উঠিত কাঁপিয়া !
হেরিয়া যাদের অসি খরশান
হেরিয়া যাদের পৃথ্বীভেদী বাণ,

facebook/@maktabatuttalamij

কত শত শত বিধর্মী নৃপতি,
নিয়ত করিত চরণে প্রণতি।
ওরে নীচাশয় বঙ্গবাসিগণ,
তোরা কিরে সেই মোস্‌লেম-নন্দন ?

(৩)

আটলান্টিক হ'তে প্রশান্ত অবধি
যার জয়ধ্বনি হ'ত নিরবধি,
না ছিল যাদের গৌরবের শেষ
না ছিল যাদের কলঙ্কের লেশ,
চরিত্র প্রভাবে যেই মুসলমান,
ছিল ধরাপূজ্য দেবতা সমান।
রে চরিত্রহীন ! কাপুরুষগণ,
তোরা কিরে হায় ! তাদের নন্দন ?

(৪)

সিন্ধু পার হ'য়ে যেই মোসলমান
প্রবেশি ভারতে অনল-সমান,
"আল্লাহু-আকবর" ঘন উচ্চারিয়া,
বিজয় নিশান অম্বরে তুলিয়া
হিমালয় হ'তে কুমারী অবধি,
স্থাপিয়া সাম্রাজ্য, শত গিরিনদী
কানন প্রান্তর করি অতিক্রম
দেখাইলা যারা প্রতাপ বিষম।
সহস্র বরষ সূচী পরাক্রমে
শাসিলা যাহারা এ ভারত-ভূমে।

facebook/@maktabatuttalamij

ভারতে অনার্য্য আর্য্য হিন্দুগণে
দিয়া শিক্ষা দীক্ষা পরম যতনে
সভ্য ভব্য করি অনুগত জেনে
শাসিলা যাহারা হরষিত মনে।
হেরিয়া যাদের জ্ঞান বিদ্যা বুদ্ধি
হেরিয়া যাদের বীর্য শৌর্য ঋদ্ধি,
দেবতা ভাবিয়া সভক্তি অন্তরে
গ্রহি পদধূলি মানব নিকরে
কৃতার্থ ভাবিত স্বকীয় জীবন।
তুমি কিরে সেই মোস্‌লেম-নন্দন ?

(৫)

রে ! আত্মবিস্মৃত নরকুলাধম,
দেখ স্মৃতিপটে মেলিয়া নয়ন
কিরূপেতে পূর্ব পিতামহগণ
এ ভারত-ভূমে কৈল বিচরণ।
দেখ তাহাদের ঐশ্বর্যের ঘটা,
দেখ তাহাদের মহিমার ছটা,
দেখ্ তাহাদের রাজ-সিংহাসন,
স্মর্ তাহাদের প্রলয়-গর্জন।
স্মর্ তাহাদের জ্ঞানের প্রভাব,
স্মর্ তাহাদের সমুন্নত ভাব,
স্মর্ তাহাদের শিক্ষা, দীক্ষা রীতি,
স্মর্ তাহাদের সভ্যতা সুনীতি,
স্মর্ তাহাদের গৌরব-সম্মান,
স্মর্ তাহাদের গর্ব অভিমান !

facebook/@maktabatuttalamij

তা হ'লে আপনি শিরায় শিরায়,
সঞ্জীবনী স্রোত সহস্র-ধারায়
হ'বে প্রবাহিত, বুঝিবি তখন
কি মূল্য তোদের, কোথায় আসন!

(৬)

রে মূঢ়! অমূল্য মাণিক্য হইয়া
কাঁচ-মূল্যে কেন যাও বিকাইয়া,
সিংহের ঔরসে লভিয়া জনম
হ'য়েছিস্ হায় ! শৃগাল অধম।
আলোকে জনমি অন্ধকারে হায় !
কেনরে ফিরিছ কবন্ধের প্রায় ?
কিসের দারিদ্র ? কিসের দুর্দশা ?
বাঁধ হৃদে বল, মানসে ভরসা।
ইচ্ছা শক্তি তবে উঠিবে ফুটিয়া
বাধা বিঘ্নরাশি যাইবে ভাসিয়া।

(৭)

উঠ তবে সবে বীর-দম্ভ ভরে,
যথা সুপ্তসিংহ বহুদিন পরে
নিদ্রা পরিহরি আরক্ত নয়নে
গভীর হুঙ্কারে কাঁপায়ে কাননে
উঠরে জাগিয়া ; তোমরা তেমনি
জাগ একবার, খোল নেত্র দুটি।
উৎসাহ তুরগে করি আরোহণ
উড়াও জগতে উন্নতি-কেতন।

facebook/@maktabatuttalamij

(৮)

রে বঙ্গ মোস্‌লেম, নয়ন মেলিয়া
জগতের পানে দেখনা চাহিয়া ?
দেখ এবে ধরা নব-জ্ঞানালোকে
উন্নতির পথে ছুটিছে পুলকে !
তোমাদের তরে পশ্চাতে ফেলিয়া
দেখ কত দূরে গিয়াছে ছুটিয়া,
পদে যারা ছিল এবে তারা শিরে
এ বিষম দৃশ্য হৃদে সহে কিরে ?

(৯)

হারে ! কুলাঙ্গার বঙ্গ-মুসলমান,
নাহি কিরে কিছু ঘৃণা লজ্জা মান ?
নাহি কিরে হায় ! যুগল নয়ন
যদি থাকে তবে কর বিলোকন।
অই দেখ আজি ইরানে তুরানে
অই দেখ আজি মরক্কো সুদানে
অই দেখ আজি মিসর রুমেতে
অই দেখ আজি কাবুল শামেতে
যতেক মোস্‌লেম করি প্রাণপণ
উন্নতির হেতু করিছে যতন।

(১০)

যা'ক সে সকল দাওরে ছাড়িয়া ,
ভারতেই দেখ নয়ন মেলিয়া,

facebook/@maktabatuttalamij

অযোধ্যা বোম্বাই পাঞ্জাব মাদ্রাজে
যত মোসলমান সাজি বীর সাজে
মাভৈঃ মাভৈঃ উচ্চারি গভীরে
আরোহিছে সবে উন্নতি-শিখরে।
তবে হে তোমরা কিসের কারণ
এখনো রহিবে নিদ্রায় মগন ?
জাগ তবে সবে জাগ একবার
আলস্য ঔদাস্য করি পরিহার।

facebook/@maktabatuttalamij

বীরপূজা

(বঙ্গবেহার-বিজেতা প্রাতঃস্মরণীয় মহাবীর গাজী এখতেয়ার উদ্দীন মোহাম্মদ বখ্‌তেয়ার খিলিজীর স্মরণোপলক্ষে)

(১)

দূর অতীতের গর্ভে দেখিনু চাহিয়া
কি মহা পুলক!
বঙ্গে এক দীপ্ত জ্যোতি আসিছে ছুটিয়া
ছড়ায়ে ঝলক!

(২)

নীল আকাশের গায়ে উড়িছে পতাকা
সদম্ভে নাচিয়া ;
চঞ্চলা চপলা সম তেজঃপুঞ্জ মাখা
বিক্রমে মাতিয়া।

(৩)

সপ্তদশ তরবারী অগ্নি শিখা সম
রবিকরে ঝলে ;
বৈশাখ বাত্যার সম সপ্তদশ জন
দ্রুত অই চলে।

(৪)

অশ্ব-পদাঘাতে ধরা বিক্ষুব্ধ কম্পিত
ধূলিস্তম্ভ ওঠে ;

facebook/@maktabatuttalamij

বিস্মিত বাঙ্গালীগণ চকিত ত্রাসিত
মহারবে ছোটে।

(৫)

দীপ্ত তেজঃপুঞ্জ মূর্তি উৎসাহ-অনল,
বীরেন্দ্র কেশরী;
শিরেতে উষ্ণীষ-শীর্ষ করে ঝল মল
তেজের লহরী।

(৬)

'আল্লাহু আকবর' নাদে গর্জিছে বীরেন্দ্র
যেনরে অশনি
আকাশ পাতাল স্তব্ধ, স্তব্ধ সূর্য চন্দ্র
কম্পিতা মেদিনী।

(৭)

আজানু লম্বিত ভূজ বীরেন্দ্র শার্দূল,
পশিলেক বঙ্গে
ইসলামের জয়কেতু শোভিল অতুল
মহাহর্ষ ভঙ্গে।

(৮)

ঘোর পৌত্তলিক বঙ্গে ছুটিল প্রথম
'আল্লাহু'র ধ্বনি
দিকে দিকে হুঙ্কারিয়া উঠিল অমনি
পূত প্রতিধ্বনি।

facebook/@maktabatuttalamij

(৯)

যুগ যুগ হ'তে বঙ্গ অন্ধকারে ঘোর
ছিল নিমগন ;
বিভু আশির্বাদক্রমে হইলেক ভোর
উদিল তপন।

(১০)

গৌরব বাহিনী সেই 'অতীত কাহিনী'
এ ঘোর দুর্দিনে;
ঢালিবে বলিয়া প্রাণে সুধা সঞ্জীবনী
গাহিনু যতনে।

(১১)

এ ঘোর নিদ্রিত বঙ্গে কেহ কিরে জাগে ?
শুনিবারে প্রাণের কাহিনী ;
জাগিল সকল জাতি নিশা শেষ ভাগে ;
মোস্‌লেমের এখনো রজনী !!

(১২)

হে অলস নিদ্রাতুর কর্মহীনগণ !
কত দিন এইভাবে আর,
লাঞ্ছিত দলিত হয়ে কাটাবে জীবন
সংজ্ঞাহীন জড়ের আকার !

(১৩)

কোটি কোটি হ'য়ে আজি দলিত মথিত
তুচ্ছ ধূলি কণার সমান,
তথাপি কাহারো প্রাণ হ'ল না ব্যথিত
এমন কি বিমূঢ় অজ্ঞান ?

facebook/@maktabatuttalamij

(১৪)

কেন এই অলসতা ? কেন বা জড়ত্ব ?
কেনই বা ঘটিল দৌর্বল্য ?
লভিনু বিশ্বের মাঝে চরম হীনত্ব।
কিসে যাবে এ ঘোর আবল্য ?

(১৫)

সপ্তদশ পিতামহ যে বঙ্গে পশিয়া
উড়াইল বিজয় কেতন;
সে বঙ্গে হায়রে দুঃখ !! অগণ্য হইয়া
বিদলিত তৃণের মতন।

(১৬)

কাহারে কহিব হৃদে কি যে আকুলতা
সদা মোরে করিছে ব্যাকুল;
হায়রে! বুঝিবে কেবা এ মর্ম বারতা
শোক যার গভীর অতুল !!

(১৭)

প্রাণ প্রদায়িনী-বাণী কে শুনিবে আজি ;
আয় দ্রুত আয় ছুটে আয় ;
জীবন মরণ ভুলি গাহিবে শিরাজী
সে অতীত গৌরব-গাথায়।

(১৮)

দীপ্ত চণ্ড সূর্য সম মধ্যাহ্ন বিভায়
পশিলেক খিলিজী যখন ;
এ ঘোর দুর্দিনে তাই! অলস হিয়ায়
সেই কথা কররে স্মরণ।

facebook/@maktabatuttalamij

(১৯)

শিরায় শিরায় আজি বহুক্ রে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ
ভেঙে যাক্ ভীতির শৃঙ্খল ;
বহুক অলস প্রাণে মহাদীপ্ত তেজের বিভঙ্গ
হোক প্রাণ বলিষ্ঠ সবল।

(২০)

আবার প্রভাতাকাশে একদিন কোটি শির তুলি
ধুয়ে ফেলি কলঙ্কের ধূলি।

(২১)

আবার জলদ নাদে আল্লাহুর প্রমত্ত গর্জনে
নবদৃশ্য দেখাই ভুবনে।

(২২)

দীর্ঘ নিদ্রা পরে যদি জাগিয়াছে অলস পরাণ
খোল্ তবে খোল্‌রে নয়ান !

(২৩)

বাজাও উৎসাহ ভেরী কাঁপাইয়া ভূতল বিমান
উড়াও রে উদ্যমের বিজয় নিশান !

(২৪)

কোটি কোটি হস্তে আজি, হে বঙ্গের মোস্‌লেম সন্তান
ধর সবে খরশান কর্মের কৃপাণ।

(২৫)

সপ্তদশ বীর পিতামহে করিয়া স্মরণ
সুদীর্ঘ নিদ্রার পর আসুক আবার—
চির জাগরণ।

facebook/@maktabatuttalamij

(২৬)

হে বীরেন্দ্র বখ্‌তিয়ার! ধন্য বিশ্বে তোমার জনম,
গাজী তুমি বীরকুলে, ইস্‌লামের গৌরব কেতন।

(২৭)

সপ্তশত বর্ষ পূর্বে শৈলময় ঘোর রাজ্য হ'তে
কি উদ্যমে পশিলে ভারতে!

(২৮)

শত বাধা বিঘ্ন দলি বীর্য সাধনায়
মহাকীর্তি রাখিলে হেথায়!

(২৯)

ইস্‌লামের উৎসৃষ্ট প্রাণ মহাতেজা হে বীর প্রধান!
যশ তব চির জ্যোতিষ্মান।

(৩০)

কি দুর্জয় শৌর্য তব! কিবা দুরাসদ তেজঃরাশি
প্রভাবে মলিন শত্রু—
বাধা বিঘ্ন দূরে গেল ভাসি!

(৩১)

হতভাগ্য বঙ্গবাসী তব কীর্তি করিয়া স্মরণ
উদ্ধার করুক পুন
সৌভাগ্যের হৃত সিংহাসন।

(৩২)

ঘরে ঘরে তব নাম হ'য়ে উচ্চারিত
করুক সবায় জাগরিত।

facebook/@maktabatuttalamij

(৩৩)

আবাল বৃদ্ধ বনিতা তোমায় স্মরিয়া
উঠুক জাগিয়া।

(৩৪)

তোমার বিজয় স্মৃতি হৃদয়-মন্দিরে
জ্বলুক হে গাজী !
মৃত্যু মুখ হ'তে পুন বঙ্গের মোস্‌লেম
উঠুক রে আজি!

(৩৫)

তুমি দেব স্বর্গ হ'তে কর আশির্বাদ,
ঘুচে যা'ক কলহ বিবাদ।

(৩৬)

তুমি দেব স্বর্গ হ'তে আজি বলহ 'আমিন'
ঘুচে যা'ক এ ঘোর দুর্দ্দিন !

(৩৭)

তোমার সাহস, শৌর্য, উৎসাহ, উদ্যম
স্বর্গ হ'তে আসুক নামিয়া ;
তোমার বিজয়-গর্বে বিধির কৃপায়
পুন মোরা উঠি হে জাগিয়া।

(৩৮)

কি আর গাহিবে তোমা হে বীরেন্দ্রকুলের প্রধান !
বঙ্গের এ সুদীন সন্তান।

facebook/@maktabatuttalamij

(৩৯)

তোমার বিজয় ভেরী আমার শ্রবণে
মহাতেজে কহিছে 'জাগরে',
তোমার প্রদীপ্ত মূর্তি ভাবের ভাষায়
নিরন্তর কহিছে 'উঠরে'।

(৪০)

তব সঞ্জীবনী বাণী প্রাণরাজ্যে করিছে ঝঙ্কার
সে ঝঙ্কারে বলীয়ান প্রাণ;
নিয়ত ভাসিছে চক্ষে তব দীপ্ত প্রচণ্ড কৃপাণ
ভাসিছে "এই পরিত্রাণ"।

(৪১)

তোমার বিজয়কেতু হৃদাকাশে এখনো উড়িছে ;
অর্ধচন্দ্র বক্ষে ;
কহিছে নিয়ত মোরে বাহিরে আনিয়া
উড়াইতে নীলাকাশ কক্ষে।

(৪২)

ইসলাম গৌরব তুমি, হে বীরেন্দ্র বঙ্গের তপন !
কি কহিব প্রাণের বেদন ;
দীনভাবে কোনরূপে গাহিয়া তোমার
করিলাম কৃতার্থ জীবন।

facebook/@maktabatuttalamij

(৪৩)

কর বীর ! আশির্বাদ এ হৃদয় হোক উচ্ছ্বসিত।
উত্তাল তরঙ্গ-রঙ্গে আজি
এ বঙ্গ করুক বিপ্লাবিত !

(৪৪)

বাঙ্গালা বেহার জুড়ি় হোক তব
বিজয় -উৎসব ;
জ্বলন্ত জীবন্ত তেজাঃ পুনঃ হোক্
শব-প্রায় মোস্লেম সব।

facebook/@maktabatuttalamij

স্বাধীনতা বন্দনা

(১)

এস এস জগৎ-বন্দিতা,
কাব্য-সঙ্গীত-দর্শন-বিজ্ঞান-শৌর্য-বীর্য-সবিতা,
রক্ত বাস-পরিহিতা,
হীরক-কিরীট-বিভূষিতা,
সর্ব-মঙ্গল-বিধায়িনী এস এস অয়ি স্বাধীনতা !
দক্ষিণ করে দীপ্ত-কৃপাণ,
বামে শোভিছে বিজয়-নিশান,
নয়নে খেলিছে বিদ্যুৎ লহরী যেন কালানল-জ্বালা,
রূপ-লহরীর জ্যোতি-বিভঙ্গে বিশ্বভুবন আলা।

চরণতলে চূর্ণিত গিরি, লুণ্ঠিত পশুরাজ।
প্রলয়-শিঙ্গা ভৈরব নিনাদে গর্জিছে, 'সাজ সাজ'!

(২)

এস গো শূরকুল পূজিতা।
চির আরাধ্য চিরবরেণ্য এস গো স্বাধীনতা
মঙ্গল-কর পরশে তব কর অমঙ্গল বিলীন,
শক্ত বাহুর বীর্য আলিঙ্গনে আন আন দেবী ! সুদিন।
তব অমৃত ভাণ্ড হ'তে
হে দেবী! কৃপা কটাক্ষপাতে,
দেহ দেহ শক্তি-সঞ্জীবনী জাগি গো নব জীবনে,
আঁধার ভেদিয়া উঠুক সূর্য পুনঃ বিশ্বোজ্জ্বল কিরণে।

facebook/@maktabatuttalamij

(৩)

এস গো অরাতি দলনি।
মঙ্গলরূপী তোপ-বন্দুক-অসি সঙ্গীন-ধারিণী।
অগ্নি সম্পদ-জননী!
তব ভীম ভৈরব ধ্বনি
শুনিয়া জাগুক সুপ্তপ্রাণে চির নিদ্রিত দীপনা,
দিকদিগন্তে উঠুক বাজিয়া লক্ষ অসির ঝঞ্ঝনা।

(৪)

এস গো সৌভাগ্য দায়িনি।
ধর্মে কর্মে চিন্তামর্মে উল্লাস-প্রীতিবাহিনী।
অয়ি অরাতি-বন্ধন-খণ্ডিনি!
এস গো পুণ্য-জননী!
পতিত-ঘৃণিত দলিত-লাঞ্ছিত-চির উদ্ধার-কারিণী।
দীপ্ত কৃপাণ বিজলী সম উঠুক তব জ্বলিয়া,
বজ্রসম ভীম শতঘ্নী উঠুক হুঙ্কারে ধ্বনিয়া।
যুগ যুগান্তের পতিত প্রাণ
খুঁজিয়া লউক নিজ পরিত্রাণ,
ধরণী বক্ষে দাঁড়াই আবার শির উন্নত করিয়া।

(৫)

এস এস বিশ্ববন্দিতা
লয়ে উদ্যম বীরতা!
নয়ন মেলি চাহগো জননী! পতিত জাতির মুখপানে
রন্ধ্রে রন্ধ্রে দীপ্তজ্বালা বহুক পরাণে পরাণে।

facebook/@maktabatuttalamij

অগ্নি উচ্ছ্বাসে সাজুক সবে তব চরণ বন্দনে,
মৃত্যুর মাঝে বরিয়া লউক আজি অমর জীবনে !
তব পদ পরশে দেবী! ধন্য হউক মেদিনী,
জগতে আবার ঘোষিত হউক পুণ্য সাম্য কাহিনী।

(৬)

জয় জয় কল্যাণ-রূপিনি
শোনাও তোমার বিজয় গাঁথা অলস-প্রাণ-বোধিনী।
শিরায় শিরায় অগ্নি কণা,
পরাণে পরাণে উন্মাদনা
বহুক ছুটুক তরঙ্গভঙ্গে বিশ্ব জগৎ প্লাবিনী।
রুদ্র মন্দ্রে কেন্দ্রে কেন্দ্রে,
উঠুক বন্দনা বিজয় ছন্দে ;
অসি-ঝঞ্ঝনা তোপ-গর্জনা মাতাক্ আজি পরাণী,
লোহিত বর্ণে রঞ্জিত কর অলস শ্যামল-মেদিনী।

(৭)

জয় জয় ত্রিলোক-বন্দিতা
চির-সৌভাগ্য চির কল্যাণ চির-বিজয়-মণ্ডিতা।
পতিত জাতির উদ্ধার হেতু,
উড়াও আকাশে রক্ত-কেতু,
জাগুক্ মাতুক্ ছুটুক্ দেশের আবাল বৃদ্ধ বণিতা
জয় জয় জয় স্বাধীনতা !

facebook/@maktabatuttalamij

মিসরের অভ্যুত্থানে

(১)

সহসা একি এ বার্তা করিনু শ্রবণ,
ধমনীতে রক্তস্রোত বহিছে সঘন,
আনন্দে রোমাঞ্চকায়
মানস উন্মত্ত প্রায়
বিদ্যুৎ প্রবাহ দহে সমস্ত শরীরে,
বাজিল হৃদয়-তন্ত্রী গভীর ঝঙ্কারে।

(২)

এত দিনে হল বুঝি সার্থক জীবন,
পূর্ণ বুঝি এতদিনে চির আকিঞ্চন!
সুদীর্ঘ নিদ্রার পরে,
আবার ধরণী পরে
উঠিছে মোস্‌লেম অই ক্রমশ জাগিয়া,
কি এক স্বর্গীয় দ্যুতি ললাটে মাখিয়া!

(৩)

সহস্র বৎসর করি জগৎ শাসন,
ন্যায় ধর্ম বীর্যে করি আদর্শ স্থাপন,
বিজ্ঞানের আলোচনা
দর্শনের গবেষণা
সাহিত্য সঙ্গীত কাব্য কলার উন্নতি,
করিয়া লভিয়াছিল বিশ্রাম বিরতি।

facebook/@maktabatuttalamij

(৪)

অসভ্য খৃষ্টানগণে সুসভ্য করিয়া
অজ্ঞানান্ধ ধরাতলে আলো ছড়াইয়া,
প্রদর্শি পৌরুষ দর্প
অপ্রধৃষ্য বীর্য গর্ব,
পড়েছিল যেই জাতি নিদ্রিত হইয়া,
জাগিতেছে পুনঃ তারা নয়ন মেলিয়া।

(৫)

মরোক্কো হইতে পূর্বে বোর্ণিয়ো অবধি,
নিস্তরঙ্গ ছিল যেই ইসলাম-জলধি,
যেই জলধির বক্ষে
শত্রুকুল এক লক্ষে,
ডুবিয়া ডুবিয়া করি রত্ন আহরণ
লক্ষ পোতে করিতেছে বিদেশে প্রেরণ।

(৬)

এবার সে মহাসিন্ধু প্রলয় গর্জনে,
উঠিবে গরজি ঘোর, প্রচণ্ড তর্জনে।
চঞ্চল তরঙ্গ গিরি
ডুবাবে সকল তরী,
ডুবিবে সমগ্র ধরা প্রমত্ত প্লাবনে,
কাঁপিবে ধরণী সতী ঝটিকা পীড়নে।

(৭)

দেখ হে পশ্চিমে অই বিতস্তি প্রমাণ,
নীল আকাশেতে রক্ত মেঘ একখান,

facebook/@maktabatuttalamij

বাড়িতেছে ক্রমে ধীরে
দেখ অই মেঘ-শিরে
বিদ্যুৎ-বিভাস কিবা প্রলয়-কৃপাণ
উঠিবে এবার মহা প্রলয়-তুফান।

(৮)

প্রকৃতির মঞ্জু-কুঞ্জ সাধের মিসর
জ্ঞান বীর্য সভ্যতার মধ্যাহ্ন ভাস্কর!
পাশ্চাত্য কুহকে পড়ি
পরাধীনতার বেড়ি
পরেছিল, বহু দুঃখ শত নির্যাতন,
সহিয়ে, করেছে এবে নেত্র উন্মীলন।

(৯)

হেরি স্বাধীনতারত্ন দস্যু-কবলিত,
সাজিতেছে রুদ্রবেশে ক্রোধে উদ্বেলিত।
শিরায় অনল কণা,
প্রাণে মত্ত উন্মাদনা
বিতাড়িয়া দস্যুদলে সমুদ্রের পার,
করিবে এবার তারা স্বদেশ উদ্ধার।

(১০)

সাজলো মিশর-ভূমি সাজ রণরঙ্গে
কাঁপাও ধরণী বক্ষ বিপ্লব-তরঙ্গে
দেখাও ইসলাম-বীর্য
দেখাও মৈসরী-শৌর্য
স্বাধীনতা-জয়কেতু উড়াও গগনে
প্রকৃতি স্তম্ভিত হোক ভৈরব গর্জনে।

facebook/@maktabatuttalamij

(১১)

ইসলামের চিরশত্রু কাফের শোণিতে
পিপাসু-কৃপাণ তৃষ্ণা মিটাও সুখেতে,
চির অরি দৈত্য বংশ
করহ তাহারে ধ্বংস
ডুবাও পাষণ্ডগণে ভূমধ্যের জলে,
জীবন্ত প্রোথিত কর কিম্বা ভূমিতলে।

(১২)

করেছে যে অত্যাচার ঘোর অবিচার'
উপযুক্ত প্রতিশোধ লহ এবে তার।
মিসরে স্বাধীন করি,
প্রচণ্ড প্রতাপ ধরি
শত রণতরী-বলে শ্বেত দস্যুগণে,
দেহ তাড়াইয়া দূর পৃথিবীর কোণে।

(১৩)

সহস্র মার্তণ্ড জিনি উজ্জ্বল কিরণে
আবার ইসলাম-রবি উঠুক গগনে।
ভূমধ্য হইয়া পার
বীরদাপে পুনর্বার
বিজয় পতাকা তোল পিরিনীজ শৃঙ্গে,
হিস্পান উদ্ধার কর মাতি রণরঙ্গে।

(১৪)

সমগ্র আফ্রিকা হ'তে শ্বেত দস্যুগণে
দেহ খেদাইয়া কিম্বা বধহ জীবনে।

facebook/@maktabatuttalamij

চৈত্র মাসে ঘূর্ণবায়
উড়ায় যথা তুলায়
কিম্বা মেঘদলে যথা বৈশাখ-পবনে ;
তথা ছুঁড়ে ফেল দূরে শ্বেত দস্যুগণে।

(১৫)

সিংহ যথা মৃগযুথে করে আক্রমণ
তেমতি করহ সবে অরাতি হনন।
দ্বিষৎ-শোণিত স্রোতে
স্ফীত কর নীল নদে,
সাজ লো মিসর তুই লোহিত-বসনা,
শোণিত-পিপাসু ভীমা অনল-রসনা !

(১৬)

সালাউদ্দীনের সেই বিক্রম ভীষণ,
জ্বলুক হৃদয়ে যেন কাল হুতাশন!
তোমার বিজয় দৃশ্যে
আবার বিপুল বিশ্বে
জাগুক্ রে মুসলমান আরব আজমে,
পড়ুক রে জয়ধ্বনি এ ভারত ভূমে।

(১৭)

শব্দবহ ! বহ আজি তেজঃসঞ্জীবনী,
এ মন প্রাণের জ্বালা বাণী সন্দীপনী,
মিসরের ঘরে ঘরে
কহ যত নারী নরে
জাগ, উঠ, চল সবে কর প্রাণ দান
শুন অই প্রাণরাজ্যে স্বর্গের আহ্বান।

facebook/@maktabatuttalamij

(১৮)

গো মেষ দুম্বা ও ছাগে করিলে কোর্বাণী,
পোহাবে না কখনও এ দুঃখ রজনী,
বিধি যে নিঠুর শক্ত
চাহে রে তোদের রক্ত,
চাহে তিনি লক্ষ শির, লক্ষ প্রাণ দান
তবে পাবি স্বাধীনতা সুচির কল্যাণ।

(১৯)

বিনা জলে তরু লতা হয় না বর্ধিত,
বিনা রক্তে স্বাধীনতা নহে অঙ্কুরিত,
শোণিত সেচন ভিন্ন
নাহিক উপায় অন্য,
বাঁচাইতে স্বাধীনতা অমৃত-বিটপী,
ন্যায় ধর্ম জ্ঞান বীর্য যার ফলরূপী।

(২০)

শুনাও মৈসরীগণে এই মহা তত্ত্ব,
স্বাধীনতা মানবের জন্মগত স্বত্ব,
স্বাধীনতা মনুষ্যত্ব
একত্র আবদ্ধ নিত্য,
পরাধীন দেশ তাই মনুষ্যত্বহীন
কর্তব্য দলিত তথা হয় অনুদিন।

(২১)

মিসরের স্বত্ব সব মিসরবাসীর
বিন্দুমাত্র স্বত্ব তাহে নহে বিদেশীর,

facebook/@maktabatuttalamij

তবে কেন দস্যুগণ,
সর্বস্ব করে লুণ্ঠন,
কর তবে দস্যুদলে কর নির্বাসিত,
অতল সাগরে কিম্বা কর নিমজ্জিত।

(২২)

যথা মেহেদীর দেহ করি উত্তোলন,
ভস্ম করি নীল নদে ক'রেছে ক্ষেপণ।
তেমতি দস্যুর দলে
জ্বালায়ে প্রচণ্ডানলে
ভূমধ্যসাগরে কর ভস্ম বিসর্জন
ঝটিকা প্রবাহে কিম্বা কর উড্ডয়ন।

(২৩)

হে বারিদ ! ঘোষ আজি প্রলয় গর্জনে,
হে মম প্রাণের জ্বালা মৈসরী শ্রবণে।
এ প্রাণের সন্দীপনা,
মহামত্ত উন্মাদনা,
করুক সবার প্রাণে অনল সঞ্চার ;
ধরুক শ্যামল ধরা, লোহিত আকার !

(২৪)

চাহিনা বিশ্রাম শান্তি হোক সব দূর,
বিলাস ব্যসন সুখ হ'য়ে যাক্ চূর,
বহুক অশান্তি ঝড়
রণরঙ্গ ভয়ঙ্কর
ইস্‌লামের জয়কেতু উড়ুক গগনে,
আল্লাহু' ধ্বনিত হোক সমগ্র ভুবনে

facebook/@maktabatuttalamij

বাজ দ্রিম্ দ্রিম্ তানা বাজ মম বীণ,
ঘুচে যাক্ মোস্‌লেমের এ ঘোর দুর্দিন,
নব আশে বীরবেশে,
সাজুক রে দেশে দেশে,
সিংহসুত মুসলমান ! আগ্নেয় উচ্ছ্বাসে
দীপ্ত হোক সারা বিশ্ব সৌভাগ্য-বিভাসে !

facebook/@maktabatuttalamij

উন্মেষণা

(১)

কেহ কি জাগিস্ বঙ্গে ?
কেহ কি আছিস মুসলমান ?
চেয়ে দেখ প্রাচীমূলে ?
কি স্বর্গীয় প্রভা জ্যোতিষ্মান !

(২)

বিপ্লব-ঝটিকা অই
আসিতেছে প্রচণ্ড প্রভাবে ;
কাঁপিবে ভারতভূমি
সুনিশ্চিত তাহার প্রভাবে !

(৩)

এ নহে কল্পনা কিম্বা
অলসের অসার কাহিনী
নহে দূর— পোহাইতে
ভারতের কাল নিশীথিনী।

(৪)

বিপ্লব তরঙ্গ রঙ্গে
এ ভারত হবে কম্পমান,
সে কম্পনে চূর্ণ হবে
ভারতের যত অকল্যাণ।

facebook/@maktabatuttalamij

(৫)

জ্বলিবে ভীষণ বহ্নি
সর্বাগ্রাসী কালানল প্রায়,
অত্যাচার অবিচার
ভস্ম হয়ে উড়ে যাতে বায়,

(৬)

রাজ-সিংহাসন হ'তে
দরিদ্রের পর্ণের কুটীর,
বিপ্লব-তরঙ্গে সব
সুনিশ্চিত হইবে অধীর।

(৭)

অই অন্ধ প্রভু শক্তি
সিন্ধু-জলে হবে নিমজ্জিত,
নব শক্তি নব জাতি
এ ভারতে হইবে উত্থিত।

(৮)

হাসিও না—মুসলমান।
দেখ অই চারিদিকে চেয়ে,
বিপ্লবের মহা বাত্যা
আসিতেছে ধরণী ছাইয়ে !

(৯)

বিশাল ভারত হ'তে
পাশ্চাত্যের শক্তি দর্প বল,
একেবারে লুপ্ত হবে
মরুভূমে যথা বৃষ্টিজল !

facebook/@maktabatuttalamij

(১০)

রুদ্র দীপ্ত চণ্ড বেশে
এ ভারত জাগিবে আবার,
দেখাবেন পরমেশ
অপূরব মহিমা তাঁহার।

(১১)

সহস্র বর্ষের অই
নিপতিত ভীরু হিন্দুগণ
তারাও ধরিবে মূর্ত্তি
ভীম চণ্ড সিংহ সংহনন !

(১২)

অই শিখ রাজপুত,
বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, মহারাঠি ;
বেহারী, উৎকলী, পার্সী
মান্দ্রাজী, তামিলী, গুর্খা আদি।

(১৩)

একতা বন্ধনে সবে
হইবেক মহা শক্তিধর,
প্রতাপে কাঁপিবে বিশ্ব
স্বর্গলোকে দেবতা নিকর।

(১৪)

হের তার আয়োজন
হইতেছে ভারত ব্যাপিয়া,
কি এক প্রবল শক্তি
উঠিতেছে ক্রমশ জাগিয়া।

facebook/@maktabatuttalamij

(১৫)

হের অই হিন্দু জাতি
করিতেছে মহা অভ্যুত্থান ;
ঘরে ঘরে নরনারী
করিতেছে শক্তি সমাধান।

(১৬)

ঘরে ঘরে ঘুরিতেছে
হের অই দীপ্ত তরবার,
দিকে দিকে উঠিতেছে
শুন অই কি ঘোর হুঙ্কার !

(১৭)

বালক বালিকাগণ
সাজিতেছে ক্রমে রণরঙ্গে,
মেদিনী স্তম্ভিত হবে
বিপ্লবের উচ্চণ্ড তরঙ্গে।

(১৮)

বৈদেশিক প্রভু শক্তি
সমূলে হইবে উৎপাটিত,
এ নহে কল্পনা কভু
জেনে রাখ, নিতান্ত নিশ্চিত।

(১৯)

ওরে মূর্খ মুসলমান !
আছিস্‌রে কি ভাবে মগন,
বাঁচিতে চাহিস্ যদি
জাগ তবে জাগরে এখন।

facebook/@maktabatuttalamij

(২০)

মহা জাতি সংগঠনে
মত্ত হও মহা সাধনায়।
আত্মশক্তি বৃদ্ধি কল্পে
সঁপে দাও মন প্রাণ কায়।

(২১)

দুর্বল দরিদ্র ক্ষীণ
কাপুরুষ ধামাধরা জাতি
রবে না অস্তিত্ব তার
প্রকৃতির কঠোর নিয়তি।

(২২)

তাই বলি মুসলমান !
চাহ যদি থাকিতে ধরায়,
মহাশক্তি সাধনায়
সঁপে দাও মন প্রাণ কায়।

(২৩)

ধন বল, বিদ্যা বল
সর্বোপরি চাহি বাহুবল
দুশ্ছেদ্য একতা চাহি
চাহি আর হৃদয়ের বল।

(২৪)

তাহা না হইলে তোরা
কিছুতেই নারিবি টিকিতে,
ঘটিবে স্পেনের দশা
পুনরায় ভারত ভূমিতে।

facebook/@maktabatuttalamij

(২৫)

দুর্বল অধম জাতি
বিশ্ব হতে বিলুপ্ত হইবে,
প্রবল প্রচণ্ড জাতি
সৌভাগ্যের আসনে বসিবে।

(২৬)

পুন বলি সাবধান
হও ত্বরা যত মুসলমান,
শক্তি ভিন্ন না পাইবি
কিছুতেই আর পরিত্রাণ।

facebook/@maktabatuttalamij

স্পেনের প্রতি

(১)

রবিকর সমুজ্জ্বল নীলাকাশতলে
নীল নীর রাশিময় ভূমধ্যসাগর,
তুলিয়া তরঙ্গমালা পবন হিল্লোলে
নাচিছে দিগন্তব্যাপী কিবা মনোহর!
শ্যাম তরু কুঞ্জময় রম্য দ্বীপমালা
কতই সুন্দর দৃশ্য করে প্রকটন ;
চারিদিকে ভাসিতেছে শুভ্র ফেণমালা,
রমণী নিতম্বে চারু মেখলা যেমন।
বস্তুত ভূমধ্য-দৃশ্য কবির হিয়ায়।
ভাবের লীলা-লহরে আনন্দে মাতায়।

(২)

অই ভূমধ্যের কূলে পশ্চিম সীমায়
প্রকৃতির ক্রীড়াকুঞ্জ শোভিছে হিস্পান,
তীরে শোভে গিরিমালা সমুন্নত কায়
দূর হ'তে দর্শকের আকর্ষে নয়ান!
লো হিস্পান! আজি তোরে করিয়া স্মরণ!
কত না অতীত কথা উঠিল জাগিয়া!
কোথায় তোমার সেই সমৃদ্ধি ভূষণ!
কালগর্ভে সব হায়! গিয়াছে মিশিয়া।
মোস্‌লেমের কীর্ত্তিভূমি তুমি লো হিস্পান!
তোমার বৈধব্যে আজি বিদরে পরাণ।

facebook/@maktabatuttalamij

(৩)

মোস্‌লেমের কীর্তিভূমি তুমি লো হিস্পান!
বিদ্যার বিনোদ-গৃহ, জ্ঞানের নিকুঞ্জ
ঐশ্বর্যের নিকেতন, বাণিজ্যের স্থান
শিল্পের প্রভব ভূমি কবিত্বের কুঞ্জ,
বীরত্বের নাট্যশালা, বিজ্ঞানের খনি,
কলার কল্প-পাদব, সাহিত্য-সাগর,
সভ্যতার লীলাক্ষেত্র য়ুরোপার মণি
শিক্ষার গৌরবে তুমি দীপ্ত প্রভাকর।
তোমার গৌরব গাথা করিতে ঘোষণা,
অক্ষম রসনা আজি বিবশ কল্পনা!

(৪)

জ্ঞান-বিদ্যা-বিমণ্ডিত তোমার সন্তান,
যাদের চরণতলে আনন্দে বসিয়া
অসভ্য অজ্ঞান মূর্খ বর্বর খ্রীষ্টান,
ইস্‌লামের সভ্যতা ও জ্ঞান আহরিয়া,
হয়েছে ধরায় এবে সুসভ্য প্রধান,
কোথায় তোমার আজি সে সব নন্দন!
কোথায় তোমার আজি বিজয় নিশান!
কোথায় সে যোধরাব শ্রুতি বিভীষণ!
কোথায় তোমার আজি বিজ্ঞান-গরিমা,
কোথা গেল তব সেই সভ্যতা মহিমা!

(৫)

লো হিস্পান! পুণ্যভূমি কোন্ পাপ হেতু
ঘটিল ভালেতে তব দুর্দশা ভীষণ

facebook/@maktabatuttalamij

কি কারণে জ্যোতির্ময় কেতু
লভিল সাগর পারে চির নির্বাসন!
কোথা সে বীরেন্দ্র মূসা? তারেক কোথায় ?
ভুজ বীর্যবলে যারা প্রবল বিক্রমে
ল'য়ে মুষ্টিমেয় সেনা নির্ভীক হৃদয়
উদ্ধার করিল তোমা ঘোরতর রণে।
যুগান্তের পুঞ্জীভূত কোফর আঁধার,
দূর হল আবির্ভাবে ইস্‌লাম রাকার।

(৬)

ইস্‌লামের দীপ্তরশ্মি অতুল প্রভায়
ছড়ায়ে পড়িল তব সমগ্র ভূভাগে,
পুণ্যের মোহিনী শক্তি আলোক-বাত্যায়
সৃজিল অপূর্ব দৃশ্য নব অনুরাগে।
কেন্দ্রে কেন্দ্রে উঠিলেক আল্লাহুর ধ্বনি
একত্বের সুধারস করি বরিষণ ;
হৃদয়-তন্ত্রীতে পুন বাজিল সে বাণী,
লভিল অগণ্য নর নূতন জীবন।
খ্রীষ্টীয় ত্রিত্বের ক্রুশ চরণে ঠেলিয়া,
ইসলামের জয়কেতু উঠিল উড়িয়া।।

(৭)

পৌর্ণমাসী চন্দ্রমার কৌমুদী জিনিয়া
বিদ্যার বিমল আলো হ'ল বিচ্ছুরিত,
সবিস্ময়ে ইউরোপ দেখিল চাহিয়া
নবীন আলোকে ধরা হইল প্লাবিত।

facebook/@maktabatuttalamij

শত বিশ্ব-বিদ্যালয় লক্ষ পাঠশালা
নগরে নগরে তব পল্লীতে পল্লীতে
হইলেক প্রতিষ্ঠিত, জ্ঞানালোকমালা
সাম্রাজ্য জুড়িয়া তব লাগিল জ্বলিতে।
কিবা সে অপূর্ব দৃশ্য কি বলিব আহা!
কোন দিন বিশ্ববাসী দেখে নাই যাহা।

(৮)

কত রম্য হর্ম্যশ্রেণী, সুবর্ণখচিত
অপূর্ব কারু-কৌশলে যতনে গঠিত,
শত শত নগরেতে হ'য়ে প্রতিষ্ঠিত
করিল সৌন্দর্য তব চির অতুলিত।
দ্রুম-বল্লী সুশোভিত ফল ফুলময়
প্রকৃতির রম্যগেহ— লক্ষ উপবন,
কবি-চিত্ত সম্মোহন দৃশ্য সমুদয়
করিত তোমার অঙ্গ— সুষমা বর্ধন
ভূতলে অতুল সেই এরেম[১] উদ্যান,
হায়রে! হ'য়েছে আজি যেন রে শ্মশান।

(৯)

অভ্রভেদী ভীমকান্ত পর্বত সমান
কোথায় তোমার সেই দুর্গ সমুদয়?
অর্ধচন্দ্র বিখচিত বিজয় নিশান,
ঘোষিত শীর্ষেতে যার 'ইসলামের জয়'
বীরবপু দীপ্তকান্তি, গাম্ভীর্য আধার
অযুত অযুত সেনা বিরাজিত যথা,

১. এরেম স্বর্গীয় উদ্যান বিশেষের নাম।

facebook/@maktabatuttalamij

যাদের অদম্য তেজে শত শত বার
পরাজিত রিপু দল ; নহেক অন্যথা।
হায়! সেই দুর্গ শ্রেণী ধ্বংস অবশেষ
দরশনে কার মনে না উপজে ক্লেশ ?

(১০)

নগরীকুলের রাণী গ্রাণাডা কোথায় ?
কোথায় কর্ডোভা আহা! বিশ্ব অভিরাম ?
টলিডো সেভিল কোথা শিল্পের আলয় ?
কোথায় সে ভালেন্সিয়া বাণিজ্যের স্থান ?
কোথায় সে গ্রাণাডার আল্‌হাম্‌রা প্রাসাদ ?
অতুল সৌন্দর্যে যার বিমুগ্ধ ভুবন।
শত শত নৃপতির হৃদয়ের সাধ
শিল্পিকুল মণিদের আদরের ধন!
ধ্বংস অবশেষে যার সৌন্দর্য ভঙ্গিমা
দেখিয়া মোহিছে বিশ্ব ভাস্কর্য-গরিমা।

(১১)

কডিজ মালাগা জীন আর বর্সিলোনা,
সমৃদ্ধ শিল্পের সেই বিশাল ভাণ্ডার,
সারাগোসা মারসিয়া, কিবা কার্থেজিনা
অতুলিত ঐশ্বর্যের বিশাল আগার,
যাদের গৌরব গাথা ইতিহাস পৃষ্ঠে
জ্বলন্ত অক্ষরে অহো, রয়েছে লিখিত,
অধুনা তাদের হায়! দুরবস্থা দৃষ্টে
কার না হৃদয় বল হয় বিচলিত?

facebook/@maktabatuttalamij

ইস্‌লামের পূর্ণচন্দ্র কাল রাহু গ্রাসে,
নিমগ্ন হিস্পান আজি বিঘোর তামসে।

(১২)

স্বর্ণ কুম্ভ সুশোভিত চারু শোভাময়,
তুষার ধবল অঙ্গ মর্ম্মর রচিত,
মণিমুক্তা হীরকাদি রতনে খচিত,
কোথায় সে সমুচ্ছ্রিত মস্‌জিদচয়!
সহস্র সহস্র কণ্ঠে প্রার্থনার ধ্বনি
উঠিত অম্বরে যথা মোহিয়া মেদিনী
নিশায় জ্বলিয়া যথা গন্ধ দীপশ্রেণী,
সৃজিত পরম শোভা মানস-মোহিনী।
শোভাময় সে সকল মস্‌জিদ এখন
ধূলি-বিলুণ্ঠিত হ'য়ে করিছে রোদন।

(১৩)

কোথায় সে কর্ডোভার জোহরা প্রাসাদ,
জোহরা রাজ্ঞীর সেই শরীরি কল্পনা
চিরবিশ্ব খ্যাত যার সৌন্দর্য প্রবাদ
কলকণ্ঠে গায় কবি যাহার বন্দনা।
কোথা সে দরবার গৃহ বিরাট বিশাল?
কোথা তার রম্যোদ্যান জগজন লোভা?
কোথায় সে নির্ঝরিণী, কোথা স্রোত জাল,
কোথায় সে চিত্রাবলী অনিন্দিত শোভা?
সকলি বিলীন এবে কালের কবলে
স্মরিলে ভাসয়ে বক্ষ নয়নের জলে।

facebook/@maktabatuttalamij

(১৪)

লো হিস্পান ! মোস্‌লেমের গৌরব-সমাধি
কালচক্রে ঘটিয়াছে কিবা বিপর্যয়!
একদা ছিলনা তোর সৌভাগ্য-অবধি
আজি কিবা পরিণাম ! বিদরে হৃদয়!!
সযত্ন-সম্ভূত তুমি মোস্‌লেম-উদ্যান,
জলে স্থলে দীপ্যমান মোস্‌লেম-কীরিতি,
একটিও কিন্তু আজি নাহি মুসলমান,
সকলি বিলুপ্ত, জাগে কেবল স্মিরিতি!
মোস্‌লেম-নন্দন আজি হইয়া হতাশ,
তব পানে চে'য়ে ফেলে সুদীর্ঘ নিশ্বাস।

(১৫)

লো হিস্পান! মোস্‌লেমের সাধের উদ্যান
দহিছে তোমার স্মৃতি জ্বলন্তে শিখায়,
করিবে বিধাতা কবে কল্যাণ বিধান
দুঃখ নিশি, সুপ্রভাত কবে হবে হায়!
নিদ্রিত মোস্‌লেম কবে উঠিবে জাগিয়া,
মেলিয়া যুগল আঁখি সিংহের মতন,
আল্লাহু আকবর নাদে পৃথ্বী কাঁপাইয়া
পূর্ব অধিকার পুন করিবে গ্রহণ ?
সে সুদিনে সুপ্রভাতে হবে তব নিশি
সৌভাগ্য কিরণ-জালে হাসিবেক দিশি।

facebook/@maktabatuttalamij

অভিভাষণ

(১)

আশার তপন নব্য যুবগণ!
সমাজের ভাবী গৌরব-কেতন।
তোমাদের পরে জাতীয়-জীবন
তোমাদের পরে উত্থান পতন,

নির্ভর করিছে জানিও সবে।
তোমরা জাগিলে সমাজ জাগিবে,
তোমরা মরিলে সমাজ মরিবে,
তোমাদের পদচিহ্ন অনুসরি,
চলিবে আবার সমাজের তরী।
তোমাদের ধর্ম, তোমাদের কর্ম,
তোমাদের শিক্ষা তোমাদের মর্ম,
সবাই গ্রহণ করিবে!

(২)

তাই বলি ভাই! এ যৌবন হতে,
চালাও জীবনে কর্তব্যের পথে
হও হে সকলে উন্নত মহান
দীপ্ত-ধর্ম বলে হও তেজীয়ান,
সত্যের প্রচারে, নীতির বিস্তারে,
ঈশ্বর বিশ্বাসে, উৎসাহ সঞ্চারে,
পতিত জাতিরে উদ্ধার কর।

facebook/@maktabatuttalamij

বিলাস-ব্যসন করি পরিহার
আর একদল না গ্রহিয়া দার
জাতির উদ্ধার মন্ত্র করি সার,
কর প্রাণে প্রাণে অগ্নির সঞ্চার ;
সেবাব্রত সবে গ্রহণ কর।

(৩)

শিক্ষকতা ব্রত করিয়া গ্রহণ
শিক্ষার বিস্তারে হও হে মগন
ধর্ম ও সমাজ করিতে সংস্কার,
জীবন উৎসর্গ কর আপনার ;
তবেই জীবন হইবে ধন্য।
জাতির উদ্ধার সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম
বুঝাও সবায় এই গূঢ় ধর্ম,
শিল্পের উন্নতি বাণিজ্য বিস্তার,
ব্যায়ামের চর্চা, লোক সেবা আর,
গ্রামে গ্রামে যে'য়ে করহ বিস্তার,
খোদার নিকটে হইবে গণ্য।

(৪)

বারেক জনম বারেক মরণ,
এই ভাবি কর ব্রত উদ্‌যাপন ;
পশুর বদলে আপনার প্রাণ,
খোদার উদ্দেশে করহ কোর্বান ;
উড়ায়ে সদম্ভে জ্ঞানের নিশান,
যাও দেশে দেশে করিতে সন্ধান
অখণ্ড জাতির উত্থান হেতু।

facebook/@maktabatuttalamij

নিন্দা প্রশংসা দলিয়া চরণে,
বিবেক আদেশ শুনিয়া শ্রবণে,
ঊর্দ্ধে দৃষ্টি রাখি নির্ভীক অন্তরে,
যাও কার্য করি অবনীর পরে ;
স্বরগে উড়িবে যশের কেতু।

(৫)

সভা ও সমিতি গঠন করিয়া,
নিদ্রিত সমাজ তোল জাগাইয়া
জাতীয়-সঙ্গীত করি সবে গান
নাচাও উৎসাহে নিদ্রিত পরাণ
জলদ গম্ভীরে জ্বালাময়ী বাণী,
ঢালুক হৃদয়ে মৃত সঞ্জীবনী ;
মরা গাঙ্গে পুনঃ ছুটুক বান।
ওহে দয়াময়! কর আশীর্বাদ,
ঘুচে যাক সব কলহ বিবাদ
কোটি কোটি ভাই হয়ে এক প্রাণ,
বীর দম্ভে করি আত্ম বলিদান,
সাধি যেন সবে জাতীয় কল্যাণ ;
হেন শক্তি আজি করহ দান!

(৬)

আল্লা ভিন্ন দাস নহি কারো আর,
তিনি ভিন্ন প্রভু কেহ নাই আর,
তাঁর কথা শুনি জীবনের পথে,
চলিব সবাই ধরি হাতে হাতে ;
দীপ্ত তেজঃ রাশি পড়িবে ছুটে।

facebook/@maktabatuttalamij

এস তবে আজি নব্য যুবগণ!
আল্লাহু আকবর করি উচ্চারণ,
জাতীয় উদ্ধারে হই নিমগন;
রহিব না আর ভূমিতে লুটে।

(৭)

সিংহ শিশু হয়ে কেন রব মেষ?
কেন বা সহিব দুর্গতি অশেষ?
কেন বা হইব লাঞ্ছিত গঞ্জিত?
কেন বা রহিব পতিত দলিত,
জনম গ্রহিয়া মোস্‌লেম কুলে।
এক দিন হায়! যাদের সন্তান,
শাসিত পৃথিবী ধরিয়া কৃপাণ!
এখনও যারা বিপুল ভূখণ্ড,
শাসন করিছে বিক্রমে প্রচণ্ড!
সেই বীর বংশে লভিয়া জনম,
কেন বা রহিব পশুর অধম?
উন্নত আদর্শ কর্তব্য ভুলে!

(৮)

তুচ্ছ চাকুরীর প্রলোভনে পড়ি,
কেন বা পরিব গোলামির বেড়ী?
কেন রব ভস্ম হইয়া অনল?
কেন বা রহিব অলস দুর্বল?
সকলের পিছে কেন বা চলিব?
চরণের তলে কেন বা বসিব?
প্রভুর কেনরে দাসের দশা!!

facebook/@maktabatuttalamij

এ দাসত্ব-দুঃখ হীনতা দারুণ,
পোড়াইতে আজি জ্বাল্‌রে আগুন ;
দূরিতে দীনতা নীচতা হীনতা,
হে যুবক দল ! জাগাও আশা!

(৯)

কারে করি ডর ? কেন বা ডরাই!
বিধাতা ঘোষিছে 'নাহি ভয় নাই'
সপ্ত কোটি ভাই হলে এক ঠাঁই,
বিপুল জগতে পড়িবে সাড়া!
আমরা মোগল, আমরা পাঠান.
গৌরব মোদের চির জ্যোতিষ্মান,
সে গৌরব এবে হইয়াছে ম্লান,
ম্লানিমা ঘুচাতে বারেক দাঁড়া!

(১০)

এক দিন হায়! যাঁদের তনয়,
একাকী করিত সাম্রাজ্য বিজয়!
একদিন যারা জ্ঞান পিপাসায়,
রহিত নিয়ত বিদ্যার সেবায় ;
হইয়া আমরা তাদের নন্দন,
কেন বা রহিব অজ্ঞান অধম,
হয়েছি কি হেন আপনা হারা ?
আয় তবে সবে এ শুভ প্রভাতে,
কোটি শির তুলি দাঁড়াই জগতে,
দেখ চারিদিক দেখরে চাহিয়া,
আঁধার কালিমা গিয়াছে ঘুচিয়া,

facebook/@maktabatuttalamij

আয় দলে দলে আয়রে ছুটিয়া,
পদভরে ধরা কম্পিত করিয়া,
ভাঙ্গি ফেল আজি জড়ত্ব-কারা!

(১১)

আয় তবে সবে জ্ঞান উপার্জনে,
আয় তবে সবে চরিত্র গঠনে,
আয় তবে সবে শক্তি সাধনায়,
আয় তবে সবে আত্ম-প্রতিষ্ঠায়,
আয় ত্বরা করি বীরের সাজে।
আয় তবে সবে কর আজি পণ,
উদ্ধারিতে হৃত-ভাগ্য-সিংহাসন,
আল্লাহু নিনাদে অবনী কাঁপুক,
মোস্‌লেম আবার জাগিয়া উঠুক,
লাগুক্ জীবন জাতীয় কাজে।

(১২)

তাহারি জনম হইবে উজ্জ্বল,
তাহারি জীবন হইবে সফল,
সেই ধন্য গণ্য এ জগত তলে,
প্রকৃত মোস্‌লেম সেইরে একালে,
উত্থানের মন্ত্রে দীক্ষিত যে।
শুধু এবে আর নামাজ রোজায়,
হজ্ব ও-জাকাত কোর্বানী লিল্লায়,
হবে না হবে না পুণ্যের সাধন,
উদ্ধারের ব্রত না কৈলে গ্রহণ ;
বিফল বিফল বিফল সে।

facebook/@maktabatuttalamij

(১৩)

তাই পুনঃ বলি হে যুবক দল।
ভাবী গৌরবের আশা সমুজ্জ্বল!
উত্থানের মন্ত্রে সবে লও দীক্ষা,
মহা ব্রতে আজি লও সবে শিক্ষা,
ভারত জুড়িয়া জাতীয় জীবন,
গঠন করিতে করহ উদ্যম,
নির্ভর রাখিয়া খোদার প্রতি।

জাতীয় সঙ্গীত কর সবে গান,
বিমান ভেদিয়া উঠুক সে তান,
বীরের পোষাক কর পরিধান,
বল বীর্য্য শৌর্য্য কর সমাধান,
জ্ঞানের পিপাসা হোক বলবতী।

(১৪)

হে এলাহি! আজি কর আশীর্বাদ,
ঘুচুক মোদের কলহ বিবাদ,
প্রাণে প্রাণে আজি উৎসাহ-অনল,
দেহ জ্বালাইয়া ভীষণ প্রবল।
দেহ সবে জ্ঞান দেহ সবে শক্তি,
জাতির উদ্ধারে দেহ আনুরক্তি :
বিনীত মিনতি এই চরণে।

দেহ মনুষ্যত্ব দেহ তেজঃ বল,
রাখিও না আর অলস দুর্বল,
বিবেক বিজ্ঞান উঠুক জ্বলিয়া,
আপনার স্থান লউক খুঁজিয়া ;
তোমার কৃপায় নিজ বিক্রমে।

facebook/@maktabatuttalamij

মরক্কো সঙ্কটে

(১)

এস বজ্র, এস অগ্নি, এস বায়ু, এস ঝড়,
জ্বলুক বিপ্লব-বহ্নি বিশ্বব্যাপি ভয়ঙ্কর।
সপ্ত সিন্ধু একেবারে হোক আজি উচ্ছ্বসিত,
বহুক উচ্চণ্ড ঊর্মি ভাঙ্গি গিরিবন যত!
শত বজ্র ভীম নাদে গর্জুক অম্বর দেশে,
জাগুক্ মোস্‌লেমগণ সর্ব স্থানে সর্ব দেশে!
বিশ্বদাহী দাবানল হোক আজি প্রজ্জলিত,
আলস্য-বিলাস সুখ করুকরে ভস্মীভূত!
অধীন-জীবন-গ্লানি বুঝিয়া মোস্‌লেমগণ,
স্বাধীন জীবন হেতু করুক জীবন পণ।
সর্ব ধর্ম ভুলে যেয়ে বীর ধর্মে নিক দীক্ষা,
সর্ব কর্ম তেয়াগিয়া বীর কর্মে নিক শিক্ষা!
বি-এ এম-এ পাশে আর নাহি হবে কোন কাজ,
বাঁচিবারে চাহ যদি, চাহি মরণের পাশ।

(২)

কোথা আর্য্য মোহাম্মদ। শত সূর্য তেজে দীপ্ত,
মর্ত্যে আসি হের আজি কি বিপদ ঘনীভূত
সর্ব বিঘ্ন-বিমর্দ্দিনী-সঞ্জীবনী-শক্তি দানে,
জাগাও জাগাও তাত! নিদ্রিত মোস্‌লেমগণে।
স্বরগ হইতে আজি কর দেব! এ ঘোষণা,
নামাজ রোজায় শুধু মুক্তি আর হইবে না।

facebook/@maktabatuttalamij

গাজী ভিন্ন কোন জন এ যুগে পাবে না ত্রাণ,
প্রাণদানে অশক্ত যে,—সেত নহে মুসলমান।
শত্রুন্তপ মহা যোদ্ধা বজ্র-দৃঢ় তেজঃ-দীপ্ত,
যে হইবে, সেই বটে ঈশ্বরের মহা ভক্ত।

(৩)

কি লিখিস রে লেখনি! কেনরে উন্মত্ত হেন ?
রণরঙ্গ-বিলাসিনী আজিরে কল্পনা কেন?
শ্যামল বঙ্গের কবি কোমল শিরাজী আজি
মত্ত সিংহ-বীর্যে মাতি কেন হতে চাহে গাজী ?
কি বুঝিবি তোরা তার ওরে চিন্তাহীনগণ
কিবা অনুতাপানলে দহিছে হৃদয়-বন।
কোথা পিতামহগণ! কর আজি দরশন,
লুপ্ত হয় বিশ্ব হতে ইস্‌লামের সিংহাসন।
কত শত প্রাণ দানে কঠোর সাধনা বলে,
যে সকল সিংহাসন স্থাপিলে এ ভূমণ্ডলে!
ক্রমে তার সবগুলি শ্বেতাঙ্গ অরাতিগণ,
নানা ছলে কলে বলে করিতেছে সংহরণ।
আফ্রিকার একমাত্র স্বাধীন মুরের বাস,
সাধের মরক্কো রাজ্য তাহারে করিতে গ্রাস।
শ্বেতাঙ্গ ফরাসী দস্যু বাধায়েছে মহারণ,
তথাপি রবি কি ঘুমে ওরেরে মোস্‌লেমগণ!
একে একে সব হায়! গেল শত্রু করতলে,
উদ্ধারের কোন চেষ্টা না দেখিলি কোনকালে!
শ্বেতাঙ্গ দানবগণে এখনও চিনিলি না,
উত্থানের মহাবাণী এখনও শুনিলি না।

facebook/@maktabatuttalamij

(৪)

ঘরে ঘরে জনে জনে কর আজি এই পণ,
প্রাণপণে উদ্ধারিতে দস্যু-হৃত সিংহাসন।
অখণ্ড জগৎ জুড়ি করিবারে সমুত্থান
নরনারী সবে মিলে কর শক্তি সমাধান!
পাষণ্ড দানবগণে খণ্ড খণ্ড করি রণে
উদ্ধারিতে হবে পুনঃ মরকত-সিংহাসনে।
উন্মাদিনী শক্তি বলে সবার উন্মত্ত কর
ভ্রাতৃপ্রেমে মাতি আজি ভা'য়ে ভা'য়ে এক কর।
সর্ব দেশে সর্বকালে সকল মোস্‌লেম প্রতি
প্রতি মোস্‌লেমের হৃদে বহুক অক্ষয় প্রীতি।
একের বিপদে যেন কাঁদে সকলের প্রাণ
একের সুখেতে যেন করে সবে সুখ জ্ঞান।

(৫)

আয় ভাই ভগ্নিগণ! করি আজি এই পণ
সুখ দুঃখ সব ভুলে হয়ে আত্ম-বিস্মরণ।
যত দিন নাহি হয় বিশ্বব্যাপী অভ্যুত্থান
তত দিন না করিব রঙ্গরসে যোগদান।
যত দিন নাহি ঘোচে অধীনতা অমানিশি
তত দিন না করিব কোনরূপ হাসিখুশী।
যত দিন নাহি হয় প্রতি বাহু বীর্যবান,
তত দিন বল হেতু কর শক্তি সমাধান।
ধ্বংসিতে অরাতি গণে কর গূঢ় মন্ত্রণা
বাঁচিবারে চাহ যদি শিখ অস্ত্র সঞ্চালনা।
সমর কৌশল বলে হও সবে গরীয়ান।
তবেই পাইবে মুক্তি তবে হবে অভ্যুত্থান।

facebook/@maktabatuttalamij

উত্থানের মহা মন্ত্র সকলে করহ জপ
উত্থানের সাধনায় কর সবে মহাতপ!
উত্থানের হেতু সবে করহ প্রার্থনা নিত্য
উত্থানের হেতু সবে হও মহা বীর্যে মত্ত।
উত্থানের হেতু সবে ছুটে যাও দেশে দেশে
নানা তত্ত্ব নানা সত্য শিখ সবে নানা বেশে।
সমর বিজ্ঞান সবে কর কর আলোচনা
আধুনিক রণনীতি কর সবে গবেষণা।
বালক বালিকাগণে শুনাও উত্থান গাথা
শুনাও অজ্ঞান দলে যতেক মরম ব্যথা।
'উত্থান' 'উত্থান' ধ্বনি উঠুক জগৎ জুড়ি
অরাতি দানবগণ উঠুক ভয়ে শিহরি।
মোস্‌লেমের প্রতি করে ঝলসি উঠুক অসি
চঞ্চলা দামিনী সম মহৌজ্জ্বল্য পরকাশি!

(৬)

সুখময় স্বর্গধাম খুলিতে তাহার দ্বার
তরবারি ভিন্ন কিছু নাহিক উপায় আর।
পরাধীন কাপুরুষ যেই জাতি ভূমণ্ডলে
অন্তেও দহিবে তারা ভীষণ নরকানলে।
গোলাম জাতির তরে স্বর্গধাম কভু নয়
স্বাধীন জাতির তরে সে স্বাধীন স্বর্গালয়।
কোটি কোটি কণ্ঠে আজি উঠুক আল্লাহু ধ্বনি
উঠুক গরজি দম্ভে কামানের মহাধ্বনি।
ধরুক সংহার মূর্তি জগতের মুসলমান
নতুবা দানব হস্তে কিছুতেই নাহি ত্রাণ!

facebook/@maktabatuttalamij

একে একে রাজ্যগুলি গরাস করিয়া শেষে
'ভম্পেয়ার' সম রক্ত খাইবেক মহা শোষে।[১]
রবে না ধরায় তবে ইসলাম ও মুসলমান।
লভিবে একাধিপত্য যত শ্বেত শয়তান।

(৭)

হে বিভু করুণা করি নিদ্রিত মোস্‌লেমগণে
দেহ জাগাইয়া নাথ! এ জাতীয় দুর্দিনে!
পোহাইছে কাল রাতি জাগিছে সকল জাতি।
মোস্‌লেম এখনো ঘুমে কি হবে কি হবে গতি।
অগতির গতি তুমি তুমি জগতের পতি
জাগাও মোস্‌লেম নাথ! করিয়া করুণা-রতি।
আশীর্বাদ-সঞ্জীবনী কর আজি বরিষণ
মৃত্যু শয্যা হতে পুনঃ জাগুক মোস্‌লেমগণ।
তোমার পবিত্র নামে হ'য়ে সবে মাতোয়ারা
জয় নাদে পদভরে কম্পিত করুক ধরা।
ভেঙ্গে দাও বিশ্বপ্রভু! জীবনের মহাভুল
নিমজ্জিত প্রায় তরী আবার পাউক কূল!
প্রাণে প্রাণে জ্বলুক রে মহা উন্মাদনানল।
নবজীবনের পুনঃ উঠুক রে কোলাহল!
নতুবা নতুবা নাথ! একেবারে কর ধ্বংস
ধরায় রেখ না আর অধীন গোলাম বংশ।

১. ভম্পেয়ার—আমেরিকা দেশের এক প্রকার রক্তশোষক বাদুড়। মৃদুমন্দ পক্ষ সঞ্চালনে মানব ও অন্যান্য জন্তুকে নিদ্রাভিভূত করিয়া তাহার সমস্ত রক্ত শোষণ করিয়া থাকে। ভীষণ রক্ত শোষণে নিদ্রিত ব্যক্তি বা জন্তু অজ্ঞাতসারে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

facebook/@maktabatuttalamij

আমীর আগমনে

(১)

কি দেখিতে হে আমীর! আসিয়াছ ভারতে ?
ভারত এখন শোভে শ্মশানের বেশেতে ;
ঐশ্বর্য্যের ঘোর ঘটা,
সেই সমৃদ্ধির ছটা,
মুগ্ধ করেছিল যাহা এক দিন বসুধায় ;
সে সব কালের গর্তে বিলুপ্ত হয়েছে হায়।

(২)

সে সাধের দিল্লী আগ্রা সে ঢাকা মুর্শিদাবাদ,
বিঘোর মলিন আজি, বিরাজে গাঢ় বিষাদ!
সে আনন্দ কোলাহল,
সে সঙ্গীত সুরতল,
কালের ফুৎকারে সব গিয়াছে হে উড়িয়া,
উঠে ঘোর হাহাকার নীলাকাশ ভেদিয়া!

(৩)

কি দেখিতে হে আমীর! আসিয়াছ ভারতে ?
ভারতের সম দুঃখী নাহি কেহ জগতে।
কঠিন দাসত্ব-পাশ,
সকলি করেছে নাশ,
ভারতের শৌর্য্য বীর্য কালের গরভে লীন,
ভারত-নিবাসী আজি ঘোর দীন হীন ক্ষীণ!

facebook/@maktabatuttalamij

(৪)

দেখ দেখ হে আমীর! এ ভারত ভ্রমিয়া,
কত না প্রাচীন কীর্তি রহিয়াছে পড়িয়া ;
মিনার মস্‌জিদ শত,
মঠ ও মন্দির কত,
কত কত অট্টালিকা কত বা রাজপ্রাসাদ,
পরিণত কাননেতে হায়! কি ঘোর বিষাদ!

(৫)

কত দীঘি সরোবর কত না নগর পল্লী,
ধরেছে কানন বেশ শোভে শুধু তরু-বল্লী!
কত না উদ্যান রম্য,
হয়েছে বন অগম্য,
কত দুর্গ কত গড়, স্তূপে বনে পরিণত,
দরশনে হয় মনে শোকানল প্রজ্জলিত!

(৬)

তেজে দীপ্ত হুতাশন; গৌরবে উন্নত শির,
হায় রে! সে মুসলমান ভুবন-বিজয়ী বীর,
আঁধারে কাঁদিয়া ফেরে,
পর দ্বারে ভিক্ষা করে,
নিরাশ্রয় নিঃসহায়, নিরুপায়, নিঃসম্বল!
দরশনে হে আমীর! নয়নে বহিবে জল!!

facebook/@maktabatuttalamij

(৭)

চন্দ্র-সূর্য-অগ্নিবংশ সে হিন্দু সামন্তগণ,
ভারতের কীর্তিস্তম্ভ অপধৃষ্য পরাক্রম,
এবে শৃগালের প্রায়,
আতঙ্কে দিন কাটায়,
করেতে শোভে না এবে শাণিত খরকৃপাণ
ঘোর কাপুরুষ এবে দীনহীন ম্রিয়মাণ!!

(৮)

ভারতের শিল্পকলা সকলি পেয়েছে লয়,
সে অদ্ভুত কারুকার্য এবে নাহি দৃষ্ট হয়,
ব্যবসা বাণিজ্য লুপ্ত,
ভারত প্রগাঢ় সুপ্ত,
সোনার ভারতে আজি বিচরে গোলাম জাতি,
পাদুকা বহন করে, আঁধারে পোহায় রাতি!!!

(৯)

সে দিল্লীর দরবার ভুবন-বিদিত সভা,
ছড়ায়ে পড়িয়াছিল দিগন্তে যাহার আভা,
দেখিবারে যে দরবার,
সাগর হইয়া পার,
আসিত হে কত জন সুদূর য়ুরোপ হতে ;
নাহি সে দরবার এবে আসিয়াছ কি দেখিতে ?

facebook/@maktabatuttalamij

(১০)

কি দেখিবে হে আমীর! ভারত শ্মশান মাঝে,
দুর্ভিক্ষ রাক্ষসী নিত্য নাচিছে করাল সাজে!
অন্ন বিনা তনুক্ষীণ,
দীপ্ত মূর্তি বিমলিন
বুটাঘাতে প্লীহা ফাটে মরে তাহে কত জন,
হায়! হায়!! ভারতের কি দুর্দশা! কি পতন!!

(১১)

হে আমীর! কি গাহিব তব শুভ আগমনে,
এ কণ্ঠ যে রুদ্ধ আজি ; নতুবা জলদ তানে,
গাইতাম যেই গান,
ল'য়ে উদ্দীপিত প্রাণ,
আসমুদ্র হিমাচল উঠিত হে কাঁপিয়া,
সঙ্গীত-উচ্ছ্বাসে বিশ্ব দিতাম হে প্লাবিয়া।

(১২)

নিদারুণ মর্ম ব্যথা বুঝাতে নাহিক ভাষা,
বুঝে লও মনে আজি মোস্‌লেমের যত আশা,
হয়ে বাদশার জাতি,
আঁধারে পোহাই রাতি,
করজোড়ে পরদ্বারে ভাসিয়া নয়ন জলে,
কৃপা ভিক্ষা করি, ভাগ্যে কেবলি লাঞ্ছনা ফলে।

facebook/@maktabatuttalamij

(১৩)

মোস্‌লেম বলিয়া বিশ্বে দিতে আজি পরিচয়,
অপমানে মর্মতন্তু একেবারে ছিন্ন হয়!
নবাব আমীর যারা,
তারা শুধু 'ধামাধরা'
শিক্ষিত জীবন শূন্য, অশিক্ষিত পশু প্রায়,
হেলায় খেলায় কাটে জীবনের দিন হায়!

(১৪)

ধামাধরা কাপুরুষ স্বার্থপর নীচ দলে,
মোস্‌লেম সমাজ আজি দিতেছে হে রসাতলে
নাহি কেহ হেন বীর,
কাটি কাপুরুষ-শির,
নীচতা-পাশ বিমুক্ত করি সমাজের তরে,
চালায় সৌভাগ্য-পথে জ্ঞান-ধর্ম-বীর্য-ভরে।

(১৫)

সেই বীর্য সেই তেজঃ সে সাহস সে উদ্যম,
সেই বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান সে একতা সে বিক্রম,
সকলি হয়েছে লয়
আছে ধ্বংস, আছে ক্ষয়,
নীচতা হীনতা আছে, আছে ভিক্ষা অশ্রুজল,
গোলামগিরির নেশা দিল সব রসাতল।

facebook/@maktabatuttalamij

(১৬)

হে আমীর! কি দেখিতে এসেছ ভারতে হায়!
ভারতে মোস্‌লেম কীর্তি সকলি বিলীন প্রায়।
বিজয়-গৌরব ভরে,
আর নাহি দর্প করে,
ইস্‌লামের জয়-কেতু অর্ধচন্দ্র সুশোভন।
আল্লাহুর মহানাদে নাহি কাঁপে এ ভুবন।

(১৭)

বাজে না বিজয়-ভেরী এ মৃত ভারতে আর,
উঠে না আকাশ ভেদী বীরত্বের হুঙ্কার,
মোগল পাঠান সুত,
ক্ষত্রিয় রাজপুত
বহে না বিজয়-কেতু ভারত মাতার আর,
কি দেখিবে হে আমীর! ভারত শ্মশানাকার!

(১৮)

সোনার ভারতে এবে নাহি সুখ শান্তি ছটা,
দুর্ভিক্ষ, কলেরা আদি করেছে রাজত্ব ঘটা ;
তুচ্ছ উদরের দায়,
নর নারী মরে হায়।
সুজলা সুফলা ভূমি, অক্ষয় শস্য ভাণ্ডার,
পল্লীতে পল্লীতে অহো! উঠে তার হাহাকার!!

facebook/@maktabatuttalamij

(১৯)

হায়! এ সিংহের দেশে এবে শৃগালের দল,
নির্ব্বিরোধে বিচরিছে করি মহা কোলাহল!
সে মোগল রাজপুত,
রোহিলা, পাঠান সুত,
সে শিখ মারাঠি, জাঠ সকলেই বলহীন,
ভীরু কাপুরুষ বেশে ভয়ে ভয়ে যাপে দিন।

(২০)

হে আমীর! দেখ দেখ এ ভারত ব্যাপিয়া,
গৌরব-সমাধি কত রহিয়াছে পড়িয়া,
প্রকৃত মোস্‌লেম যারা,
কবরে শায়িত তারা,
মোস্‌লেমের যশঃকীর্তি জাতীয় সদ্‌গুণ যত,
পূর্ব পুরুষের সনে মৃত্তিকায় পরিণত!!

(২১)

হে আমীর! এ হৃদয়ে জ্বলিতেছে যে অনল,
ইচ্ছা হয় জ্বালি তাহা ভস্ম করি ভূমণ্ডল;
দুঃখের তরঙ্গমালা
করিছে ভীষণ খেলা,
ফাটে প্রাণ ঝরে আঁখি কি কহিব মর্ম্ম ব্যথা,
হে আমীর! প্রাণে প্রাণে বুঝে লও কবি-গাথা।

facebook/@maktabatuttalamij

(২২)

মোস্‌লেম কুল-পাংশুল নীচ নরাধমগণ,
দাসত্ব-কলংক বহি নিয়ত প্রফুল্ল মন,
তেজঃ দম্ভ স্বাধীনতা,
সম্পদ জ্ঞান বীরতা,
সকলি ভুলিয়া হায়! পাদুকা-লেহনে রত,
নরকের কীট সম কাটে কাল অবিরত!

(২৩)

হে আমীর! আসিয়াছ যদি এ পতিত দেশে,
জাগাইয়া যাও তবে রুদ্র-দীপ্ত-বীর বেশে;
দেখি তব বীর মূর্তি,
জাগুক জীবন্ত স্ফুর্তি,
সব আশা নব তেজঃ নবোৎসাহ নবোদ্যম,
বহুক মোস্‌লেম প্রাণে প্রলয় ঝটিকা সম!

(২৪)

ভারত-মোস্‌লেম প্রাণে বাজুক উৎসাহ ভেরী,
ভীম গুরু গরজনে জগৎ কম্পিত করি;
ঝলুক কর্ম-কৃপাণ,
উড়ুক ধর্ম-নিশান,
জ্ঞান-ধর্ম বীর্য-বহ্নি উঠুক ভীষণ জ্বলি,
দাঁড়াই সৌভাগ্য গর্বে, পাপ তাপ শত্রু দলি।

facebook/@maktabatuttalamij

দীপনা

দিন মাস বর্ষে হায়!
আজি কত যুগ যায়!!
আর কি ইস্‌লাম-রবি হবে না উদিত ?
জাতীয় জীবনকুঞ্জে
জ্ঞান-বীর্য-ফুলপুঞ্জে;
হায়! আর কভু নাকি হবে প্রস্ফুটিত?
সৌভাগ্যের দীপ্ত-রবি,
ধরিয়া মোহন ছবি,
উজল করিবে নাকি বিশ্বচরাচর ?
হায়! কি এমনি যাবে যুগ যুগান্তর ?
ঘৃণিত নগণ্য হ'য়ে,
দীনতা দুর্দশা ব'য়ে,
মরমে মরিয়া রবে মোস্‌লেম নিকর!
হইয়া ভিখারী দীন,
সামর্থ্য শকতি হীন,
এমনি কি বিচরিবে ধরণী উপর!
আর কিরে মুসলমান,
ধরিয়া নূতন প্রাণ
শাসিবে না মহাদণ্ডে ধরণী মণ্ডল ?
এমন কি চিরদিন রহিবে দুর্বল!

(২)

মূর্খতার তমোরাশি,
এমনি কি রবে গ্রাসি,

facebook/@maktabatuttalamij

চিরদিন মোস্‌লেমের হৃদয়-গগন,
সহি শত অত্যাচার
এমনি কি অনিবার
মোস্‌লেম পড়িয়া রবে ঘুমে অচেতন ?
পাপের জ্বালায় কিরে,
এমনি মরিবে পুড়ে
লভিবে না কখনো কি ধরম জীবন ?
আর কি জ্ঞানের আলো,
ধরা না করিবে আলো,
কোরান কি আর নাহি করিবে গ্রহণ ?
পুনঃ বীর্য হুতাশন,
দহিবে না পাপ বন ?
এমনি কাটাবে কাল পশুর মতন,
ভ্রমেও বারেক কিরে হবে না চেতন ?

(৩)

আর কিরে একতায়,
বন্ধ নাহি হবে হায়,
আর কি গাবে না যশ ধরণী মণ্ডল ?
চিরদিন হীন ভাবে,
এমনি কি রবে ভবে,
হইয়া আপন-হারা অলস বিকল ?
হারাইয়া যশোমান,
হারাইয়া দীপ্ত প্রাণ,
যাপিবে ধরায় কিরে জীবন নিষ্ফল ?

facebook/@maktabatuttalamij

শক্তি সাধনার বলে,
আর কিরে ধরা তলে,
লভিবে না আপনার গৌরব আসন ?
সবে ভ্রাতৃ ভাবে মিলি,
বাধা বিঘ্ন দূরে ঠেলি,
উড়াবে না মহাদম্ভে বিজয় কেতন ?
সমাজ-সেবকগণ,
হয়ে সবে একমন,
দিবে নাকি ঢালি আর দীপ্ত তেজানল,
রাখিতে জাতীয় মান,
জাগিবে রে মুসলমান,
সসাগরা বসুন্ধরা হইবে চঞ্চল।
মোস্‌লেম উন্নতি পথে,
ছুটিবে কর্ম্মের রথে,
শিরায় তড়িৎ স্রোত প্রাণে মহাবল।
জাতীয় জীবন রবি
ধরি খরতর ছবি,
উজল করিবে না কি বিশ্ব-ভূমণ্ডল ?
ঘৃণিত দাসত্ব ছাড়ি,
ব্যবসা বাণিজ্য ধরি,
ছেদন করিবে না কি দারিদ্র শৃঙ্খল ?
কিম্বা চিরদিন রবে এমনি বিকল ?

(৪)

দর্শনের গবেষণা,
বিজ্ঞানের আলোচনা
করিবে না আর কিরে মোস্‌লেমগণ!

facebook/@maktabatuttalamij

অতীতে ফিরিয়া হায়!
দেখিবে কি পুনরায়,
কিবা ছিল কি হয়েছে বিঘোর পতন?
রমণী জাতির তরে,
আদর সম্মান করে,
দিবে নাকি শিক্ষা আর করিয়া যতন?
অজ্ঞান আঁধারে তারা রবে কি মগন?

(৫)

এমনি মৃতের মত,
রবে কি চেতনা হত,
পদতলে চিরকাল হইয়া পতিত?
সাহস উৎসাহ ধরি,
পূত বিভু নাম স্মরি,
আর কি কখনো নাহি হবে জাগরিত?
দেখায়ে উন্নতি ছটা
ধর্মের বিপুল ঘটা
আর কিরে করিবে না বিশ্ব চমকিত,
কোন্ হেতু চিরকাল রহিবে পতিত?

(৬)

স্বার্থেরে প্রদানি বলি,
ভীরুতারে পদে দলি,
মাভৈঃ মাভৈঃ রবে কাঁপায়ে ভুবন,
ধরি সবে হাতে হাতে,
ছুটে যাবে এক সাথে,
প্রাণে প্রাণে মরি কিবা সুন্দর মিলন!

facebook/@maktabatuttalamij

আহা সে পবিত্র দৃশ্য,
আর কি দেখিবে বিশ্ব,
জাগিবে কি এই মৃত মোস্‌লেমগণ ?
শিরাজী জীবন ভ'রে
কাঁদিবে এমনি ক'রে
কাঁদিবার তরে কিরে তাহার জনম ?
হে নির্জীব মুসলমান!
রাখিতে জাতীয় মান,
এখনো উৎসর্গ কর স্বকীয় জীবন,
এখনও আছে বেলা,
আর করিও না হেলা,
ফিরালে ফিরাতে পার গৌরব-তপন,
এখনও অন্ধকারে ডুবেনি ভুবন!

(৭)

যত্ন করি প্রাণপণে
সমাজের উদ্ধারণে,
এখনো সকলে মিলে হও অগ্রসর;
নতুবা তোদের বংশ,
নিশ্চয় হইবে ধ্বংস,
দেখিছ না ভবিষ্যত কিবা ভয়ঙ্কর
দিবানিশি অনুক্ষণ
কত যে পরিবর্তন
ঘটিতেছে পৃথিবীতে নিত্য নিরন্তর;
যদিরে মঙ্গল চাও
উন্নতির পথে ধাও
শিক্ষার বিস্তারে সবে হও অগ্রসর,

facebook/@maktabatuttalamij

উচ্চ শিক্ষা-আলো ভিন্ন
উপায় নাহিক অন্য,
দেখাইতে সৌভাগ্য উদ্যান মনোহর
উচ্চ শিক্ষা-পথে সবে হও অগ্রসর।

(৮)

মহা-শিক্ষা-সভা কর,
বিশ্ববিদ্যালয় গড়,
একমনে একসঙ্গে করিয়া যতন ;
সভা ও সমিতি করি'
অগ্নিময় তেজ ধরি,
প্রাণের উচ্ছ্বাস রাশি কর বরিষণ।
জড়তা হউক চুর,
মূর্খতা হউক দূর,
মুক্ত হোক ইসলামের অদৃষ্ট গগন।
নতুবা জানিও ভাই
কিছুতে মঙ্গল নাই,
ধ্বংসের আবর্তে হবে হইতে মগন
এখনও ভবিষ্যত ভাব সুধীজন!

facebook/@maktabatuttalamij

আমীর অভ্যর্থনা

এস হে আমীর! ভূপতি-রতন,
মোস্‌লেম কুলের গৌরব কেতন।
তব আগমনে
ভারত ভবনে
বহিতেছে কিবা আনন্দ প্লাবন।

(২)

বসন্ত আগমে যেমতি ধরণী
ফুল্ল ফুলদলে সাজায়ে মোহিনী!
জড়তা ভাঙ্গিয়া
উঠেরে ফুটিয়া
কোকিলের কণ্ঠে সুমধুর ধ্বনি।

(৩)

স্নিগ্ধ মলয়ার মৃদুল হিল্লোলে,
উথলে আনন্দে যেমতি কল্লোলে,
লতায় পাতায়,
ধরণীর গায়,
ফুটে সজীবতা শ্যাম দুর্বাদলে!

facebook/@maktabatuttalamij

(৪)

তরুণ-অরুণ কাঞ্চন কিরণে
মাতায় বসুধা নূতন জীবনে;
কি যেন হরষে,
কি যেন আবেশে,
উঠে নব তান এ বিশ্বের প্রাণে।

(৫)

তেমতি আমীর! হে ভূপ-ভূষণ,
তোমার আগমে ভারত ভবন,
উৎসাহের ফুলে
উদ্যমের ফলে,
স্ফুরতি-পল্লবে সেজেছে শোভন।

(৬)

তব আগমনে আজি বঙ্গদেশে,
ভাসিছে সকলে পুলকে উল্লাসে
আজি কলিকাতা
কি চারু ভূষিতা'
পতাকা পল্লবে কি শোভা বিকাশে।

(৭)

তব আগমনে বৃটিশ কামান,
গরজি ঘোষিছে তোমার সম্মান,
গর্বিত উদ্ধত
শ্বেত-চর্ম যত
তাদের ঔদ্ধত্য আজি তিরোধান।

facebook/@maktabatuttalamij

(৮)

বৃটিশের বাদ্য গাহিছে বন্দনা,
করিছে সকলে মঙ্গল কামনা,
কোটি কণ্ঠস্বরে
উঠিছে অম্বরে
তব জয় গীতি, কল্যাণ প্রার্থনা।

(৯)

'খাদেমুল ইস্‌লাম' যত সভ্যগণ,
লোহিত পতাকা করিয়া ধারণ,
সবে বীর বেশে
আনন্দ উল্লাসে,
করিছে তোমার বন্দনা কীর্তন!

(১০)

মরা গাঙ্গে আজি এসেছে জোয়ার,
মৃত প্রাণে আজি উৎসাহ সঞ্চার!
নগরে নগরে
পল্লী ও প্রান্তরে
হের আজি কিবা আনন্দ ব্যাপার!

(১১)

কি বালক বৃদ্ধ কি যুবকগণ,
তোমার মহিমা করিছে কীর্তন,
তোমার মূরতি
তোমার স্ফুরতি
তোমার মহত্ত্বে মুগ্ধ সর্বজন।

facebook/@maktabatuttalamij

(১২)

দরিদ্র গোলাম ভারত নিবাসী
আজি মুখে তার ফুটিয়াছে হাসি।
তোমার দর্শনে
হৃদয়ের কোণে,
ফুটিছে ভাবের নব ফুল রাশি।

(১৩)

তপন উদয়ে যথা সূর্যমুখী,
নব অনুরাগে হয় মনে সুখী;
হিন্দু মুসলমান
ভারত সন্তান
তোমার দর্শনে সবে অনুরাগী।

(১৪)

কি দিব আমরা হে ভূপ-রতন!
ধন রত্নহীন মোরা দীন জন।
করি আশীর্বাদ
পূর্ণ হোক সাধ
ঝলুক তোমার মহিমা-তপন।

(১৫)

সমুচ্চ-শিক্ষার বিমল প্রভায়,
সাজাও স্বরাজ্য অতুল শোভায়,
জ্ঞান বীর্য শৌর্যে
বাণিজ্যে ঐশ্বর্যে
জয় জয়ধ্বনি উঠুক ধরায়।

facebook/@maktabatuttalamij

(১৬)

দিকে দিকে তব উড়ুক নিশান,
উঠুক গরজি অযুত কামান!
দিগ্বিজয় বলে
এ মহীমণ্ডলে
রাখহে বীরেন্দ্র! কীর্তি জ্যোতিষ্মান!

(১৭)

এ বিশ্ব-বিজয়ী সিংহের সন্তান
মোস্‌লেম; আজি ঘোর হতমান,
বিজ্ঞান হেলিয়া
অজ্ঞান হইয়া
শক্তি সত্ত্বে আজি শৃগাল সমান।

(১৮)

হে আমীর! সদা রাখিও স্মরণ
বিজ্ঞান-হীনতা—পতন কারণ,
করি প্রাণপণ
করিও সেবন,
বিজ্ঞান-অমৃত লভিতে জীবন।

(১৯)

বিজ্ঞান অমৃত করে যদি পান
তব প্রজাকুল তেজস্বী পাঠান,
তাহলে অচিরে
পৃথিবীর পরে,
বাজিবে তোমার বিজয় বিষাণ।

facebook/@maktabatuttalamij

(২০)

পাশ্চাত্য শিক্ষার বিদ্যুৎ আলোক,
ছড়াইবে মনে যে মহা ঝলক,—
সে মহা ঝলকে
উঠিবে পলকে,
মহাশক্তি এক, কাঁপিবে ভূলোক

(২১)

সে শক্তির বলে পুন মুসলমান,
নিশ্চয় করিবে অপূর্ব উত্থান!
সে শক্তির বলে
দলি শত্রু দলে,
উড়াবে আবার বিজয় নিশান!

(২২)

হে কাবুল পতি ? হে বীরেন্দ্র বর!
হও মহাকর্মী, মহা ধনুর্ধর
শক্তি সাধনায়,
দেখাও ধরায়,
কি তেজঃ প্রদীপ্ত ইস্‌লাম ভাস্কর।

(২৩)

পাশ্চাত্যের কাছে প্রাচ্যের হীনতা,
পাশ্চাত্যের কাছে প্রাচ্যের দীনতা,
করহ খণ্ডন
হে নৃপ ভূষণ!
হোক তব শক্তি মহিমামণ্ডিতা;

(২৪)

বৌদ্ধ জাপান, বাধা বিঘ্ন দলি
চাহিয়াছে আজ রক্ত আঁখি মেলি!

facebook/@maktabatuttalamij

প্রতাপে তাহার
কাঁপিছে সংসার!
এশিয়া আফ্রিকা মহা কুতূহলী।

(২৫)

বীরপ্রসূ ভূমি— তোমার আফগান
'জাল' 'রোস্তমে'র পুণ্য লীলাস্থান!
চির স্বাধীনতা,
সদা বিরাজিতা
তব পুত দেশে হে ভূপ মহান।

(২৬)

এ হেন দেশের তুমি হে ভূপতি,
রাখিও ধরায় বীরত্বের খ্যাতি,
বীরত্বই ধর্ম
বীরত্বই কর্ম,
ভুলনা ভুলনা ওহে মহামতি।

(২৭)

কি আর লিখিব সঙ্কুচিত প্রাণে,
কিবা উপহার দিব শ্রীচরণে,
করি নিবেদন
রাখিও স্মরণ,
পতিত দলিত এ অভাগা গণে।

(২৮)

হয়ে শক্তিধর বিজ্ঞান চর্চায়
বাণিজ্যে ঐশ্বর্যে বীরত্বে শিক্ষায়,
দলি অরি দলে
ভূজ বীর্য বলে,
মহীয়সী কীর্তি রাখ হে ধরায়!

facebook/@maktabatuttalamij

অনল প্রবাহ

হোসেন মাহমুদ

এক

'অনল প্রবাহ' নামক কাব্য এবং তার রচয়িতা সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজীর সাথে আজ আমাদের যোগসূত্র খুব বেশি জোরালো নয়। বলা চলে কবি এবং তাঁর এ কাব্য উভয়ই আজ প্রায় বিস্মৃত। এখনকার কোন বইয়ের দোকানে 'অনল প্রবাহ' পাওয়া যায় না, ইসমাইল হোসেন সিরাজীর নামও অনেকে জানেন না। শোনেনেই নি। জানার কথাও নয়। সত্য কথা, 'অনল প্রবাহ' এবং তার কবি আজ ইতিহাসের অন্তর্গত, আর ইতিহাস মানেই গবেষণার বিষয়। তাই দেখা যাচ্ছে, গবেষণার কঠিন কাজের আবরণ ভেদ করে আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এই অংশটুকু জনসমক্ষে সহজে উদ্ভাসিত হতে পারছে না। তার অর্থ বিস্মৃতি। এই বিস্মৃতির ধূলার ভার 'অনল প্রবাহ' ও তার কবির স্মৃতির উপরে ক্রমশই পুরু হয়ে জমছে।

দুই

'অনল প্রবাহ' কাব্যের প্রথম প্রকাশ ঘটে ১৩০৬ সালে। তবে এটি পূর্ণাঙ্গ কাব্যগ্রন্থ ছিল না, ছিল পুস্তিকা। সময়টি ইংরেজী ১৮৯৯ সাল। এ ব্যাপারে 'শিরাজী চরিত' রচয়িতা এম. সিরাজুল হক লিখেছেন, "তিনি বি. এল হাই স্কুলের (ক্লাস নাইন) দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়নের সময় বাহিরের চিন্তাধারা ও কবিতা, প্রবন্ধ লেখায় বিশেষ জোর দেন এবং তৎকালীন সাময়িক পত্র-পত্রিকা বিশেষ করিয়া 'মিহির', 'সুধাকর', 'ছোলতান' ও 'ইসলাম প্রচারক' প্রভৃতি কাগজে লেখনী চালনা আরম্ভ করেন।

এই শুভ মুহূর্তে বঙ্গ গৌরব, যশোহরের মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ সাহেব মরহুম সিরাজগঞ্জে আগমন করেন। সিরাজগঞ্জ বড়ইতলী মাঠে এক মহতী জনসভা হয়। উক্ত সভায় সিরাজী সাহেব তাঁহার বক্তৃতার সঙ্গে একটি মূল্যবান কবিতা পাঠ করেন, তাহাতে মুনশী সাহেব মরহুম প্রীত ও মুগ্ধ হইয়া কবিতাটি ১৩০৬ সালে পুস্তিকাকারে প্রকাশ করেন। ইহাই সিরাজী সাহেবের বিখ্যাত 'অনল প্রবাহ'র প্রথম সংস্করণ।"[১]

'অনল প্রবাহ'র বর্তমান সংস্করণে ১৩টি কবিতা গ্রন্থিত। কিন্তু উল্লেখ্য, ১৩০৬ সালে শুধুমাত্র 'অনল প্রবাহ' কবিতাটি নিয়েই কাব্যটি প্রকাশিত হয়। পরের বছর অর্থাৎ

facebook/@maktabatuttalamij

১৩০৭ সালে, ইংরেজী ১৯০০-তে 'তূর্যধ্বনি', 'মূর্ছনা', 'বীরপূজা', অভিভাষণ', 'মরক্কো সংকটে', 'আমীর আগমনে', 'দীপনা' ও 'আমীর অভ্যর্থনা', এ ৮টি কবিতাসহ মোট ৯টি কবিতা নিয়ে 'অনল প্রবাহ'র দ্বিতীয় সংস্করণ তথা প্রথম পূর্ণাঙ্গ কাব্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ ঘটে। ৩য় বর্ষ 'ইসলাম প্রচারক' পত্রিকায় এ সংস্করণেরই সমালোচনা প্রকাশিত হয়। ১৩১৫ সালে 'অনল প্রবাহ'র তৃতীয় সংস্করণ বা পূর্ণাঙ্গ দ্বিতীয় প্রকাশ ঘটে। এ সংস্করণে 'স্বাধীনতা বন্দনা', 'মিসরের অভ্যুত্থানে', 'উন্মেষণা' ও 'স্পেনের প্রতি' শিরোনামের আরো ৪টি কবিতা সংযোজিত হয় এবং কাব্যগ্রন্থের মোট কবিতা সংখ্যা দাঁড়ায় ১৩। এগুলো হল ঃ ১. অনল প্রবাহ, ২. তূর্যধ্বনি, ৩. মূর্ছনা, ৪. বীর পূজা, ৫. স্বাধীনতা বন্দনা, ৬. মিসরের অভ্যুত্থানে, ৭. উন্মেষণা, ৮. স্পেনের প্রতি, ৯. অভিভাষণ, ১০. মরক্কো সংকটে, ১১. আমীর আগমনে, ১২. দীপনা ও ১৩. আমীর অভ্যর্থনা। ১৩৬০ সালে 'অনল প্রবাহ'র চতুর্থ সংস্করণ বা পূর্ণাঙ্গ তৃতীয় সংস্করণ[২] এবং ১৩৮৭-তে পঞ্চম সংস্করণ বা পূর্ণাঙ্গ চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয়।[৩]

অনল প্রবাহের পূর্ণাঙ্গ দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের (বৈশাখ, ১৩১৫) পর ১৯১০ সালের ৮ আগস্ট এক গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে তা বাজেয়াফত করা হয়। ১৯১০ সালের ভারতীয় প্রেস এ্যাক্ট ১ ধারায় বইটি বাজেয়াফত হয়। তবে ডঃ শিশির করের উল্লেখিত তথ্যে দেখা যায়, শুধু 'অনল প্রবাহ'ই নয়, এক সাথে সিরাজীর মোট ৪টি কাব্যগ্রন্থের জন্যে তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়।[৪] এ ব্যাপারে তৎকালীন বাংলা সরকারের সচিব ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিবের কাছে যে নোট পাঠিয়েছিলেন, তার মোটামুটি বাংলা অনুবাদ এখানে তুলে দেয়া হল ঃ

নং ১০৫৭ পি, ২৪/২/১৯১০। হতে— দি অনারেবল মিঃ এফ. ডব্লু. ডিউক, আইসি, এস, চীফ সেক্রেটারী টু দি গভর্নমেন্ট অব বেঙ্গল প্রতি— দি সেক্রেটারী টু দি গভর্নমেন্ট অব ইণ্ডিয়া, হোম ডিমার্টমেন্ট। আমি ভারত সরকারের অবগতির জন্যে জানাচ্ছি যে সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী লিখিত ও ভূতনাথ পালিত কর্তৃক নব্যভারত প্রেসে ২১০-৫ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট থেকে প্রকাশিত মার্জিনে উল্লিখিত 'অনল প্রবাহ', 'উচ্ছ্বাস', 'নব উদ্দীপনা', উদ্বোধন', বইয়ের প্রতি বাংলা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে। লেখক সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী পূর্ববাংলা ও আসামের সিরাজগঞ্জের অধিবাসী ও একজন বিখ্যাত মুসলিম আন্দোলনকারী। স্যার ল্যান্সলট হেয়ার অপরাধী আইনে তার বিচার অত্যাবশ্যক বলে বিবেচনা করেন। মুদ্রাকর ও প্রকাশক ভূতনাথ পালিত কলকাতার অধিবাসী এবং এ লেখকের সাথেই তার বিচার হওয়া প্রয়োজন।

facebook/@maktabatuttalamij

২. এ সরকারের আইন উপদেষ্টাদের মতে এসব গ্রন্থে সরকারের বিরুদ্ধে দস্যুতা, নিপীড়ন ও অন্যায়ের অভিযোগমূলক বক্তব্য রয়েছে এবং আরো বহু অংশ রয়েছে, যেখানে সহিংসতা ও রক্তপাতের উস্কানি দেয়া হয়েছে। এ বিষয়গুলো ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪ ও ১৫৩ ধারায় অপরাধ কর্ম। পূর্ববাংলা ও আসামের লেঃ গভর্নর এবং স্যার এডওয়ার্ড বেকার একই লেখা মুদ্রণ ও প্রকাশের জন্য লেখক ও প্রকাশকের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের সুপারিশ করেছেন। এ মামলার অগ্রগতি সম্পর্কে যথাসময়ে আপনাকে অবহিত করা হবে।[৫]

[ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র দফতরের কার্যবিবরণী, ১৯১০]

ডঃ শিশির করের সরবরাহকৃত এ তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে, ১৯১০ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি সিরাজীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪ ও ১৫৩ ধারায় ১৯১০ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর তারিখে কলকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ডি সুইনহো সিরাজীকে ২ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।[৬]

একই সাথে 'অনল প্রবাহ' প্রকাশের অপরাধে নব্য ভারত প্রেসের মালিক দেবী প্রসন্ন রায় চৌধুরীর জরিমানা ও জরিমানা অনাদায়ে ৬ মাসের কারাদণ্ডের আদেশ দেয়া হয়। চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট ডি সুইনহোর রায়ের পূর্ণ বয়ানের বাংলা অনুবাদ এখানে দেয়া গেল[৭] ঃ

"এ মামলায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪ এ ও ১৫৩ এ ধারায় অনল প্রবাহ অর্থাৎ আগুনের স্রোত নামক গ্রন্থটির জন্যে অভিযুক্ত মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন সিরাজীকে দায়ী করা হয়। স্থানীয় সরকারের পূর্ব অনুমতিক্রমে কলকাতা ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্টের সুপারিনটেন্ডেন্ট এলিস-এর অভিযোগের ভিত্তিতে এ মামলা দায়ের করা হয়। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী এবং তা কার্যকর করার জন্যে সিরাজগঞ্জে প্রেরিত হয়। অভিযুক্ত ব্যক্তি পলাতক থাকেন এবং তাকে গ্রেফতার করা যায়নি। তাকে ধরিয়ে দেয়ার জন্যে ঘোষণা জারী করা হয়। ইন্সপেক্টর বিনোদ কুমার গুপ্ত গত ২৮ জুলাই তাকে গ্রেফতার করেন। এ ব্যাপারে খানা-তল্লাশীরও অনুমতি পাওয়া যায় এবং পাবনা জেলায় তার বাসভবনসহ কিছু বাড়ী খানাতল্লাশী করা হয়। বিভিন্ন স্থানে খানাতল্লাশীতে অনল প্রবাহের কিছু কপি পাওয়া যায়। এ বইটি কলকাতায় প্রকাশিত হওয়ার ব্যাপারে নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণ প্রমাণ দেন। তারা হলেন—নব্যভারত প্রেস, ২১০-৫ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট-এর কেরানী জহরলাল হাজরা, ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্টের সাব-ইন্সপেক্টরদ্বয় মজিবার রহমান, আবদুল গনি এবং ইন্সপেক্টর জেনারেল অব রেজিস্ট্রেশন অফিসের রেজিস্ট্রেশন ক্লার্ক রাজদুর্লভ সোম ও বেঙ্গল লাইব্রেরীর কেরানী তারা কুমার ভট্টাচার্য। অনল প্রবাহ গ্রন্থটি বাংলায় মুদ্রিত। পূর্ব বাংলা

facebook/@maktabatuttalamij

ও আসাম সরকারের ট্রান্সলেটর রাখাল দাস ঘোষের তত্ত্বাবধানে অনল প্রবাহের কিছু অংশ অনুবাদ করা হয়। তিনি বলেছেন যে, তিনি এ অনুবাদ পরীক্ষা করে দেখেছেন ও তা সঠিক এবং তা যে ঠিক তাতে আমারও কোন সন্দেহ নেই। আমি এ অনুবাদ পড়েছি এবং আমার অভিমত যে, সেগুলো রাষ্ট্রদ্রোহী এবং তা মুসলমান ও হিন্দুদের মধ্যে বৈরিতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে লিখিত। অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনীত মামলায় তিনি দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। তিনি এক লিখিত আবেদনে বলেছেন যে, ৫ বছর পূর্বে তিনি অনল প্রবাহ লেখেন এবং তিনি কখনো ভাবেন নি যে, এটা রাষ্ট্রদ্রোহী হবে বা সরকারকে অপমানিত বা ঘৃণার শিকার করবে। আমি তার এ বক্তব্য গ্রহণ করতে অপারক। কেউ এ গ্রন্থ পাঠ করলে বুঝতে পারবে যে, এতে মুসলমানদেরকে বিদ্রোহ করার জন্যে বারবার আহবান জানানো হয়েছে। আমি এ ধরনের যত গ্রন্থ দেখেছি, তার মধ্যে এটি সবচেয়ে মারাত্মক। তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি দেখে তিনি ১৯০৮ সালে-এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন।

আমি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২৪ এ এবং ১৫৩ এ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করছি। এ দু' ধারায় তাকে দোষী সাব্যস্ত করে আমি তাকে ২ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করছি।"

ডি. সুইনহো ,১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯১০
চীফ প্রেসিডেন্সি
ম্যাজিস্ট্রেট

তিন

অনল প্রবাহের যেসব অংশ সরকারের কাছে আপত্তিকর বলে মনে হয়েছে, সরকারী ফাইলে তার ইংরেজী অনুবাদ সংযুক্ত হয়েছে। যেমন—

ইসলামের গৌরবের বিজয় কেতন
হে মোর আশার দীপ নব্য যুবগণ।
মোসলেমের অভ্যুত্থানে
ইসলামের জয়গানে
আবার লভুক বিশ্ব নতুন জীবন।
আবার উত্থান লক্ষ্যে
বহাও জগত বক্ষে
নব জীবনের খর প্রবাহ প্লাবন।

facebook/@maktabatuttalamij

যাও কর্মক্ষেত্রে করি প্রাণপণ
গভীর নিনাদে কাঁপায়ে ভুবন
পূর্ব স্থান কররে গ্রহণ
হৃদয় হইতে বিনাশিয়া ত্রাস।

সহস্র বর্ষের পতিত দলিত,
শতধা বিচ্ছিন্ন ঘোর অবনত
অই হিন্দু জাতি হয়ে একমত
সাধিতেছে কিবা মহা অভ্যুত্থান

হে মোসলেম! কতকাল মোহঘুমে রহিবে পড়িয়া
বারেকের তরে কিহে উঠিবে না নয়ন মেলিয়া?
তোমারে নিদ্রিত দেখি, মহানন্দে তস্করের দল
লুটিয়া লইল তব উদ্যানের চায় ফুল ফল।

রে মূঢ়! তথাপি রহিবি কি ঘুমে অচেতন,
সর্বস্ব হরিয়া, প্রাণে বধিবে কি শেষে দস্যুগণ?
স্বর্গাদপি গরীয়সী হায়! সেই সোনার ভারত
বণিক জাতির এবে হইয়াছে পূর্ণ কুক্ষিগত।
তোমার সাধের 'হেন্দে' আজি তুমি বাকশক্তিহীন.....
হে মোসলেম ! চেয়ে দেখ কী ভীষণ দুর্দশা তোমার।
উড়ুক অম্বরে পুন ইসলামের বিজয় কেতন
দিকে দিকে উঠুকরে আল্লাহুর প্রমত্ত গর্জন।
অই শুন মেঘনাদে মহানবী ঘোষিছে কি বাণী
লভি বিজয়িনী শক্তি শত্রু শূন্য করহ অবনী।

এরকম আরো বেশ কিছু অংশের ইংরেজী অনুবাদ সরকারী নথিতে রয়েছে। এ থেকে দেখা যায়, সিরাজীকে রাজদ্রোহী করে তোলার ব্যাপারে সরকারের প্রস্তুতিতে কোন ঘাটতি ছিল না। পাঠকদের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্যে ইংরেজী অনুবাদের কিছু অংশ এখানে দেয়া গেল ঃ

"The flags of victory of the glory of Islam. Youth of the new age, the light of my life. May the world get a new life again with the rise of Islam amd with the songs of victory of Islam..."[৮]

facebook/@maktabatuttalamij

বলা দরকার, সরকারী মামলা সাজানোর জন্যে কেরানীর এ ইংরেজী অনুবাদে অনল প্রবাহের মূল সুর ধ্বনিত হয় নি। হওয়ার কথাও নয়। কিন্তু তাতেই ইংরেজ শাসকের টনক নড়েছিল।

সিরাজীর বিরুদ্ধে এ মামলা দায়ের মামুলী কোন ব্যাপার ছিল না। সরকারের সর্বোচ্চ মহল পর্যন্ত বিষয়টি সম্পর্কে অবগত এবং মামলার ফলাফল জানার ব্যাপারে উদ্বিগ্ন ছিলেন। তাই ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের এডিশনাল ডেপুটি সেক্রেটারী এইচ সি উডম্যান ১৯১০ সালের ৩ মার্চ বাংলা সরকারের চীফ সেক্রেটারীকে এ মামলার রায় ভারত সরকারকে পাঠানোর জন্যে লেখেন। চিঠিটির বাংলা অনুবাদ হল ঃ৯

আপনার সূত্র নং ১০৫৭-পি তারিখ ২৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯১০ পত্রে এতদসঙ্গে মার্জিনে উল্লেখিত ৪টি বইয়ের লেখক, মুদ্রক ও প্রকাশকের বিরুদ্ধে ১২৪ এ ও ১৫৩ এ ধারায় যে মামলা দায়েরের কথা বলা হয়েছে, মাননীয় লে. গভর্নরের অনুমতিক্রমে উক্ত মামলার রায় যথাসময়ে ভারত সরকারকে জানানোর জন্যে আদিষ্ট হয়ে আপনাকে অনুরোধ করা গেল।

১. অনল প্রবাহ,

২. উদ্বোধন,

৩. নব উদ্দীপনা,

৪. উচ্ছ্বাস।

একটি বিষয় এখানে বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। বৃটিশ সরকার তখন ভারতের যে দমন ও অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছিল এবং যার পরিণতিতে সিরাজীর উপর রাজরোষ নেমে এসেছিল, সে বিষয়টি সিস্টার নিবেদিতার দৃষ্টি আবর্ষণ করেছিল। তিনি সরকারের এ দমননীতিতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হয়ে ইংল্যাণ্ডের 'স্টেটসম্যান' পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক র‍্যাটক্লিফকে যে পত্র তিনি লিখেছিলেন তাতে অনল প্রবাহ লেখার জন্যে একজন মুসলিম যুবককে গ্রেফতার ও এ বইয়ের জন্যে বিভিন্ন স্থানে খানাতল্লাশী চালানোর কথা উল্লেখ করেন। এ পত্রে তিনি বলেন, বৃটিশ সরকার ভারতকে যুদ্ধাবস্থার মধ্যে ঠেলে দিচ্ছে।১০

চার

অনল প্রবাহের ১৩১৫ সালে প্রকাশিত তৃতীয় সংস্করণ বা পূর্ণাঙ্গ দ্বিতীয় সংস্করণের ইনার অংশটি ছিল (অবিকল) নিম্নরূপ ঃ

facebook/@maktabatuttalamij

সৈয়দ আবু মোহামোদ ইসমাইল হোসেন সিরাজী
কলিকাতা

২১০/৫ নং কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট
নব্যভারত প্রেসে শ্রী ভূতনাথ পালিত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
বৈশাখ ১৩১৫

মূল্য ।।০ আনা।

উল্লেখ্য, কাব্যটি বাজেয়াফত করার কথা ঘোষণা করার পর সিরাজীর বাসভবন বাণীকুঞ্জে 'অনল প্রবাহ'র কপি আটকের জন্য তল্লাশী অভিযান চালানো হয়। এতে পুলিশ দলের নেতৃত্ব দেন সিরাজগঞ্জের তৎকালীন মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট মি. জি. টি. লয়েড, আই. সি. এস। বলা বাহুল্য, বাণীকুঞ্জে প্রাপ্ত অনল প্রবাহের সকল কপিই পুলিশ নিয়ে যায়। সিরাজগঞ্জে পুলিশী অভিযানের আগের দিন কলকাতার নব্যভারত প্রেস ও সোলতান এজেন্সী খুঁজে 'অনল প্রবাহ'র সমস্ত কপি পুলিশ আটক করে। এমন কি এ গ্রন্থের খোঁজে কলকাতায় মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীর বাসায়ও পুলিশ খানাতল্লাশী চালায়। সিরাজীর নামে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করা হয়। সিরাজী এ সময় তাঁর বহু সাধের 'মহাশিক্ষা মহাকাব্য' রচনায় নিয়োজিত ছিলেন। গ্রেপ্তার হলে কিংবা আদালতে আত্মসমর্পণ করলে এটির রচনা শেষ নাও হতে পারে, এ আশংকায় তিনি আত্মগোপন করেন। তাঁর গ্রেপ্তারের জন্য ৫শ' টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়।[১১] 'মহাশিক্ষা মহাকাব্য' রচনা শেষ হওয়ার পর তিনি বিচারের সম্মুখীন হওয়ার জন্য কলকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট মি. সুইনহোর আদালতে আত্মসমর্পণ করেন। বিচারের পরিণতি ধারণা অনুযায়ীই হয়। মি. সুইনহো কাব্যে স্বাধীনতার বাণী প্রচার তথা রাজদ্রোহের দায়ে সিরাজীকে ২ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেন। সাহিত্যে বিদ্রোহের বাণী প্রচারের দায়ে মুসলমানদের মধ্যে তো বটেই, উপমহাদেশেও সিরাজীই প্রথম দণ্ডিত সাহিত্যিক।[১২] সিরাজীর পক্ষে বিনা পারিশ্রমিকে খ্যাতনামা উকিল বিনোদ বিহারী ব্যানার্জী এবং কলকাতা হাইকোর্টের স্বনামধন্য ব্যারিস্টার মিঃ বি. সি. চ্যাটার্জী মামলা পরিচালনা করেন। সিরাজীকে নির্দোষ প্রমাণের জন্য তাদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে মি. সুইনহো একপেশে বিচারে সিরাজীকে দণ্ড প্রদান করেন। আর্থিক অসুবিধার কারণে মুক্তির সমূহ সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও উচ্চ আদালতে আপীল করা যায়নি। ১৯১২ সালের মে মাসে সিরাজী কারামুক্ত হন।[১৩]

facebook/@maktabatuttalamij

পাঁচ

'সিরাজী চরিত' রচয়িতা এম. সিরাজুল হক 'অনল প্রবাহ'র প্রথম প্রকাশ সম্পর্কে বলেন, 'হিন্দু-মুসলমান জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে আবালবৃদ্ধ বনিতার হাতে এই সময় 'অনল প্রবাহ' শোভা পাইয়াছিল।'

উল্লেখ্য, ১৩১৭ সালে (১৯১০) 'অনল প্রবাহ' বাজেয়াফত করা হয়। বৃটিশ আমলে সে বাজেয়াফত আদেশ আর প্রত্যাহার করা হয়নি। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর কবির জ্যেষ্ঠ পুত্র সৈয়দ আসাদউদ্দৌলা সিরাজীর (ইন্তেকাল ১৯৭১) উদ্যোগে ১৩৬০ সালে তা পুনঃ প্রকাশিত হয়। প্রখ্যাত সাংবাদিক মুজীবুর রহমান খাঁ এ সংস্করণের ভূমিকা লিখেছিলেন।

বগুড়ার সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক মরহুম হামিদ আলী ১৩১৬ সালের বৈশাখ ১ম সংখ্যা 'বাসনা' পত্রিকায় লিখেছিলেন ঃ

"বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য গগনে যিনি উজ্জ্বল নক্ষত্র, তিনি সিরাজগঞ্জের অধিবাসী সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী।....তিনি একজন সুকবি, সুলেখক ও সুবক্তা। এই তিন গুণের সমাবেশ সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু সিরাজী সাহেব তিন বিষয়েই বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। তাঁহার উদ্দীপনাপূর্ণ জাতীয় কবিতা বঙ্গ সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। সেরূপ কবিতা লিখিবার ক্ষমতা বর্তমানে হিন্দু কবিদিগের মধ্যেও অধিক দেখা যায় না। তাঁহার কবিত্ব শক্তি অসাধারণ। আধুনিক সময় তেমন জ্বালাময়ী উদ্দীপনাপূর্ণ কবিতা প্রবাহ অন্য কাহারো লেখনী হইতে নিঃসৃত হয় না।"

'অনল প্রবাহ' শুধু মুসলিম জনগোষ্ঠী ও মানসকেই নয়, ভিন্ন ধর্মের কাব্য রসপিপাসুদেরও অভিভূত করেছিল। এরকম একজন পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর কর্নেল গোলার শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র লাল বসু। 'অনল প্রবাহ' পাঠ করে ১৩০৯ সালের ৪র্থ বর্ষের বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'ইসলাম প্রচারক'-এ তিনি লিখেছিলেন ঃ

> 'অনল প্রবাহ' একখানা উত্তেজনামূলক কবিতা পুস্তক। স্বজাতিকে সুলক্ষ্যে পরিচালিত করাই ইহার উদ্দেশ্য। রচয়িতা মুসলমান যুবক সৈয়দ আবু মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন শিরাজী। শুনিয়াছি অল্প বয়স হইতেই তিনি কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। কবিতাগুলি পড়িতে পড়িতে কিশোর কবির আকৃতি ভাবিলে মনে হয়, মুসলমান কবিত্ব যুগের অক্ষয় গৌরব পুনরুদ্দীপ্ত করিতে কোন আলোক-সামান্য প্রতিভাবান জন্মিয়াছেন।.....'অনল প্রবাহ' কোন্ শ্রেণীর কবিত্ব সম্ভূত তাহা বুঝাইবার সাধ্য আমার নাই।"

'ধর্মনীতি, সমাজনীতি, ইতিহাস ও সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্রিকা 'ইসলাম প্রচারক'-এর ৩য় বর্ষ, মহরম ও সফর ১৩১৮, ৩০শে বৈশাখ ১৩০৭, মে-জুন ১৯০০

facebook/@maktabatuttalamij

ইং সংখ্যায় 'অনল প্রবাহ'র সমালোচনা প্রকাশিত হয়। এ সমালোচনাটি হুবহু উদ্ধৃত করা গেল :

"অনল প্রবাহ— মুনশী মোহাম্মদ এসমাইল হোসেন সিরাজী প্রণীত। ইসলাম প্রচারকের পাঠকগণের নিকট গ্রন্থকারের কবিতামালা অপরিচিত নহে, সমালোচ্য কবিতা পুস্তকখানি তাঁহার কল্পনা নিঃসৃত। কবিতাগুলি মহা ওজস্বিনী ভাষায় লিখিত। মুসলমানদিগের অতীত গৌরব কাহিনী জ্বলন্ত ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। কবিতাগুলি বড়ই লালিত্যময়ী, পাঠ করিলে বিমুগ্ধ হইতে হয়। পুস্তকখানির আকার ডিমাই ১২ পেজী ৩৯ পৃষ্ঠা, কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট। মূল্য ২ আনা মাত্র। প্রত্যেক মুসলমানের এ পুস্তক এক একখানি গ্রহণ করা উচিত।"

শিশিরকর তার 'বৃটিশ শাসনে বাজেয়াপ্ত বাংলা বই' গ্রন্থে লিখেছেন :
মুসলিম বাংলার 'অগ্নিপুরুষ' সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজীর প্রখ্যাত গ্রন্থ 'অনল প্রবাহ' শুধু ইংরাজের বিরুদ্ধে অনল উদগীরণ করেনি, তা রসোত্তীর্ণও বটে। আদর্শ নিষ্ঠ, বাগ্মী সিরাজীর বাজেয়াপ্ত কাব্যগ্রন্থ 'অনল প্রবাহ'র প্রভাব বাঙালীকে উদ্বুদ্ধ করেছিল।১৪

ছয়

বৃটিশ শাসক কর্তৃপক্ষ 'অনল প্রবাহে' কবিকে মুসলমানদের প্রতি বারবার বিদ্রোহ করার আহ্বান জানাতে দেখেছে। বৃটিশ বিচারকের ভাষায় এটি ছিল তার দেখা সবচেয়ে মারাত্মক গ্রন্থ। কিন্তু যে অর্থে অনল প্রবাহ বৃটিশ কর্তৃপক্ষের কাছে আপত্তিকর, সে অর্থে আমাদের কাছে নয়। বৃটিশ কর্তৃপক্ষ শাসক হিসাবে এ কাব্যকে তাদের স্বার্থে আপত্তিকর গণ্য করেছে, অন্যদিকে মুসলিম সমাজের কাছে তা নব জাগরণের কাব্য হিসেবে সাগ্রহে গৃহীত হয়েছে। অনল প্রবাহের কবিতাগুলো পাঠ করলেই এ কাব্য রচনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পরিষ্কার হয়ে ওঠে।

অনল প্রবাহ রচনার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে সম্যক ধারণা এ কাব্য পাঠ ও মূল্যায়নে সহায়ক হবে।

সিরাজী যে কালের মানুষ সে কালটি ছিল ভারতের মুসলমান সমাজসহ সারা বিশ্ব মুসলমানের জন্যেই একটি সংকটকাল। সিরাজী জন্মগ্রহণ করেন ১৮৮০ সালে। অনল প্রবাহের প্রথম প্রকাশ ঘটে ১৮৯৯ সালে। এ সময় ভারতসহ অধিকাংশ মুসলিম দেশই ছিল পরাধীন। স্বাধীন দেশগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল তুরস্ক, ইরান ও আফগানিস্তান। মিসর, সুদান, মরক্কো, লিবিয়া, ইন্দোনেশিয়া ছিল বিদেশী অধিকারে।

facebook/@maktabatuttalamij

মূলত এ কালে যে ৪৬টি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রের দেখা আমরা পাই, তখন সেগুলোর অনেকেরই অঙ্কুরোদগম ঘটেনি। অধুনা আরব লীগ, ওআইসি ইত্যাদি আঞ্চলিক বা আন্তর্জাতিক সংস্থার স্বপ্নও তখন কেউ দেখেনি। মূলত এ কালটি ছিল বিশ্ব মুসলিমের দুর্দিনের কাল। বিশ্বের ৩টি মহাদেশে ছড়িয়ে থাকা বিশাল মুসলিম জনগোষ্ঠী ছিল পরস্পর বিচ্ছিন্ন। মুসলিম ভ্রাতৃত্ববোধ তাদের মধ্যে থাকলেও পরাধীনতা তার বিকাশের পথে প্রধান অন্তরায় হিসেবে বিদ্যমান ছিল। অন্যদিকে স্বাধীনতা লাভ কিংবা বিদেশী দখলের অবসানের ব্যাপারটিও মোটেই সহজ ছিল না। সিরাজীর সামনে এটিই ছিল তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের চিত্র। তাঁর স্বদেশে ভারতীয় মুসলিম সমাজের মধ্যে স্বাধীনতার আন্দোলন তখনো দেখা দেয়নি। হিন্দু সমাজেও নয়। তার জন্মের ২৩ বছর আগে সংঘটিত হয়েছে সিপাহী বিপ্লব। এ বিপ্লবের পরিণতিতে মুসলমান সমাজের সকল গর্ব, অহংকার, বিত্ত, গৌরব বৃটিশ শাসকরা ধূলায় মিশিয়ে দিয়েছিল। তারও আগে ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বৃটিশরা দমননীতি গ্রহণ করেছিল। সে দমননীতির ফলে বাংলাদেশের মুসলিম সমাজের কোমর ভেঙ্গে গিয়েছিল। ১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭ পর্যন্ত ১ শ' বছর মুসলমানরা বলতে গেলে খুঁড়িয়ে চলেছে। সিপাহী বিপ্লবে তারা ধরাশায়ী হয়। পরে স্যার সৈয়দ আহমদ খান, সৈয়দ আমীর আলী, নবাব আবদুল লতিফ বৃটিশ সরকারের রোষ দৃষ্টি থেকে ভারতের মুসলমান সমাজকে রক্ষার জন্য এগিয়ে আসেন। তাদের এ চেষ্টায় কিছুটা কাজ হয়। ভারতের প্রধান কিছু শহর বিশেষত লক্ষ্মৌ ও আলীগড় এবং কলকাতা বা আশপাশের এলাকায় তাদের প্রচেষ্টায় মুসলমানদের মধ্যে কিছুটা সাড়া জাগে। কিন্তু তৎকালীন বাঙলাদেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী যে তিমিরে ছিল, সে তিমিরেই রয়ে যায়। বৃহত্তর বাংলাদেশের এ বৃহত্তর জনগোষ্ঠী তখন জানতো যে, বৃটিশরা তাদের শাসক, প্রবল প্রতাপশালী জমিদাররা সেই শাসকেরই অংশ।

স্বাধীনতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা, আইনের শাসন, গণতান্ত্রিক অধিকার, নাগরিক সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি শব্দ ও শব্দমালার সাথে সাধারণ মানুষের কোন পরিচয় ছিল না। শিক্ষা লাভের কোন আগ্রহ থাকলে তার জন্যে ছিল টোল, মক্তব। স্কুল দূরের বিষয় ছিল, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় ছিল আরো সুদূরপ্রসারী ব্যাপার। সংবাদপত্র, রেডিও ইত্যাদি ছিল স্বপ্নের বিষয়। এর বিপরীত চিত্র ছিল হিন্দু সমাজে। এতে কোনই সন্দেহ নেই যে, ইংরেজ শাসন কায়েমের ফলে ভারতবর্ষে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হয়েছিল হিন্দু সমাজ। সেই ক্লাইভের সময় থেকেই হিন্দু সমাজ ইংরেজদের সর্বপ্রকার সাহায্য-সহযোগিতা শুরু করেছিল। পরবর্তীকালেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। ফলে মুসলমানরা যেখানে প্রতিটি

facebook/@maktabatuttalamij

ক্ষেত্রে যতটা পিছিয়েছে, হিন্দু সমাজ প্রতিটি ক্ষেত্রে তত বেশি এগিয়ে গেছে। এর পরিচয় শিক্ষা, সাহিত্যে সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিদ্যমান ছিল। তাই দেখা গেছে যে, প্রায় সর্বক্ষেত্রেই ইংরেজের পর হিন্দু জমিদার মুসলমান প্রজা, হিন্দু বাবু মুসলমান চাষা, হিন্দু অফিসার মুসলমান চাপরাশি, হিন্দু মহাজন মুসলমান খাতক, হিন্দু অধ্যাপক মুসলমান ছাত্র, হিন্দু নেতা মুসলমান কর্মী, হিন্দু ব্যবসায়ী মুসলমান ক্রেতা, হিন্দু লেখক মুসলমান পাঠক ইত্যাদি। অর্থাৎ প্রতিটি ক্ষেত্রে হিন্দু উন্নত, অগ্রগামী, মুসলমান অনুন্নত, পশ্চাৎপদ। তা মোটামুটি এ দেশ-কাল-সমাজ পরিবেশেই সিরাজী বেড়ে উঠেছিলেন এবং এই ছিল 'অনল প্রবাহ' কাব্য রচনার প্রেক্ষাপট।

সাত

সিরাজীর 'অনল প্রবাহ' কাব্যের কবিতা অনল প্রবাহের শুরুতেই দেখা যায় তিনি জলদগম্ভীর কণ্ঠে মুসলমান সমাজকে ডাক দিচ্ছেন—

"আর ঘুমিও না নয়ন মেলিয়া
উঠ রে মোসলেম উঠ রে জাগিয়া"

কারণ—

'যুগল নয়ন করি উন্মিলন
কর চারিদিকে কর বিলোকন
অবসর পেয়ে দেখ শত্রুগণ,
করেছে কীদৃশ অনিষ্ট সাধন,
দেখ রে চাহিয়া অতীত স্মরি"

এরপর এ দীর্ঘ কবিতায় বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে তিনি মুসলমানদের তাদের অতীত গৌরবের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। মুসলমানরা কি ছিল, কি হয়েছে, এ অবস্থা চললে অচিরেই কি দুঃসহ পরিণতি দাঁড়াবে, কি করে উন্নতি করতে হবে সব কথাই এ কবিতায় তিনি বলে দিয়েছেন। তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেছেন—

"সহস্র বর্ষের পতিত দলিত,
শতধা বিচ্ছিন্ন ঘোর অবনত
অই হিন্দু জাতি হ'য়ে একমত,
সাধিতেছে কিবা মহা অভ্যুত্থান।"

সে তুলনায় মুসলমানরা—

"কিন্তু হ'য়ে তোরা বীর কুলোদ্ভব,
আজি যেন হায়! মৃতপ্রায় সব,

facebook/@maktabatuttalamij

উচ্চ লক্ষ্য আশা উন্নত ধারণা,
বিসর্জন দিয়া উন্নত ক'জন
হয়ে অধম ঘৃণিত হীন।”

তার আফসোস—

“যে জাতি জগতে আলো ছড়াইল,
বীরদাপে যার ভুবন কাঁপিল,
জগৎ যাদের চরণে লুটিল,
তারা আজি বিশ্বে ঘোর হতমান!”

তারপর তাঁর সিংহ গর্জন আহবান—

“জাগ তবে সব জাগ একবার
গভীর নিনাদে ছাড়িয়া হুঙ্কার
আলস্য জড়তা করি পরিহার,
কর্তব্য সাধনে চাওরে সবে।”

তাঁর আশা যে মুসলমানরা—

“জীমুত মন্ত্রেতে কাঁপায়ে ভুবন
বীর প্রতিজ্ঞায় করি প্রাণপণ
জাতীয় কলঙ্ক করুক ক্ষালন
দিক উড়াইয়া গৌরব কেতন
দেখুক যতেক মানবগণে।”

এবং সবশেষে সিরাজীর সতর্ক হুঁশিয়ারি—

“জাগ তবে সবে জাগ এই বেলা
সাবধান! আর করিস না হেলা
দেখ চারিদিক হইয়াছে আলা
জাগ তবে তোরা নয়ন মেলি।”

অনল প্রবাহের দ্বিতীয় কবিতা 'তূর্য ধ্বনি'তেও অনুরূপ বক্তব্য ভিন্ন ছন্দে ধ্বনিত—

“হে মোসলেম! কতকাল, মোহঘুমে রহিবে পড়িয়া,
বারেকের তরে কিহে উঠিবে না নয়ন মেলিয়া?”

এ কবিতায় সিরাজী একে একে স্পেন, ভারত, মিসর, সুদান, তুরস্ক, মরক্কো, তুরান, আলজিরিয়া, মালয়, সিরিয়া, সোমালিয়া, জাঞ্জিবার, আফগানিস্তান তথা সর্বত্র মুসলমানদের দুর্দশা, পরাধীনতা, তাদের বিরুদ্ধে চক্রান্তের কথা উল্লেখ করে সকল মুসলমানকে এক পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার উদাত্ত আহবান জানিয়ে বলেছেন—

facebook/@maktabatuttalamij

"উদ্ধার করহ তব দস্যু-হৃত স্বর্ণ সিংহাসন।
উড়ুক অম্বরে পুন ইসলামের বিজয় কেতন,
দিকে দিকে উঠুকরে আল্লাহর প্রমত্ত গর্জন।"

তৃতীয় কবিতা মূর্ছনা'য় সিরাজী মুসলমানদের দুর্দশার প্রেক্ষিতে তীব্র তিরস্কারের মাধ্যমে তাদের মধ্যে চেতনার সঞ্চার করতে প্রয়াস পেয়েছেন—

"চরিত্র প্রভাবে যেই মুসলমান
ছিল ধরাপূজ্য দেবতা সমান।
রে চরিত্রহীন! কাপুরুষগণ,
তোরা কিরে হায়! তাদের নন্দন ?"

বাংলার মুসলমানদের উদ্দেশে তিনি বলেছেন—

"হারে! কুলাঙ্গার বঙ্গ মুসলমান,
নাহি কিরে কিছু ঘৃণা লজ্জা মান ?
....
জাগ তবে সবে জাগ একবার
আলস্য ঔদাস্য করি পরিহার।

চতুর্থ কবিতা 'বীরপূজা'য় তিনি বাংলা বিহার বিজেতা মহাবীর ইখতিয়ার উদ্দীন বখতিয়ার খিলজীর বীরত্ব কাহিনী স্মরণ করেছেন এবং বাংলার মুসলমানদের পুনর্জাগরিত করার উদ্দেশ্যে লিখেছেন—

"তোমার বিজয় স্মৃতি হৃদয়-মন্দিরে
জ্বলুক হে গাজী
মৃত্যুমুখ হতে পুন বঙ্গের মোসলেম
উঠুক রে আজি।"

পঞ্চম কবিতা 'স্বাধীনতা বন্দনায়' সিরাজী স্বাধীনতার বন্দনা করেছেন। ইংরেজ শাসনের কড়া শৃংখলে স্বাধীনতার এই বন্দনা মুক্তির সঙ্গীত বাজিয়েছিল—

"পতিত জাতির উদ্ধার হেতু
উড়াও আকাশে রক্ত কেতু
জাগুক মাতুক ছুটুক দেশের আবাল বৃদ্ধ বনিতা
জয় জয় জয় স্বাধীনতা।"

ষষ্ঠ কবিতা 'মিসরের অভ্যুত্থানে'তে তিনি সরাসরি ইংরেজদের ধ্বংস করার আহবান জানিয়েছেন—

facebook/@maktabatuttalamij

"সমগ্র আফ্রিকা হতে শ্বেত দস্যুগণে
দেহ খেদাইয়া কিম্বা বধহ জীবনে।"

তাঁর আশা—

"জাগুক রে মুসলমান আরব আজমে,
পড়ুক রে জয়ধ্বনি এ ভারত ভূমে।"

এ কবিতায় স্বাধীনতা সম্পর্কে তার বিশ্বাস ব্যক্ত হয়েছে—

"বিনা জলে তরু লতা হয় না বর্ধিত
বিনা রক্তে স্বাধীনতা নহে অঙ্কুরিত।"

তিনি কামনা করেছেন—

"নব আশে বীর বেশে
সাজুক রে দেশে দেশে,
সিংহ সুত মুসলমান। আগ্নেয় উচ্ছ্বাসে
দীপ্ত হোক সারা বিশ্ব সৌভাগ্য বিভাসে।"

'অনল প্রবাহ' কাব্যের সপ্তম কবিতা 'উন্মেষণা'। এ কবিতায় সিরাজীর দূরদর্শিতা লক্ষণীয়। তিনি বাংলার মুসলমানদের সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন যে, অচিরেই বিপ্লব ঝটিকা আসছে যার প্রভাবে নিশ্চিতভাবে ভারতভূমি কম্পিত হবে এবং সকল অকল্যাণ চূর্ণ হবে। তিনি স্পষ্ট কণ্ঠে বলেছেন যে, এ বিপ্লবে—

"বিশাল ভারত হতে
পাশ্চাত্যের শক্তি দর্প বল
একেবারে লুপ্ত হবে
মরুভূমে যথা বৃষ্টিজল।"

তিনি মুসলমানদের হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেছেন—

"ওরে মূর্খ মুসলমান!
আছিস রে কিভাবে মগন
বাঁচতে চাহিস যদি
জাগ তবে জাগরে এখন।"

অষ্টম কবিতা 'স্পেনের প্রতি' কবিতায় তিনি স্পেনে মুসলমানদের অতীত গৌরবের কথা স্মরণ করেছেন। সেখানে মুসলমানদের ভাগ্য বিপর্যয়ে দুঃখ প্রকাশ করে স্মরণীয় কীর্তির কথা মনে করিয়ে দিয়ে সিরাজী প্রশ্ন করেছেন—

"নিদ্রিত মোস্‌লেম কবে উঠিবে জাগিয়া,
মেলিয়া যুগল আঁখি সিংহের মতন,

facebook/@maktabatuttalamij

আল্লাহু আকবর নাদে পৃথ্বী কাঁপাইয়া
পূর্ণ অধিকার পুন করিবে গ্রহণ।"

নবম কবিতা 'অভিভাষণে' সিরাজীর লক্ষ্যস্থল মুসলিম তরুণ সমাজ। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, জাতিকে জাগাতে হলে তরুণদেরই নব যুগের পথ সৃষ্টির ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। এ তরুণ সমাজ ছাড়া জাতির উন্নতি সম্ভব নয়। তাই তিনি বলেছেন—

"আশার তপন নব্য যুবগণ!
সমাজের ভাবী গৌরব কেতন।
তোমাদের পরে জাতীয় জীবন
তোমাদের পরে উত্থান পতন
নির্ভর করিছে জানিও সবে।"

জাতির উন্নতির জন্যে তাদেরকে বিভিন্ন পন্থায় অগ্রসর হবার জন্যেও সিরাজী এ কবিতায় পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি তরুণদের ডাক দিয়েছেন—

"আয় তবে সবে কর আজি পণ,
উদ্ধারিতে হৃত ভাগ্য সিংহাসন,
আল্লাহু নিনাদে অবনী কাঁপুক,
মোসলেম আবার জাগিয়া উঠুক,
লাগুক জীবন জাতীয় কাজে।"

দশম কবিতা 'মরক্কো সঙ্কটে' সিরাজীর বিপ্লবী আহবানের পাশাপাশি তাঁর নিজের আদর্শ ও উদ্দেশ্যেরও প্রকাশ ঘটেছে। মুসলিম দেশ মরক্কোর স্বাধীনতা বিপন্ন হবার খবরে ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ সিরাজীর বজ্র লেখনী গর্জে উঠেছে—

"এস বজ্র, এস অগ্নি, এস বায়ু, এস ঝড়,
জ্বলুক বিপ্লব বহ্নি বিশ্বব্যাপী ভয়ঙ্কর।
সপ্ত সিন্ধু একেবারে হোক আজি উচ্ছ্বসিত,
বহুক উচ্চণ্ড উর্মি ভাঙ্গি গিরিবন যত!
শত বজ্র ভীমনাদে গর্জুক অম্বর দেশে,
জাগুক মোসলেমগণ সর্বস্থানে সর্বদেশে।"

তিনি পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন—

"গাজী ভিন্ন লোকজন এ যুগে পাবে না ত্রাণ
প্রাণ দানে অশক্ত যে,—সেত নহে মুসলমান।"

মুসলিম বিশ্বের বিপর্যয় দৃষ্টে তিনি লিখেছেন—

facebook/@maktabatuttalamij

শ্যামল বঙ্গের কবি কোমল শিরাজী আজি
মত্ত সিংহ বীর্যে মাতি কেন হতে চাহে গাজী ?

এর কারণ—

"লুপ্ত হয় বিশ্ব হতে ইসলামের সিংহাসন।"

তিনি আরো বলেছেন—

"গোলাম জাতির তরে স্বর্গধাম কভু নয়
স্বাধীন জাতির তরে সে স্বাধীন স্বর্গালয়।
কোটি কোটি কণ্ঠে আজি উঠুক আল্লাহু ধ্বনি
উঠুক গরজি দম্ভে কামানের মহাধ্বনি।"

এ গ্রন্থের একাদশতম কবিতা 'আমীর আগমনে' আফগানিস্তানের আমীরের ভারত আগমন উপলক্ষে লিখিত। এ কবিতায় আমীরকে উদ্দেশ্য করে তিনি ভারতের মুসলমানদের দুর্দশার কথা বর্ণনা করেছেন—

"হে আমীর! কি দেখিতে এসেছ ভারতে হায়
ভারতে মোস্‌লেম কীর্তি সকলি বিলীন প্রায়।
বিজয় গৌরব ভরে,
আর নাহি দর্প করে,
ইসলামের জয় কেতু অর্ধচন্দ্র সুশোভন
আল্লাহুর মহানাদে নাহি কাঁপে এ ভুবন।"

শেষে তাঁর আহবান—

"হে আমীর আসিয়াছ যদি এ পতিত দেশে
জাগাইয়া যাও তবে রুদ্র-দীপ্ত বীর বেশে ;
দেখি তব বীর মূর্তি,
জাগুক জীবন স্ফুর্তি,
নব আশা নব তেজঃ নবোৎসাহ নবোদ্যম,
বহুক মোসলেম প্রাণে প্রলয় ঝটিকা সম!"

দ্বাদশতম কবিতা 'দীপনা'য় মুসলমানদের দেশে সিরাজী আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন—

"দিন মাস বর্ষে হায়!
আজি কত যুগ যায়!!
আর কি ইসলাম রবি হবে না উদিত ?"

facebook/@maktabatuttalamij

তিনি মুসলমানদের শিক্ষার বিস্তার করে, সভা-সমিতি করে জেগে ওঠার আহবান জানিয়েছেন। আশাবাদী সিরাজী বলেছেন—

"এখনও আছে বেলা,
আর করিও না হেলা,
ফিরালে ফিরাতে পার গৌরব তপন
এখনও অন্ধকারে ডুবেনি ভুবন!"

এ গ্রন্থের ত্রয়োদশতম এবং শেষ কবিতা 'আমীর অভ্যর্থনা'য় সিরাজী নিজের এবং ভারতবাসীর আনন্দ উল্লাস ব্যক্ত করেছেন। এর কারণ, আমীর একটি স্বাধীন মুসলিম দেশের শাসক এবং তারপর—

"তব আগমনে বৃটিশ কামান,
গরজি ঘোষিছে তোমার সম্মান,
গর্বিত উদ্ধত
শ্বেত চর্ম যত
তাদের ঔদ্ধত্য আজি তিরোধান।"

এ কবিতায় তিনি শক্তি সাধনায় বলীয়ান হয়ে তেজ প্রদীপ্ত ইসলাম ভাস্করকে ধরায় প্রদর্শন করার জন্যে আমীরের প্রতি আহবান জানিয়েছেন।

আট

সিরাজীর 'অনল প্রবাহ' কাব্যগ্রন্থকে তাঁর জীবন ও মানসের দর্পণ হিসাবে আখ্যায়িত করা যায়। এ কাব্যে একাধারে ফুটে উঠেছে তাঁর সাহিত্য মানস, স্বাধীনতা স্পৃহা, ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও গর্ববোধ, মুসলিম জাগরণের কামনা। যদি ধরেও নেয়া যায় যে, বিশ্বখ্যাত সাহিত্যিকদের মত সিরাজী সুপরিকল্পিতভাবে সাহিত্য সৃষ্টি করেন নি, তা সত্ত্বেও তাঁর সাহিত্যের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ঐকতানের কোন অভাব পরিলক্ষিত হয় না। স্মরণ করা দরকার— যে দেশ, যে সময়, যে সমাজের অধিবাসী তিনি ছিলেন, সেই সময়ের প্রেক্ষিতে তাঁর কাছ থেকে এর বেশি কিছু আশা করাও যায় না। কোন সন্দেহ নেই, সিরাজীর ঈর্ষণীয় সাহিত্য প্রতিভা ছিল, কলমের জোর ছিল। তবে এ দুয়ে মিলে ধাবিত হয়েছে তাঁর মানস লক্ষ্যে—মুসলিম জাগরণের পানে। জাতি, সমাজের জন্যে এত নিঃস্বার্থ দরদ, সাধনা, ত্যাগ স্বীকার যে কোন দেশেই দুর্লভ। সে হিসাবে সিরাজী যে এ দেশের, এ সমাজের এক অনন্য সন্তান, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর জীবন সাধনা, সাহিত্য কীর্তির মধ্যে সে পরিচয়টি উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে আলো ছড়াচ্ছে। সে

facebook/@maktabatuttalamij

আলোয় কেউ যদি স্নাত হতে না পারে, তা সিরাজীর নয়, জাতি হিসাবে আমাদেরই দুর্ভাগ্য।

টীকা

১. শিরাজী চরিত, এম. সেরাজুল হক, কলকাতা, ১৯৩৫।

২. সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজীর জ্যেষ্ঠ পুত্র সৈয়দ আসাদ উদ্দৌলা সিরাজী সিরাজগঞ্জ থেকে এ সংস্করণটি প্রকাশ করেন। ১৯১০ সালে বাজেয়াপ্ত ঘোষণার ৪৩ বছর পর সেই প্রথম অনল প্রবাহ আবার আলোর মুখ দেখে।

৩. এ সংস্করণটি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত হয়।

৪. ডঃ শিশির করের 'স্বদেশী যুগে কারাদণ্ডিত কবি শিরাজী' গ্রন্থে উল্লেখিত বাংলা সরকারের সেক্রেটারির লেখা পত্র।

৫. ঐ

৬. ম্যাজিস্ট্রেট সুইনহোর রায় —ঐ

৭. ঐ

৮. সরকারী নথি থেকে উদ্ধৃত, ঐ

৯. ঐ

১০. ঐ

১১. উদ্ধৃত, শিরাজী চরিত্র।

১২. ডঃ শিশির কর, স্বদেশী যুগে কারাদণ্ডিত কবি শিরাজী, কলকাতা, ১৯৮৯।

১৩. ঐ

১৪. ডঃ শিশির কর, বৃটিশ শাসনে বাজেয়াপ্ত বাংলা বই, কলকাতা।

ইফাবা—২০০৩-২০০৪—প্র/২৪১৬/(উ)—৩,২৫০।

facebook/@maktabatuttalamij

লেখক পরিচিতি

বাংলার মুসলিম নব জাগরণের অন্যতম অগ্রদূত সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী ১৮৮০ সালের ১৩ জুলাই সিরাজগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। কৈশোরেই তাঁর মধ্যে আত্মমর্যাদা ও স্বাজাত্যবোধের প্রবল প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়। বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের দুর্দশা বিশেষ করে তৎকালীন উপমহাদেশে পরাধীনতার তিক্ত স্বাদ তাঁকে অগ্নিগিরির মত শাসক বৃটিশদের বিরুদ্ধে শৃংখল মোচনের স্পৃহায় উজ্জীবিত করে। লেখা ও বক্তৃতার মাধ্যমে তিনি স্বাধীনতার বাণী প্রচার করতে থাকেন। সাথে সাথে শতাব্দীর ঘুমঘোর থেকে জেগে উঠে মুসলমানদের নিজের পায়ে দাঁড়ানোর ও আত্মপ্রত্যয়ে বলীয়ান হওয়ার জোরালো আহবান জানান। 'অনল প্রবাহ' তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ। বাংলা ১৩০৭ সনে ইংরেজী ১৯০০ সালে এ কাব্য প্রথম প্রকাশিত হয়। এ কাব্যের অনলবর্ষী বাণী মুসলমানদের মনে বিপুল উৎসাহ, আশা ও আত্মপ্রত্যয় এনে দেয়। মুসলমানরা স্বাধীনতা লাভের ব্যাপারে সচেতন হয়ে ওঠে। বাংলা ১৩১৫ সনে ইংরেজী ১৯০৮ সালে 'অনল প্রবাহ' দ্বিতীয় বার প্রকাশিত হয়। গোটা বাংলাদেশের মুসলিম তরুণ যুব সমাজ 'অনল প্রবাহ'-এর জ্বালাময়ী উদ্দীপনায় উদ্দীপিত হয়ে ওঠে। অবস্থা বেগতিক দেখে বৃটিশ সরকার 'কাব্যে স্বাধীনতার বাণী প্রচার ও জনসমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির' অভিযোগে 'অনল প্রবাহ' বাজেয়াপ্ত করে। কবির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা দায়ের করে। ১৯১০ সালে তাঁকে দু' বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। উপমহাদেশে সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী প্রথম কবি ও লেখক, যিনি কাব্য রচনা করে কারাদণ্ড লাভ করেন। 'অনল প্রবাহ'সহ তিনি আরো বহু কাব্য, উপন্যাস, প্রবন্ধ ইত্যাদি রচনা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর সাহিত্য রচনাসহ জীবনের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তিনি বাঙালি মুসলমানদের জাগরণ, তাদের উন্নতি ও অগ্রগতির লক্ষ্যে একনিষ্ঠ প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। তাঁর জ্বালানো 'অনল প্রবাহ'-এর মশালে আগুন জ্বালিয়ে আগমন ঘটে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের। সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী ১৯৩১ সালের ১৭ জুলাই সিরাজগঞ্জে নিজ বাসভবন বাণীকুঞ্জে 'পৃষ্ঠব্রণ' রোগে ইন্তিকাল করেন।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

facebook/@maktabatuttalamij